মধ্য-লীলা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোমধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে॥ ২

শতসহস্রাযুতলক্ষকোটি যোজন।
একৈক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥ ৩

সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক আনন্দচিন্ময়।
পারিষদ—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অগতীনামেকামদ্বিতীয়াং গতিং শরণং; হীনানাং অতিনীচজাতীনাং যেঽর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ঃ তেষামধিকং যথা স্যাৎ তথা সাধকমিতি। অস্য কৃষ্ণস্য। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্ত সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অগত্যেকগতিং (গতিহীনের একমাত্রগতি) হীনার্থাধিকসাধকং (হীনজনের অত্যধিক-পরিমাণে ধর্ম্মাদিসিদ্ধিপ্রদাতা) শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) নত্বা (প্রণাম করিয়া) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র) লিখামি (লিখিতেছি)।

অনুবাদ। গতিহীনের একমাত্র গতি ও হীনজনের অত্যধিক পরিমাণে ধর্ম্মাদি সিদ্ধি প্রদাতা, শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের কণামাত্র লিখিতেছি। ১

এই পরিচ্ছেদে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণিত হইবে, গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

১। **সর্ব্বস্বরূপের ধাম** ইত্যাদি—**পূর্ব্ব**পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাসাদিরূপে অনন্ত স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল স্বরূপের প্রত্যেকেরই পরব্যোমে এক একটী নিজস্ব ধাম আছে। এইরূপে পরব্যোমে অসংখ্য ধাম আছে; ইহাদের প্রত্যেক ধামই এক একটী **বৈকুণ্ঠ** (অর্থাৎ মায়াতীত চিন্ময় ও আনন্দময় ধাম)। **স্বরূপের**—বিলাস ও অবতারাদির। **নাহিক গণন**—অবতারের সংখ্যার অন্ত নাই বলিয়া তাঁহাদের ধামের সংখ্যাও অনন্ত।

৩। এই পয়ারে বলা হইয়াছে—এক এক বৈকুণ্ঠের পরিমাণ শতসহস্র-অযুত-লক্ষ কোটীযোজন। পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে "সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক—অর্থাৎ বিভু।" সমাধান পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪। **সব বৈকুণ্ঠ** ইত্যাদি—**পূর্ব্ব** পয়ারে "শত সহস্র অযুত লক্ষ কোটী যোজন" রূপে ঐ বৈকুণ্ঠ-সমূহের বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। এই পয়ারে আবার বলিতেছেন "সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক" অর্থাৎ বিভু। ইহার তাৎপর্য্য

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক-এক দেশে যার।
সেই পরব্যোমধামের কে করু বিস্তার ? ॥ ৫

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার 'দলশ্রেণী'।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকায়' গণি ॥ ৬

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য—স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার ॥ ৭

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নমু চ স্বাতন্ত্র্যে কথং কুৎসিতেষু মৎস্যাদিষু জন্ম কথং বা বামনাদ্যবতারে যাচ্ঞাদিকার্পণ্যং কথং বা অস্মিন্নেব কদাচিদ্ভয়পলায়নাদি অত আহ কো বেত্তীতি। অন্বর্থৈঃ সম্বোধনৈঃ দুর্জ্ঞেয়ত্বমেবাহ ভূমন্নিত্যাদিভিঃ। ভবত উতীর্লীলাস্ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি ক্ব বা কথং বা কদা কতি বেতি। অচিন্ত্যং তব যোগমায়াবৈভবমিতি ভাবঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই :—পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠসমূহের কোনটী শতযোজন, কোনটী সহস্রযোজন, কোনটী কোটিযোজন বিস্তারযুক্ত বলিয়া পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ বলিয়া আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইলেও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ নহে; তাহাদের প্রত্যেক বৈকুণ্ঠেরই ব্যাপকত্ব আছে; প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।" অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, এই ধাম-সমূহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই আনন্দময়, প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই চিন্ময়; প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই তত্তৎ-ধামাধিপতির পারিষদে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ এবং ব্যাপক।

৫। **অনন্ত বৈকুণ্ঠ**—প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; এইরূপ অনন্ত-সংখ্যক বৈকুণ্ঠ যে পরব্যোমের এক অংশে বর্ত্তমান, সেই পরব্যোমের বিস্তার বর্ণন করা অসম্ভব। **একদেশে**—এক অংশে।

৬। **অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম** ইত্যাদি—পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ ও পরব্যোমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন। দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক এই তিনরূপে কৃষ্ণলোকের অবস্থিতি। অনন্ত-বৈকুণ্ঠময় পরব্যোম ও কৃষ্ণলোক—এই সমুদয়ের মিলিত আকার একটী পদ্মের মত; কৃষ্ণলোক এই পদ্মের কর্ণিকার-স্থানীয় এবং পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ-সমূহ উহার দলশ্রেণী-স্থানীয়। বলা বাহুল্য, পদ্মাকার বা কর্ণিকার ও দলশ্রেণী-স্থানীয় বলাতে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইলেও স্বরূপতঃ এই সকল ভগবদ্ধাম "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"

৭। **এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য** ইত্যাদি—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অবতারাদিও ষড়ৈশ্বর্য্যময়, তাঁহাদের ধামাদিও ষড়ৈশ্বর্য্যময়, পারিষদাদিও ষড়ৈশ্বর্য্যময়, অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত।

ব্রহ্মাশিব অন্ত না পায়—যাঁহার স্থান ও অবতারাদি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, ব্রহ্মাশিবাদিও সেই ভগবানের গুণ, লীলা, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অন্ত পায়েন না। ব্রহ্মাদি যে তাঁহার লীলার অন্ত পায়েন না, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা দেখাইয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে, ব্রহ্মাদি যে তাঁহার গুণের অন্ত পায়েন না, তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্লো। ২। **অন্বয়**। ভূমন্ (হে বিশ্বব্যাপক—হে অপরিচ্ছিন্ন)! ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবন্)! পরাত্মন্ (হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্)! যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর)! অহো (অহো—কি আশ্চর্য্য)! যোগমায়াং (যোগমায়াকে) বিস্তারয়ন্ (বিস্তার করিয়া) [যদা] (যখন) ক্রীড়সি (তুমি ক্রীড়া কর), [তদা] (তখন) ভবতঃ (তোমার) উতীঃ (লীলাসকল) ক্ব (কোথায়) কথং (কি প্রকারে) কতি (কত সংখ্যক) কদা (কোন সময়ে—সম্পাদিত হইতেছে, তৎসমস্ত) ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবন মধ্যে) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) বেত্তি (জানে)।

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত
ব্রহ্মা-শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥ ৮
তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৭)—
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গুণাত্মনো গুণানামাত্মনো গুণাধিষ্ঠাতুস্তে তব পুনর্গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুমপি কে ঈশিরে সমর্থা বভূবুঃ দূরতস্তদ্বিশেষবার্ত্তা। কথম্ভূতস্য তব অস্য বিশ্বস্য হিতায় পালনায় বহুগুণাবিষ্কারেণাবতীর্ণস্য। ননু কালেন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ভূমন্ (অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বব্যাপক)! হে ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবন্! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে যোগেশ্বর! কি আশ্চর্য্য! তুমি যখন তোমার স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাক, তখন তোমার লীলা—কোথায়, কি প্রকারে, কত সংখ্যায় এবং কোন সময়ে যে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা—ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ জন জানিতে পারে? অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না। । ২

এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু; গোপ-শিশুদের সঙ্গে বৎসমাত্র চরাইয়া থাকেন। একদিন তিনি সখাদের লইয়া বৎস চরাইতে গিয়াছেন,—ব্রহ্মা তাঁহার সমস্ত বৎস এবং সমস্ত সখাদের হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন; কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া (পরবর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন; উক্ত শ্লোকটী এই স্তবেরই অন্তর্গত একটী শ্লোক। ব্রহ্মা বলিলেন:—হে **ভূমন্**—হে বিশ্বব্যাপক! তুমি দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তুমি সর্ব্বব্যাপক—বিভু বস্তু; ক্ষুদ্র আমি তোমার মহিমা কি বুঝিব? হে **ভগবন্**—তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন—তোমার ঐশ্বর্য্যের, তোমার শক্তির ও শক্তিক্রিয়ার ইয়ত্তা ক্ষুদ্র আমি কিরূপে বুঝিব? হে **পরাত্মন্**—তুমি সকলের অন্তর্য্যামী; আমার মনে যে গর্ব্ব ছিল—যাহার প্রভাবে আমি তোমার বৎসাদি হরণ করিয়া তোমার চরণে অপরাধী হইয়াছি—তাহাও সর্ব্বাগ্রেই তুমি জানিয়াছ, তাই আমাকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত, আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করার নিমিত্ত কৃপা করিয়া তুমি তোমার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের খেলা আমার সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছ। হে **যোগেশ্বর**—তোমার কৃপায় যোগমার্গের সাধনে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিভূতিই জনগণকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলে; আর যোগেশ্বর তোমার বিভূতির মহিমা মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তি কিরূপে অবধারণ করিবে? তাই তুমি তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া—যোগমায়ার অচিন্ত্য-শক্তির মহিমা লোকে প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে—যোগমায়ার সহায়তায় তুমি যখন **ক্রীড়সি**—ক্রীড়া—লীলা—করিতে থাক, তখন তোমার লীলা—কোথায়, কখন, কি প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে—কতগুলি লীলাই বা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করিতে পারে—এমন লোক ত্রিজগতে কেহ নাই।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি নির্ণয় করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ব্রহ্মারও নাই। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ পয়ারের প্রমাণ।

৮। **এই মত কৃষ্ণের**—ব্রহ্মাদিও যে লীলার অন্ত পায়েন না, এইরূপ লীলাকারী কৃষ্ণের। অথবা "এইমত" শব্দ "সদ্‌গুণের" সঙ্গে যোগ করিয়াও অর্থ করা যায়:—এইমত সদ্‌গুণ; শ্রীকৃষ্ণের "সদ্‌গুণও এইমত" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলার মত অনন্ত, অচিন্ত্য, দুর্নির্ণেয়। **দিব্য**—অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রাকৃত গুণ নাই বটে; কিন্তু তাঁহার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ আছে। **ব্রহ্মা শিব** ইত্যাদি—ব্রহ্মা, শিব ও সনকাদিও শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহের অন্ত পায়েন না; সামান্য জীবের কথা আর কি বলিব?

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লোঃ। ৩। অন্বয়। গুণাত্মনঃ (স্বরূপভূত-গুণে গুণী) অস্য (এই বিশ্বের) হিতাবতীর্ণস্য (হিতের নিমিত্ত

ব্রহ্মাদিক রহু, অনন্ত সহস্রবদন। | নিরন্তর গায়, গুণের অন্ত নাহি পান ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিপুণৈঃ কিমশক্যমত আহ কালেনেতি। বা শব্দো বিতর্কে। সুকল্পৈরতিনিপুণৈর্বহুজন্মনা কালেন ভূপরমাণবঃ বিমিতা বিশেষেণ গণিতা ভবেয়ুঃ তথা খে মিহিকা হিমকণা অপি। তথা দ্যুভাসো দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবোঽপি॥ স্বামী॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবতীর্ণ) তে (তোমার) গুণান্ (গুণসমূহকে) বিমাতুং (গণনা করিতে) কে বা (কে ই বা) ঈশিরে (সমর্থ হয়)? সুকল্পৈঃ যৈঃ (যে সমস্ত সুনিপুণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক) কালেন (যথোপযুক্ত সময়ে) ভূ-পাংশবঃ (পৃথিবীর পরমাণুসমূহ) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (হিমকণাসমূহ) দ্যুভাসঃ (কিরণ-পরমাণুসমূহও) বিমিতাঃ (গণিত হইতে পারে) [তেঽপি তে গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে] (তাঁহারাও তোমার গুণসমূহ গণনা করিতে অসমর্থ)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—"স্বরূপভূত-গুণে গুণী তোমার এবং বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমার গুণসমূহ কে-ই বা গণনা করিতে সমর্থ? (অর্থাৎ কেহই সমর্থ নহে)। যথোপযুক্ত সময় পাইলে যে সমস্ত সুনিপুণ ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণু-সমূহ, (কিম্বা তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক) আকাশের হিমকণা, (কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক আকাশস্থ সূর্য্যাদির) কিরণ-কণা সমূহও গণনা করিতে পারেন, (তাঁহারাও তোমার গুণসমূহ গণনা করিতে অসমর্থ)।" ৩

শ্রীভগবানের অসংখ্য-অপ্রাকৃত গুণ আছে; কোনও কোনও স্থলে যে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবানে প্রাকৃত গুণ—যে গুণ প্রকৃতির কার্য্য, তাহা—নাই; তাই পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় "যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥ ২৫৫।৩৯॥" জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজঃ—এ সমস্তই ভগবৎ-শব্দের বাচ্য এবং এই সমস্তই ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ—প্রাকৃত হেয়গুণ তাঁহাতে নাই। "জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ বি, পু, ৬।৫।৭৯॥" ভগবানের সমস্তগুণই তাঁহার স্বরূপভূতগুণ। "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ॥ ল, ভা, কৃ, ২১০॥" এসমস্ত স্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে "গুণাত্মা" বলা হইয়াছে। **গুণাত্মনঃ**—গুণাঃ আত্মানঃ স্বরূপভূতাঃ যস্য (শ্রীজীব)—গুণসমূহ স্বরূপভূত যাঁহার, যিনি স্বরূপভূত গুণেই গুণী (প্রাকৃত গুণে যিনি গুণী নহেন), সেই শ্রীকৃষ্ণের। তাঁহার গুণসমূহ সংখ্যায় অনন্ত, বৈচিত্রীতে অনন্ত, মাহাত্ম্যে অনন্ত; তাই কেহই এই গুণসমূহের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। অন্যের কথা তো দূরে, যথোপযুক্ত সময় পাইলে **যৈঃ সুকল্পৈঃ**—অতিনিপুণ যে সমস্ত ব্যক্তিকর্তৃক (চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—এস্থলে সুকল্প-শব্দে শ্রীসঙ্কর্ষণাদিকে বুঝাইতেছে) পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা, এমন কি সূর্য্যাদির কিরণ-কণাও গণিত হইতে পারে, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের গুণের ইয়ত্তা নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন।

পৃথিবীর বালুকা-কণার পরিমাণ নির্ণয় করাও অসম্ভব; প্রত্যেকটী বালুকণার মধ্যে আবার বহুসংখ্যক পরমাণু (পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ) আছে; সুতরাং পৃথিবীর পরমাণুর পরিমাণ নির্ণয় করা আরও অসম্ভব। আবার ইহা অপেক্ষাও অসম্ভব আকাশের হিমকণার পরিমাণ নির্ণয় করা এবং তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব আকাশস্থ সূর্য্যাদি তেজোময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কিরণ-কণাসমূহের পরিমাণ নির্ণয় করা। যাহা হউক, এসমস্ত অসম্ভব-ব্যাপারও যদি কখনও সম্ভব হয়, তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সমূহের ইয়ত্তা নির্ণয় করা সম্ভব হইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্লোকস্থ "সুকল্প" শব্দেই ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি সূচিত হইতেছে। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পয়ারের প্রমাণ।

৯। ব্রহ্মার চারি মুখ, শিবের পাঁচ মুখ; আর সনকাদির প্রত্যেকের মাত্র একখানা মুখ; চারিমুখে বা

তথাহি (ভাঃ ২।৭।৪২)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪

সেহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজ গুণের অন্ত না পায়, হয়ে ত সতৃষ্ণ ॥ ১০

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতৎ প্রপঞ্চয়তি নান্তমিতি। পুরুষস্য যন্মায়াবলং তস্য অন্তং ন বিদামি ন বেদ্মি। দশশতান্যাননানি যস্য স শেষোঽপি অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনাপি পারং ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি। স্বামী। ৪

ত্বদবগমী ন বেত্তি সুখদুঃখে ন চ বিধিনিষেধাবিত্যুক্ত তত্র ননু কথমবগন্তং শক্যতে দুরধিগমত্বস্যোক্তত্বাৎ ইত্যেবমাশঙ্ক্য সত্যমেবম্ অনবগাহ্যমহিম্নো বাঙ্মনসাগোচরত্বাৎ অবিষয়ত্বেনৈব জ্ঞানমিতি দর্শয়ন্ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষচ্চেত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতমপরিমিতং মহিমানমাহ দ্যুপতয় এবেতি। হে ভগবন্ তে অন্তং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। তৎ কুতঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাঁচমুখে ব্রহ্মা-শিবাদির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করা তো দূরের কথা—সহস্রবদন অনন্তদেব অনাদি কাল হইতে অনবরত সহস্রবদনে কীর্ত্তন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণগুণের অন্ত পাইতেছেন না।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। **অন্বয়।** তে (তোমার—নারদের) অগ্রজাঃ (অগ্রজ) অমী (এসমস্ত—সনকাদি) মুনয়ঃ (মুনিগণ) অহং (আমি—ব্রহ্মা) অপি (ও) পুরুষস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মায়াবলস্য (মায়াবলের) অন্তং (অন্ত) ন বিদামি (জানিনা), যে (যাহারা) অবরাঃ (অন্য) কুতঃ (তাহাদের কথা আর কি বলা যাইবে), দশশতাননঃ (সহস্র-বদন) আদিদেবঃ (আদিদেব) শেষঃ (অনন্ত দেব) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) গুণান্ (গুণসমূহ) গায়ন্ (গান করিয়া) অধুনা অপি (এখনও) পারং (শেষ) ন সমবস্যতি (পায়েন নাই)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা বলিলেন—"হে নারদ! তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও পরম-পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণের মায়াবলের অন্ত পান নাই; এমন কি আমিও পাই নাই; তখন অন্যের কথা আর কি বলিব? (আমাদের কথা দূরে থাকুক) সহস্রবদন-অনন্তদেব (সহস্রবদনে অনাদিকাল হইতে) তাঁহার গুণ গান করিতেছেন, এখনও শেষ করিতে পারেন নাই। ৪"

এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ।

১০। **সেহো রহু**—সহস্রবদন অনন্তের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও নিজগুণের অন্ত জানেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি নিজ গুণের অন্ত জানেন না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন কিরূপে? উত্তর:—যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তাহা জানিতে না পারিলে কাহারও অজ্ঞতা প্রকাশ পায় না। মানুষের শৃঙ্গ থাকার কথা যিনি জানেন না, তাঁহাকে কেহ অজ্ঞ বলিতে পারেন না; যেহেতু মানুষের শৃঙ্গ নাইই; এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণের গুণের অন্তও নাই; সুতরাং তাহা জানিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্বের নাহি হয় না। **সতৃষ্ণ**—স্বীয় গুণের অন্ত নিরূপণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। **অন্বয়।** ননু (হে ভগবন্)! দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাদিলোকাধিপতি শ্রীব্রহ্মাদি) এব (ও) তে (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) অন্তং (অন্ত) ন যযুঃ (প্রাপ্ত হয়েন নাই); ত্বং (তুমি—শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও) অনন্ততয়া

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদন্তবদ্‌বস্তু তৎকিমপি ত্বং ন ভবসি। আস্তাং দ্যুপতয়ো ন যযুরিতি। যদ্ যস্মাৎ ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি। কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা অত আহ। অনন্ততয়া অন্তাভাবেন ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্বাশক্তিবৈভবং বিহন্তি। অনন্তত্বমেবাহ যদন্তরেতি। যস্য তব অন্তরা মধ্যে। নন্থ অহো সাবরণা উত্তরোত্তরংদশগুণ-সপ্তাবরণযুতা অণ্ডনিচয়া ব্রহ্মাণ্ড-সমূহা বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ খে রজাংসীব সহ একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ। হি যস্মাদেবং অতঃ শ্রুতয় ত্বয়ি হি ফলন্তি তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবস্যন্তি। ন তু সাক্ষাদ্ বদন্তি অয়মেতাবানিতি। সগুণস্য গুণানন্ত্যাৎ নির্গুণস্য চাগোচরত্বাৎ কথং তর্হি অপদার্থে তাৎপর্য্যমিতি তত্র বিধিমুখে বাক্যে ভবেদয়ং নিয়মঃ পদার্থস্যৈব বাক্যার্থত্বমিতি। নিষেধমুখেতু নায়ং নিয়ম ইত্যাহ অতন্নিরসনেনেতি অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধ্যবিদিতাদন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অস্থূলমনণু ইত্যাদি প্রকারেণ লক্ষণয়া চ তত্ত্বমসীত্যাদয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি। ন চ বাচ্যং নিষেধৈঃ শূন্যমেব জ্ঞাপ্যত ইতি। যতো ভবন্নিধনাঃ ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাস্তথা। ন হি নিরবধির্নিষেধঃ সম্ভবতি অতোঽবধিভূতে ত্বয়ি ফলন্তীত্যর্থঃ। দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ। ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো জয় জয়েতি ভজে তব তৎপাদম্॥ স্বামী॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(অন্তহীন বলিয়া—অন্ত নাই বলিয়া—জানিতে পার না)—যদন্তরা (যে তোমার মধ্যে) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণযুক্ত) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) সহ (একই সঙ্গে—যুগপৎ) বয়সা (কালচক্রের দ্বারা) খে (আকাশে) রজাংসি ইব (রজঃকণার ন্যায়) বান্তি হি (পরিভ্রমণ করিতেছে); ভবন্নিধনাঃ (তোমাতেই সমাপ্তি যাহাদের তাদৃশ) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিসকল) অতন্নিরসনেন (অতদ্‌বস্তু নিরসন পূর্ব্বক) ত্বয়ি (তোমা-বিষয়েই—তোমাকে বিষয়ীভূত করিয়াই, তোমার বিষয় আলোচনা করিয়াই) ফলন্তি (সফলতা—সার্থকতা লাভ করে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিগণ বলিলেনঃ—"হে ভগবন্! স্বর্গাদি-লোকাধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার অন্ত পায়েন না; এমন কি, নিজে অনন্ত বলিয়া তুমি নিজেও নিজের অন্ত পাও না। (তোমার অনন্তত্বের প্রমাণ এই যে), আকাশে ধুলিকণাসমূহ যেরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তোমার মধ্যে (তোমার রোমবিবরে) সাবরণ (উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণযুক্ত) ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্রের দ্বারা (প্রবর্ত্তিত হইয়া) যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই, তোমাতেই সমাপ্তিপ্রাপ্ত শ্রুতিসকল অতদ্‌বস্তু নিরসনপূর্ব্বক তোমাকে বিষয়ীভূত করিয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ৫।

দ্যুপতয়ঃ—দ্যুপতিগণ; স্বর্গাদি-লোকপালগণ; ব্রহ্মাদি। ইঁহারা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত পায়েন না, ইঁহাদের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও—স্বীয় অন্ত জানিতে পারেন না; যেহেতু, তাঁহার অন্তই নাই; **অনন্ততয়া**—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অনন্ত বলিয়া—অন্যের কথা তো দূরে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের অন্ত জানিতে পারেন না। যাহা নাই, তাহা কিরূপে জানিবেন? শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত, তাহার একটা মাত্র প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে। **খে**—আকাশে **রজাংসি ইব**—বালুকাকণার ন্যায় - দিগন্তবিস্তৃত আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণা যে ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, **যদন্তরা**—যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে--তাঁহার রোমকূপে **অণ্ডনিচয়াঃ**--অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালচক্রদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া ঠিক সেই ভাবেই পরিভ্রমণ করিতেছে—একটীর পর একটী করিয়া নয়—অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলে একই সময়ে একই সঙ্গে ভগবানের রোমকূপে অনায়াসে বিচরণ করিতেছে। আকাশে বালুকাকণা গুলি যেরূপ অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভগবানের রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহও সেইরূপ অনায়াসেই ঘুরিয়া বেড়ায়; আকাশের তুলনায় বালুকণাগুলি যেমন নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভগবানের প্রতি রোমকূপের তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডসমূহও তদ্রূপ নিতান্ত ক্ষুদ্র। ইহা হইতেই বুঝা যায়—কত বৃহৎ তিনি! তিনি অনন্ত। তাঁহার রোমকূপের ভিতর দিয়া শুধু ব্রহ্মাণ্ডগুলিই যে বিচরণ করিতেছে, তাহা নহে—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড তাহার আবরণের সহিতই বিচরণ করিতেছে—**সাবরণাঃ**—আবরণের সহিত

সেহো রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার।
তাঁর চরিত্র-বিচারেতে মন না পায় পার ॥ ১১

প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্বস্বনাথসনে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ॥

ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষিতি-ভাগের বাহিরে পর-পর সাতটী আবরণ আছে; ক্ষিতি (বা মাটী)-অংশের অব্যবহিত বাহিরের আবরণ জল; তাহার পরের আবরণ তেজঃ, তাহার পরে বায়ু (মরুৎ), তাহার পরে ব্যোম (আকাশ বা শূন্য), তাহার পরে অহঙ্কার, তাহার পরে মহত্তত্ত্ব এবং তাহার পরে অব্যক্ত প্রকৃতি। এই সমস্ত আবরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। এসমস্ত আবরণের সহিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন মূল ব্রহ্মাণ্ডটী অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে; এইরূপ আবরণের সহিতই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের রোমকূপে যুগপৎ—একই সময়ে একই সঙ্গে—অনায়াসে বিচরণ করিতেছে! এতাদৃশ বিভু—অনন্ত—যে ভগবান্, কে-ই বা তাঁহার অন্ত পাইবে? তিনি অনন্ত বলিয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে শ্রুতিসমূহেরও সামর্থ্য নাই। যিনি যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তিনি যদি তাহা সমাধা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার সফলতা। শ্রুতিসমূহে ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব অনন্ত বলিয়া সম্যক্ তত্ত্ব নিরূপণ অসম্ভব হইয়াছে—তত্ত্বনিরূপণের কার্য্য সম্যক্-সফলতা লাভ করে নাই। তাই ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপক-শাস্ত্রহিসাবে শ্রুতিসমূহের বিশেষ সফলতা থাকিতে পারে না। যাহা হউক, সম্যক্-ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে না পারিলেও শ্রুতিসমূহ ভগবান্‌কেই নিজেদের বিষয়ীভূত করিয়াছে—শ্রুতির আলোচ্যবিষয় একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই। তাহাতেই শ্রুতির কিছু সার্থকতা—সফলতা—জন্মিয়াছে। যদি ভগবদ্‌বিষয় শ্রুতিতে আলোচিত না হইত, তাহা হইলে সমস্ত শ্রুতিই নিরর্থক হইত; অসার্থক হইয়া যাইত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বলিয়াছেন—হে ভগবন্! তোমার তত্ত্ব শ্রুতিসমূহ নিরূপণ করিতে অসমর্থ; তুমি যে কি, বা কিরূপ, তাহা তাহারা সম্যক্‌রূপে বলিতে পারে না; তবে তুমি যে কি নহ, কিরূপ নহ—তাহা কিছু কিছু তাহারা বলিয়াছে—"নেতি নেতি", "অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমিত্যাদি"—"ইহা নয়, ইহা নয়—স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে ইত্যাদি"—বাক্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে শ্রুতিসমূহ **অতন্নিরসনেন**—যাহা তৎ-পদার্থ নহে, তাহার নিরসন পূর্ব্বক; তুমি যাহা যাহা নহ, তাহা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া **ত্বয়ি**—(এইভাবে কেবল) তোমাকেই নিজেদের বিষয়ীভূত করিয়া, কেবল ভগবদ্‌বিষয়েরই আলোচনা করিয়া **ফলন্তি**—সফলতা বা সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতিসমূহ **ভবন্নিধনাঃ**—তোমাতেই নিধন বা সমাপ্তি যাহাদের তাদৃশ; তুমিই তাহাদের আলোচ্য বিষয় এবং তাহাদের আলোচনার সমাপ্তিও তোমাতেই; তোমার আলোচনা ব্যতীত অন্য কোনও আলোচনা শ্রুতিসমূহের অভিপ্রেতও নহে, তোমাতেই তাহাদের আলোচনার পর্য্যবসান; ইহাতেই শ্রুতিসমূহ সফলতা লাভ করিয়াছে। অবশ্য শ্রুতিতে ভগবদালোচনাও যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; কারণ, ভগবান্ যখন অনন্ত—অসীম, তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনা কখনও সসীম হইতে পারে না। তথাপি ভগবদ্‌বিষয়ের অল্পমাত্র সম্বন্ধও যখন কোনও বস্তুকে কৃতার্থতা দান করিতে সমর্থ, তখন শ্রুতিসমূহে ভগবদ্‌বিষয়ে যাহা কিছু আলোচনা আছে, তাহাই শ্রুতিসমূহকে সার্থকতা—সফলতা—দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণও যে স্বীয় অন্ত নির্ণয় করিতে পারেন না, তাহা এই শ্লোকে "ত্বং অপি অনন্তত্বয়া"-বাক্যে উক্ত হইয়াছে; এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ পয়ারের প্রমাণ।

১১। **সেহো রহু** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা ও গুণাদির কথা দূরে থাকুক, ব্রজে প্রকট হইয়া তিনি যে সকল লীলা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্ন পয়ার-সমূহে বর্ণিত, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস-হরণের পরে একই সময়ে অসংখ্য প্রাকৃতাপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরূপলীলার কথাও মনোবুদ্ধির অগোচর।

১২। **প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড (বৈকুণ্ঠাদি) এই সমুদয়ের সৃষ্টি বা

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত॥ ১৩
“কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ”—শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি॥ ১৪
এক এক গোপ—করে যে বৎস চারণ।
কোটী-অর্ব্বুদ-পদ্ম-শঙ্খ তাহার গণন॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকটন। **স্ব-স্ব-নাথ সনে**—প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ব্রহ্মা এবং অপ্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠের নাথ বিষ্ণু—ইঁহাদিগকেও প্রকটিত করিলেন। **অশেষ বৈকুণ্ঠ-অজাণ্ড**—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ। **অজাণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মমোহনলীলায় (নিম্নলিখিত বর্ণনা দ্রষ্টব্য) অসংখ্য নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠাদির সহিত ব্রহ্মা যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডও দেখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই এই পয়ারে “প্রাকৃত সৃষ্টি” এবং “অজাণ্ড” বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ছিল না—বহিরঙ্গা মায়া হইতে সৃষ্ট হইলেই প্রাকৃত হইত; ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকটনের উদ্দেশ্যে যোগমায়াই অসংখ্য নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠের সহিত এই সকল ব্রহ্মাণ্ডকেও প্রকটিত করিয়াছেন; সুতরাং এইসকল ব্রহ্মাণ্ডও স্বরূপতঃ চিন্ময় অপ্রাকৃত ছিল—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল মাত্র; শ্রীভা, ১০।১৪।১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মার কথায় এইরূপই লিখিয়াছেন:—“স্বরূপশক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদা বালাঃ বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ, ততো যোগমায়য়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ; কীদৃশাঃ অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতাস্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডাশ্চভূঃ।”

বর্ণনীয় ঘটনাটী এই:—এক সময়ে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা সমস্ত রাখালগণকে এবং সমস্ত গো-বৎসাদিকে হরণ করিয়া নিভৃতে লুকাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন, গোবৎস বা রাখালগণ কেহই নাই, তখন তিনি নিজেই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে ঐ ঐ রাখাল ও গো-বৎসাদিরূপে আত্ম-প্রকট করিলেন। এই সব প্রকটিত গোবৎসাদিকেই কৃষ্ণ-বলরাম নব প্রকটিত সখাগণ সহ গোচারণে লইয়া যান, আবার অপরাহ্নে গৃহে ফিরাইয়া আনেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বর্ষান্তরে ব্রহ্মা আসিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, তাঁহার লুক্কায়িত গোবৎস ও রাখালগণ সেই নিভৃত স্থানেই লুক্কায়িত আছে; অথচ তাহারা আবার কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গেও আছে তাঁহার আরও বিস্ময়ের কারণ হইল—তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে যে রাখালগণ আছেন, যে গোবৎসাদি আছে, রাখালগণের যে বেত্র-বেণু-শিঙ্গাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ হইলেন; ইহাদের প্রত্যেক বিষ্ণুই এক এক বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর, প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্ত দ্বারা পূজিত ও স্তুত হইতেছেন; প্রত্যেকের তত্ত্বাবধানেই আবার প্রাকৃতবৎ-প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐ ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মাদিও আছেন। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোবৎস; তাঁহার সখাও অসংখ্য; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আবার অসংখ্য গোবৎস; সখাদের প্রত্যেকেরই বেত্র, বেণু, দল শৃঙ্গ, বস্ত্র, কেয়ুর, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার আছে; সুতরাং এই সকল বেত্র-বেণুদলাদির সংখ্যাও অনন্ত। ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক এক বিষ্ণু হইলেন; সুতরাং অসংখ্য বিষ্ণু, অসংখ্য বৈকুণ্ঠ, অসংখ্য পার্ষদ, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাদিকে গোবৎসহারী ব্রহ্মা একই সময়ে গো-বৎস-চারণ-স্থানে দর্শন করিলেন। গোবৎস-চারণের স্থানটী কিন্তু এই ভূমণ্ডলের অন্তর্গত, বৃন্দাবনস্থ ক্ষুদ্র একটী স্থান মাত্র—এই ক্ষুদ্র স্থানটীর মধ্যেই অনন্তকোটি বিষ্ণু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার স্থান হইল!! ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মহিমা—ইহাই এই স্থানের অপূর্ব্ব বিভুতা বা ব্যাপকতা। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৩। **অবধূত**—বিক্ষিপ্ত।

১৪। **কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ**—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের কিছু অংশ। ইহার অর্থ—অসংখ্যাতৈঃ (অসংখ্য) কৃষ্ণবৎসৈঃ (কৃষ্ণের গোবৎসদ্বারা)। কৃষ্ণের সঙ্গে অসংখ্য গোবৎস ছিল; তাহাদের দ্বারা। **শুকদেববাণী**—ইহা শুকদেবের কথা, সুতরাং ধ্রুবসত্য। **কৃষ্ণসঙ্গে কত** ইত্যাদি—কৃষ্ণের সঙ্গে বৎসপাল-গোপশিশুও অসংখ্য ছিলেন।

বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত—তার নাহি লেখা পার॥ ১৬
সভে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥ ১৭
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সভার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সভার সেই শরীরে প্রবেশে॥ ১৮
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিল নিশ্চিত—॥ ১৯

যে কহে—কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক, কায়মনে মুঞি এই মানো॥ ২০

এই তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু॥ ২১

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবমাদিত আরভ্য অচিন্ত্যানন্তগুণত্বেন স্বয়ং দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তম্। কেচিত্তু জানীম ইতি স্থিতাস্তানুপহসন্নিবাহ জানন্ত ইতি। ন তু মে মন আদীনাং তব বৈভবং বিষয় ইতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬। **বেত্র**—যষ্টি; গরু ফিরাইবার পাঁচনি। **বেণু**—বার আঙ্গুল লম্বা, অঙ্গুষ্ঠের মত স্থূল, ছয়টী ছিদ্রযুক্ত বাঁশীকে বেণু বলে। **দল**—পত্রনির্ম্মিত বাঁশী। **শৃঙ্গ**—একরূপ বাদ্যযন্ত্র; ইহাতে বাঁশীর মত শব্দ হয়; মহিষের শিঙ্গে প্রস্তুত; শিঙ্গের দুই প্রান্ত স্বর্ণ মণ্ডিত; মধ্যস্থল রত্নমণ্ডিত। **গোপগণের যত** ইত্যাদি—গোপশিশুদের বেত্র-বেণু আদিও অসংখ্য ছিল।

১৭। **সভে**—প্রত্যেক সখা, প্রত্যেক বৎস, প্রত্যেক বেণু, প্রত্যেক বেত্র, প্রত্যেক দল, প্রত্যেক শৃঙ্গ, প্রত্যেক বস্ত্র, প্রত্যেক অলঙ্কারই—চতুর্ভুজ বিষ্ণু হইলেন, প্রত্যেক বিষ্ণুর অধীনস্থ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের ব্রহ্মাগণ প্রত্যেকে তাঁহাকে স্তুতি করিতেছিলেন।

১৮। এক শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতেই এই সকল বিষ্ণু-আদির প্রকটন হইল এবং কিছুকাল পরে এক কৃষ্ণের দেহেই তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিভুতা বা সর্ব্বব্যাপকতা প্রকাশ পাইতেছে।

১৯। **ইহা দেখি**—শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়া। **ব্রহ্মা**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন, তিনি। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা। **করিল নিশ্চিত**—ব্রহ্মা যাহা নিশ্চিত করিলেন, পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

২০-২১। এই দুই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। ব্রহ্মা মনে নিশ্চয় করিলেন—"যিনি বলেন, তিনি কৃষ্ণের মহিমা জানেন—তিনি জানুন; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমার এক বিন্দুও আমার বাক্য ও মনের গোচর নহে।"

বৈভবামৃতসিন্ধু—বৈভব (মহিমা) রূপ অমৃতের সিন্ধু (মহাসমুদ্র); অনন্ত অপার মহিমা। **বাঙ্মনোগম্য**—বাঙ্ মনঃ+গম্য; বাক্য ও মনের গোচর। **একবিন্দু**—সেই অনন্ত অপার মহিমার এক কণিকা।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। প্রভো (হে প্রভো)! জানন্তঃ (আমরা ভগবত্তত্ত্ব জানি—এরূপ অভিমান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা) এব (ই) জানন্তু (জানুক) বহূক্ত্যা (বহু উক্তিদ্বারা—বেশী কথা বলিয়া) কিং (কি হইবে); তব (তোমার) বৈভবং (মহিমা) মে (আমার) মনসঃ (মনের) বপুষঃ (দেহের) বাচঃ (বাক্যের) ন গোচরঃ (বিষয় নহে)।

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবনস্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥ ২২
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন—শাস্ত্রে পরকাশে।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥ ২৩
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৪
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল প্রভুর, হইলা ফাঁফর ॥ ২৫
ভাগবতের এই শ্লোক পঢ়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—যাহারা বলে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানি, তাহারা জানুক ॥ অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, হে প্রভো! তোমার মহিমা আমার মনের, দেহের বা বাক্যের গোচর নহে। ৬

পূর্ব্বোক্ত ১৪-১৮ পয়ারে উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়ে ব্রহ্মা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনন্ত ও অচিন্ত্য—তাই বাক্য, মন ও দেহের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনন্ত বলিয়া মনে তাহার সম্যক্ ধারণা করা যায় না; চিন্তা করা যায় না; তাই ইহা মনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; ইহা অবর্ণনীয় বলিয়া—উপযুক্ত ভাষার অভাবে শ্রীকৃষ্ণমহিমার সমস্ত বৈচিত্রী বর্ণন করা যায় না, অনন্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াও শেষ করা যায় না; তাই ইহা বাক্যের অগোচর; আর অনন্ত বলিয়া দেহের দ্বারা—হস্তাদিদ্বারা —এই মহিমার কথা লিখিয়াও শেষ করা যায় না; তাই ইহা দেহেরও অগোচর। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার মহিমার বিকাশসমূহ অনন্ত বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূতও হইতে পারে না।

ব্রহ্মা হইলেন বেদগর্ভ; জগতে তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কেহ নাই; ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করিয়া তিনিই যখন বলিতেছেন—এই মহিমা তাঁহারই বাক্য-মনের অগোচর, তখন ইহা যে আর কাহারও অধিগম্য নহে, তাহা সহজেই বুঝা হইতেছে।

২০-২১ পয়ারোক্তের প্রমাণ এই শ্লোক।

২২। কৃষ্ণের মহিমার কথা দূরে থাকুক, তাহা কেহই জানে না। ভূমণ্ডলের যে স্থানে তাঁহার লীলা প্রকটিত হইয়াছে, সেই বৃন্দাবনের ব্যাপকত্বও আশ্চর্য্য। **বিভুতা**—সর্ব্বব্যাপকত্ব।

২৩। বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য বিভুতা দেখাইতেছেন। শাস্ত্রানুসারে বৃন্দাবনের বিস্তার ষোল ক্রোশ মাত্র; সুতরাং বৃন্দাবন একটী সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র স্থান; শ্রীকৃষ্ণের বৎস-চারণের স্থান, ঐ বৃন্দাবনের এক অংশে; সুতরাং তাহা আরও ক্ষুদ্র; কিন্তু তথাপি এই অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান গোবৎস-চারণের স্থানেই, অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ ও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইল—ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধরূপে প্রতীয়মান গোচারণ-স্থানটী বাস্তবিক সীমাবদ্ধ নহে; ইহা অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, বিভু; নচেৎ এই স্থানের মধ্যে অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ ও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ হইত না। **বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ**—বৈকুণ্ঠ ও অজাণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) গণ।

২৪। শাখাচন্দ্র ন্যায় ইত্যাদি—অতি সংক্ষেপে সামান্য কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। ২।২০।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫। ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রতুল্য অগাধ ও অপার ঐশ্বর্য্যের কথা স্ফুরিত হইল; কোনও লোক সমুদ্রে পতিত হইলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিতে প্রভুর অবস্থাও তদ্রূপ হইল; প্রভুর চিত্ত-মন সমস্তই যেন সেই ঐশ্বর্য্যের সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

২৬। এই শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়-" ইত্যাদি শ্লোক। **অর্থ আস্বাদিতে**—শ্লোকটীর অর্থ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত।

তথাহি (ভাঃ ৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৭

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহো নাহি আন॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তবেদং পরমৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎপুনরস্মানত্যন্তঃ ব্যথয়তীত্যাহ। **স্বয়ন্ত** য এবংভূত **স্তস্য** তংকৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বিপ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যমপেক্ষান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাম্বা ঈশঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্যা পরমানন্দ-স্বরূপ-সম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ। বলিং করং অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিঃ চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ প্রণমতাং কিরীটসংঘর্ষধ্বনিরেব স্তুতিস্তেনোৎপ্রেক্ষতে। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো।৭। অন্বয়। স্বয়ং তু (যিনি নিজে—স্বয়ংভগবান্) অসাম্যাতিশয়ঃ (অসমোর্দ্ধ—যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই, তাদৃশ) ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোকের বা তিনের ঈশ্বর), স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্ত-সমস্তকামঃ (যিনি পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ) বলিং (পূজোপহার) হরদ্ভিঃ (সমর্পণকারী) চিরলোকপালৈঃ (ব্রহ্মাদি চিরকালীন-লোকপালগণ কর্ত্তৃক) কিরীটকোটীড়িত-পাদপীঠঃ (কোটিসংখ্যক কিরীটের অগ্রভাগদ্বারা যাঁহার পাদপীঠ পূজিত হইয়া থাকে, তাদৃশ) [তস্য কৈঙ্কর্য্যং অস্মান্ অত্যন্তং বিপ্লাপয়তি] (উগ্রসেনাদির নিকটে তাঁহার কৈঙ্কর্য্য আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয়)।

অনুবাদ। বিদুরের নিকটে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—যিনি নিজে স্বয়ংভগবান্, যাঁহার সমান বা যাঁহা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, যিনি ত্রিলোকের (অথবা তিন গুণের, বা তিন পুরুষের) অধীশ্বর, পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদ্বারা যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি চিরলোকপালগণ কোটি-কোটি কিরীটের অগ্রভাগদ্বারা যাঁহার পাদপীঠের পূজা করিতেছেন, (সেই শ্রীকৃষ্ণ যে উগ্রসেনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন, ইহাই তাঁহার ভৃত্য-আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়)। ৭

শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুবলে কংসকে নিহত করিলেন; নিহত করিয়া তিনি নিজেই মথুরার রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজে রাজা না হইয়া কংসের পিতা—স্বীয় মাতামহ—উগ্রসেনকে রাজা করিলেন এবং নিজে উগ্রসেনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। ইহাতে—উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভক্ত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত; তাই উদ্ধব বিদুরের নিকটে বলিয়াছিলেন—যিনি স্বয়ংভগবান্, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার পাদপীঠের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি কেন উগ্রসেনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন ?

এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। স্বয়ং মহাপ্রভু এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

২৭। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে যাইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক "স্বয়ন্ত্বসম্যাতিশয়"-ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। এই পয়ারে ঐ শ্লোকোক্ত "স্বয়ং" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্**—ইহাই শ্লোকোক্ত "স্বয়ং"-শব্দের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ তাঁহার ভগবত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না, বরং অন্যের ভগবত্তা তাঁহার ভগবত্তার উপর নির্ভর করে।

তাতে বড়, তার সম, কেহো নাহি আন—শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড়, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের সমান আর অন্য কেহ নাই। ইহা শ্লোকোক্ত "অসাম্যাতিশয়"-শব্দের অর্থ। **সাম্য**—সমান; **অতিশয়**—অধিক; যাঁহার সমান, বা যাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই, তিনি অসাম্যাতিশয়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এইরূপ অর্থের প্রমাণ দিতেছেন।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫.১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।

তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥ ২৮

তথাহি (ভাঃ ২।৬।৩০)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৯

এ সামান্য, 'ত্র্যধীশ্বরের' শুন অর্থ আর—।

জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার—॥ ২৯

মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।

এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী ॥ ৩০

এই তিন—সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর।

এহো সব কলা-অংশ, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥ ৩১

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৪)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১০

এহো অর্থ মধ্যম, আর অর্থ শুন সার—।

তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৮। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৮। এই পয়ারে শ্লোকোক্ত "ত্র্যধীশঃ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **ত্র্যধীশ**—ত্রি—(তিন)—এর অধীশ (অধীশ্বর), যিনি তিনের অধীশ্বর, তিনিই ত্র্যধীশ। **অধীশ**—অধি+ঈশ, অধি-অর্থ ঈশ্বর (মেদিনী), অধির বা ঈশ্বরের ঈশ্বর যিনি, তিনি অধীশ্বর। তাহা হইলে **ত্র্যধীশ**-শব্দের অর্থ হইল, তিন-ঈশ্বরের ঈশ্বর। কোন্ তিন ঈশ্বরের ঈশ্বর তাহা বলিতেছেন। **ব্রহ্মা বিষ্ণু হর** ইত্যাদি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। এই তিন জনই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাতেই তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই তিন জনের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি এই তিনের অধীশ্বর বা ত্র্যধীশ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যে শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দেখাইয়াছেন।

শ্লো। ৯। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ২।২০।১৪৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৯-৩১। **এ সামান্য**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে ত্র্যধীশের যে অর্থ করা হইয়াছে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ঈশ্বর) তাহা সামান্য অর্থ; তাহা অপেক্ষা আরও গূঢ় অর্থ আছে, তাহাই বলা হইতেছে। শ্লোকস্থ "ত্র্যধীশ"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। কারণার্ণশায়ী বিষ্ণু সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বা অন্তর্য্যামী, গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর, আর ক্ষীরোদকস্বামী ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর। এই তিন ঈশ্বরই স্বয়ংভগবানের অংশ বা কলা, স্বয়ং ভগবান্ এই তিন ঈশ্বরেরই অংশী, নিয়ন্তা বা ঈশ্বর; সুতরাং তিনি এই তিনের অধীশ্বর বা ত্র্যধীশ। **মহাবিষ্ণু**—কারণার্ণবশায়ী। **পদ্মনাভ**—গর্ভোদকশায়ী, ইঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়, যাহাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়; এজন্য ইঁহাকে পদ্মনাভ বলে। **স্থূল-সূক্ষ্মসর্ব্ব-অন্তর্য্যামী**—স্থূলজীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকস্বামী, স্থূলব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী, আর সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ড বা মহত্তত্ত্বের অন্তর্য্যামী মহাবিষ্ণু। **এহো সব কলা-অংশ**—ইঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা। "কলা-অংশ"-স্থলে "অংশ যাঁর"-পাঠও দৃষ্ট হয়। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১০। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৫।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩২। ত্র্যধীশের তৃতীয় রকম অর্থ করিতেছেন (৩২-৪০ পয়ারে)। এখন, শ্রীকৃষ্ণ তিনটী লোকের অধীশ্বর—এই অর্থে তিনি ত্র্যধীশ-এই অর্থ করিতেছেন। তিনটী লোক এই:—প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণলোক, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা-কান্তাদি অন্তরঙ্গ-পরিকরদিগের সহিত যোগমায়ার সাহায্যে নানাবিধ মধুর লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। এই স্থানকে

অন্তঃপুর গোলোক, শ্রীবৃন্দাবন ।
যাঁহা নিত্য স্থিতি মাতা-পিতা-বন্ধুগণ ॥ ৩৩

মধুরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদিভাণ্ডার ।
যোগমায়া দাসী যাহাঁ—রাসাদি লীলাসার ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরব্যোম বা বিষ্ণুলোক ; এই ধামে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপের আবাস-স্থান ; ইহাও ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ; এই স্থানকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম আবাস বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, দেবীধাম, বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ; তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার এই স্থানে অধিকার ; প্রাকৃত জীব ইহার অধিবাসী ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যাবাসতুল্য। শ্রীকৃষ্ণ এই তিন ধামের অধীশ্বর ; সুতরাং তিনি ত্র্যধীশ।

৩৩। **গোলোক**—১।১।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৃন্দাবন—স্বয়ংরূপ-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্যমাধুর্য্যময় লীলাস্থান। ১।৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যাঁহা নিত্যস্থিতি** ইত্যাদি—মাতা (যশোদা), পিতা (নন্দমহারাজ), **বন্ধু** (সুবলাদি-সখা, শ্রীরাধিকাদি-কান্তা) আদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ লীলারসের পুষ্টির জন্য যে স্থানে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন।

৩৪। **মধুরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য** কৃপাদিভাণ্ডার—শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মধুর-ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও কৃপাদির ভাণ্ডার ; ভাণ্ডার হইতেই অন্যস্থানে জিনিষ পত্র যায় ; শ্রীবৃন্দাবনকে ঐশ্বর্য্যাদির ভাণ্ডার বলাতে ইহা ধ্বনিত হইতেছে যে, অন্যধামে যে মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য বা কৃপাদি আছে, তৎসমস্তের মূল শ্রীবৃন্দাবনে। **মধুরৈশ্বর্য্য**—মধুর বা অত্যন্ত আস্বাদনযোগ্য ঐশ্বর্য্য, শ্রীবৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য (কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায়, অথবা দ্বারকায় রুক্মিণী-পরিহাসের সময়ের ন্যায়) ভীতিপ্রদ বা সঙ্কোচ-উৎপাদক নহে ; বরং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মদীয়তাময়ী প্রীতির বর্দ্ধক এবং তজ্জন্য অত্যন্ত আস্বাদনীয়। অথবা, মধুরৈশ্বর্য্য শব্দের অর্থ—মাধুর্য্যের প্রভাবে বা মাধুর্য্যের অনুগত বলিয়া, পরম-সুমধুর-ঐশ্বর্য্য।

কৃপা—জীবের প্রতি কৃপা। জীব দুই রকম ; নিত্যমুক্ত ও অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম-মধুর-লীলারস ও তদীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা এবং তত্তৎ-লীলোপযোগিনী সেবার যোগ্যতা-প্রদানরূপ কৃপা নিত্যমুক্ত জীবের প্রতি। এবং মায়াবদ্ধ জীবের লোভ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় তদীয় লীলার মাধুর্য্য ও অপরূপত্ব প্রকটন-রূপ কৃপা—ঐ অপরূপ মাধুর্য্যময় লীলারস আস্বাদনের ও তত্তৎলীলোপযোগিনী সেবা করিবার অধিকার যে তাহাদেরও আছে, এই তথ্য প্রচার রূপ কৃপা এবং কিরূপে ঐ সেবার যোগ্যতা এবং ঐ মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা প্রদর্শনরূপ কৃপা—মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি। এই কৃপারও পূর্ণ প্রকটন বৃন্দাবনলীলায় এবং বৃন্দাবনলীলার পরিশিষ্টরূপ শ্রীনবদ্বীপলীলায়। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ শ্রীভা ১০।৩৩।৩৬ ॥"

যোগমায়া—শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি ; ইনি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলা হইয়াছে ; অথবা শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে তাঁহার লীলারসের পুষ্টিমূলক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া ইঁহাকে দাসী বলা হইয়াছে। যিনি সেবা করেন, তাঁহাকে দাস বা দাসী বলে। সেবা বলিতে প্রীতিজনক-কার্য্যকরণ বুঝায়। যোগমায়া তাহা করেন, এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের দাসী।

শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর বলার তাৎপর্য্য এই :—পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, কান্তা প্রভৃতিই লোকের অন্তপুরের পরিকর ; ইহাদের সঙ্গেই লোক প্রাণ খুলিয়া নিঃসঙ্কোচভাবে মিলামিশা ও কৌতুকাদি করিয়া থাকেন। বাহিরের লোকের সঙ্গে যেরূপ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আদি ব্যবহৃত হয়, ইহাদের সঙ্গে সে সব কিছুই প্রধান ভাবে প্রযুক্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাহাই। তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া মদীয়তার আধিক্যবশতঃ অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর হইলেও তাঁহাকে নিজেদের সমান, কেহ কেহ (মাতাপিতা) বা নিজেদের অপেক্ষা হীন (লাল্য) মনে করিয়া তাঁহার সহিত নিঃসঙ্কোচ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার দিয়া থাকেন।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ॥ ১১

তার তলে পরব্যোম—বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম॥ ৩৫

মধ্যম আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্যভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপ যাহাঁ করেন বিহার॥ ৩৬

অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহাঁ ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্রজরাজনন্দনে শ্রীকৃষ্ণে জয়তি সতি নোঽস্মাকং চিন্তাকণিকাপি চিন্তালেশোঽপি ন অভ্যুদেতি। কিম্ভূতে করুণাসমূহেন কোমলে পুনঃ কিম্ভূতে মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবিশেষ-বিশিষ্টে। ইতি। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাসাদি লীলা সার—সমস্ত লীলার সার রাসাদি লীলা শ্রীবৃন্দাবনেই ঘটিয়া থাকে। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥"—ল. ভা. কৃষ্ণ. ৫৩১ শ্লোকধৃত বৃহদ্বামন-বচনানুসারে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলার মধ্যে রাসলীলাই তাঁহার সর্ব্বাধিক মনোহারিণী; তাই রাসলীলাকে এই পয়ারে "লীলাসার" বলা হইয়াছে।

৩৩-৩৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণাসমূহে কোমল) মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষশালিনি (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিশেষ বিশিষ্ট) ব্রজরাজ-নন্দনে (ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি (জয়যুক্ত হইলে) নঃ (আমাদের) চিন্তাকণিকা (চিন্তার লেশমাত্রও) ন অভ্যুদেতি (উপস্থিত হয় না)।

অনুবাদ। যিনি স্বীয়-করুণাসমূহের দ্বারা কোমল-চিত্ত এবং যিনি মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিশেষ বিশিষ্ট, সেই ব্রজরাজ নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইতে থাকিলে আমাদের চিন্তার লেশমাত্রও উপস্থিত হইতে পারে না। ১১

করুণানিকুরম্ব-কোমলে—করুণার (কৃপার) নিকুরম্ব (সমূহ) করুণানিকুরম্ব; তদ্দ্বারা কোমল (কোমলচিত্ত) হইয়াছেন যিনি, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ; করুণার ধর্ম্মই এই যে, ইহা যাহার মধ্যে থাকে, তাহার চিত্তকে কোমল করিয়া ফেলে; শ্রীকৃষ্ণ করুণাসমূহের আধার—সর্ব্ববিধ করুণার যত রকম বৈচিত্রী আছে, বিভিন্ন অবস্থায় যে যে বিভিন্ন প্রকারে বা বিভিন্ন রূপে করুণা প্রকাশ পাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমূহের আধার; তাই তাঁহার চিত্ত গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে; তাহার ফলে তিনি সর্ব্বদাই জীবের প্রতি—তাঁহার ভক্তদের প্রতি—কৃপা বিতরণ করিতে উৎকন্ঠিত। **মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি**—মধুর (সুমধুর, অত্যন্ত আস্বাদ্য) ঐশ্বর্য্যবিশেষযুক্ত; মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যবিশেষযুক্ত। করুণানিকুরম্বকোমল-শব্দের অব্যবহিত পরেই মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালী শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে অপরিসীম মাধুর্য্য আছে—যাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যকেও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে,—জীবকে তাহার আস্বাদন পাওয়াইবার নিমিত্ত তাঁহার করুণা-কোমল হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যাকুল; তাই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব" হইয়াছে (৩.২।৫)।" এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইতে থাকিলে—তাঁহার করুণা সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হইতে থাকিলে—আমাদের—জীবের—চিন্তার লেশও থাকিতে পারে না; তাঁহার করুণার স্রোতে চিন্তার সমস্ত কারণই কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া যাইতে পারে।

৩৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৫-৩৭। এক্ষণে তিন পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম আবাসের কথা বলিতেছেন। **তার তলে**—গোলোক-বৃন্দাবনের নীচে। **বিষ্ণুলোক**—পরব্যোমের অপর নাম বিষ্ণুলোক। **নারায়ণাদি**—এস্থলে "নারায়ণ" বলিতে

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৩)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদিদং প্রপঞ্চগতং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহাত্ম্যমাহ গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্ দেব্যাদীনাং যথোত্তরম্ উর্দ্ধোর্দ্ধপ্রভাবত্বাত্তল্লোকানামূর্দ্ধোর্দ্ধভাবিত্বমিতি। গোলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধগামিত্বং সর্ব্বেভ্যো ব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদঃ পূর্ব্বত্র দর্শিতঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিত্যনেনাভেদেনৈব হি। গোলোক এব নিবসতীত্যেবকার সংঘটতে যতো ভুবি প্রকাশমানেঽস্মিন্ বৃন্দাবনে তস্য নিত্যবিহারিত্বং শ্রূয়তে যথাদিবরাহে। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥ তত্র চ বিশেষঃ। কৃষ্ণঃ ক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্। বল্লভীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ॥ গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব-রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতীতি। অতএব গৌতমীয়ে শ্রীনারদ উবাচ। কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যাঽস্মি মে বদ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরাধমাঃ॥ যে বসন্তি মমারিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ম্। অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। গোপিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃত-বাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ইতি। এতদ্রূপমেবাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্যকদম্বাদয়ো দর্শিতা বর্ণিতাশ্চ। তস্মাদস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদদৃশ্যতাদৃশ-প্রকাশবিশেষ এব গোলোক ইতি লব্ধম্। যদা চাস্ম-দ্দৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভবতি তদৈব তস্যাবতার উচ্যতে তদেব চ রসবিশেষপোষায় সংযোগবিরহঃ পুনঃ সংযোগাদিময়বিচিত্রলীলয়া তয়া পারদার্য্যাদিব্যবহারাশ্চ গম্যতে। যদাতু যথাত্র যথা বান্যত্র কল্প-তন্ত্র-যামলসংহিতা পঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্‌দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথাচ শ্রীদশমে। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি। তথাচ পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্ব্যাসবাক্যে। পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততো পশ্যাম্যহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিতি। অনেনালব্ধ-স্ত্রীধর্ম্মবয়স্কতাদিবোধকেন কন্যাপদেন তাসামন্যাদৃশত্বং নিরাক্রিয়তে। তথাচ গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে। অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েদিত্যারভ্য তদ্ধ্যানম্। সর্গাদিব পরিভ্রষ্টকল্পকাশতমণ্ডিতম্। গোপবৎসগণাকীর্ণং বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্। গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ। অর্চ্চিতং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমাধিপতিকে বুঝায়; আর 'আদি' শব্দে লীলাবতার, মন্বন্তরাবতারাদি পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্ত বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে বুঝাইতেছে। পরব্যোমে সকল স্বরূপেরই পৃথক পৃথক (বৈকুণ্ঠ) ধাম আছে। **মধ্যম আবাস**—অন্তঃপুররূপ শ্রীবৃন্দাবন এবং ব্যাহ্যাবাসরূপ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী (মহিমায় মধ্যবর্ত্তী) বলিয়া পরব্যোমকে মধ্যমাবাস বলা হইয়াছে। ইহা ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার। এই স্থানে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য আছে; শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় এই স্থানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের অনুগত নহে; এজন্য বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় এই স্থানের ঐশ্বর্য্যকে "মধুরৈশ্বর্য্য" বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন ধামকে এই মধ্যমাবাসের বিভিন্ন কুঠরী-স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই স্থানের বিভিন্ন স্বরূপের পার্ষদেরাও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

এই কয়টী পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। **অন্বয়**। গোলোকনাম্নি (গোলোক-নামক) নিজধাম্নি (স্বীয় ধামে) তস্য তলে চ (এবং তাহার নীচে) তেষু তেষু (সেই সেই) দেবীমহেশহরিধামসু (দেবী ধাম, মহেশ ধাম এবং হরি ধামে) তে তে (সেই

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং পরমিত্যাদি। তদ্দর্শনকারী চ দর্শিতস্তত্রৈব সদাচার-প্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিমিতি। তত্রৈবান্যত্র। বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান্ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনমিতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি। অতএব তাপন্যাং ব্রহ্মবাক্যম্। তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভুবেতি তস্মাৎ ক্ষীরোদশায্যাদ্যবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলমিতি বিস্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতচরণে। শ্রীজীব। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই) প্রভাবনিচয়াঃ (প্রভাবনিচয়) যেন (যাঁহা কর্ত্তৃক) বিহিতাঃ (বিহিত হইয়াছে) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা বলিলেন:—শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম গোলোকে (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে) এবং সেই গোলোকের নীচে যথাক্রমে হরিধাম, মহেশধাম এবং দেবী-ধামে যিনি যথাযোগ্যভাবে স্বীয় প্রভাব সকলকে বিস্তার করিয়াছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ১২

এই শ্লোকে গোলোক ব্যতীতও আরও তিনটী ধামের উল্লেখ করা হইয়াছে—**দেবী-মহেশ-হরিধামসু**—দেবী-ধাম, মহেশ-ধাম এবং হরিধাম। উদ্ধৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী-"সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ব্র, স, ৫।৪৪॥"-শ্লোকে উল্লিখিত দুর্গাদেবীর ধামকেই দেবীধাম বলা হইয়াছে; ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি; সুতরাং ইনি গুণময়ী; যেহেতু, গুণের সহায়তাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়। ভগবদ্ধামে ভগবানের আবরণ-দেবতারূপে এক দুর্গা আছেন; তিনি গুণাতীত; যেহেতু, ভগবদ্ধামে গুণময়ী মায়ার স্থান নাই; এই গুণাতীতা দুর্গা অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই দুর্গা ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। "শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভুতে শ্রীমদষ্টাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভুত-শক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্টাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৫॥" সুতরাং ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকে যে দুর্গার কথা বলা হইয়াছে, তিনি আবরণ-দেবতা দুর্গা নহেন। ইনি হইতেছেন—গুণময়ী মায়াশক্তির অংশরূপা; ইনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে মন্ত্র-রক্ষণ-সেবার নিমিত্ত বিরাজিত; এবং চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা দুর্গার দাসীরূপা। "সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৫॥" যাহা হউক, উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকে যে মহেশের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসংহিতার ৫।৪৫-শ্লোকে তাঁহারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ"-ইত্যাদি রূপে। এই শ্লোক হইতে জানা যায়, এই মহেশও জগতের প্রলয়-সাধক শম্ভু বা রুদ্র; সুতরাং গুণময়; ইনি পরব্যোমান্তর্গত সদাশিব নহেন। গুণময়ী দেবী দুর্গা হইলেন গুণময় মহেশেরই কান্তাশক্তি; একই ধামে উভয়ের স্থিতি। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দেবী-মহেশ-ধাম বলিতে একই ধামকে বুঝাইবে। একই ধাম বুঝাইলে, যাহা দেবী-ধাম, তাহাই হইবে মহেশ-ধাম, অথবা যাহা মহেশ-ধাম, তাহাই হইবে দেবী-ধাম; তাহা হইলে শ্লোকোক্ত গোলোক ব্যতীত ধাম হইবে মাত্র দুইটী—দেবী-মহেশ-ধাম এবং হরিধাম; দেবীমহেশহরিধাম-শব্দে কেবল দুইটী মাত্র ধাম বুঝাইলে শব্দটী হইত দ্বিবচনান্ত, কিন্তু শ্লোকে শব্দটীকে বহু বচনান্ত করা হইয়াছে—দেবী-মহেশ-হরিধামসু। ইহাতেই বুঝা যায়—দেবীধাম একটী এবং মহেশ-ধাম অপর একটী, ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। পরবর্ত্তী ২।২১।৩৯ পয়ার হইতেও বুঝা যায়, দেবীধাম একটী পৃথক্ ধাম—মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্—অর্থাৎ গোলোকের নীচে হরিধাম, তাহার নীচে মহেশ-ধাম এবং তাহার নীচে দেবীধাম। মাহাত্ম্যের তারতম্যানুসারেই উপর-নীচ বিচার।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
(৫।২৪৭,২৪৮) পদ্মপুরাণবচনে—
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ১৩
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রধানেতি। প্রধানং প্রকৃতিঃ পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠলোকশ্চ তয়োরন্তরে মধ্যে বিরজানাম্নী নদী বিদ্যতে ইতি। কা সা তদাহ বেদাঙ্গেতি। বেদাঙ্গস্য বেদা অঙ্গানি যস্য তস্য ভগবতঃ স্বেদজনিতৈঃ ঘর্ম্মজনিতৈ স্তোয়ৈর্জ্জলৈঃ প্রস্রাবিতা প্রবাহিতা শুভা ত্রিলোক-পাবনী চেতি। তস্যাঃ বিরজায়াঃ পারে পরব্যোম বর্ত্ততে॥ কিম্ভূতং পরব্যোম তদাহ ত্রিপাদ্ভূতমিত্যাদিনা। মায়িকী বিভূতিরেকপাদাত্মিকা উক্তা; অতো মায়াতীতা ত্রিপাদাত্মিকৈব। পরব্যোম্নি মায়িকবিভূতের ভাবোঽতস্তত্র ত্রিপাদাত্মিকা মায়াতীতা বিভূতিরের বিদ্যতে; তস্মাৎ ত্রিপাদ্ভূতংতদ্ধাম। ইতি। ১৩-১৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরিধাম-শব্দে পরব্যোমকে বুঝাইতেছে; পরব্যোমই গোলোকের নিম্নে অবস্থিত। দেবী-ধাম-শব্দে যে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝায়, তাহা পরবর্ত্তী ২।২১।৩৯-পয়ার হইতে জানা যায়। কিন্তু মহেশ-ধাম বলিতে কোন্ ধামকে বুঝায়? উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। ইহা যে পরব্যোমস্থিত সদাশিবের ধাম নহে, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়; যেহেতু, সদাশিবের ধাম হইল পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত; আর, এই মহেশধাম হইল পরব্যোমের (হরিধামের) নিম্নদেশে—বাহিরে। ত্র্যধীশ-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে ২।২১।৩২-পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের তিন আবাস-স্থানের কথা বলিয়া ২।২১।৩৩-পয়ারে গোলোককে তাঁহার অন্তঃপুর, ২।২১।৩৫-৭ পয়ারে পরব্যোমকে তাঁহার মধ্যম-আবাস এবং পরবর্ত্তী ২।২১।৩৮ পয়ারে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহার বাহ্যাবাস বলা হইয়াছে। উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকেও এই তিন আবাসের কথাই যদি বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেবীধাম ও মহেশ-ধাম তাঁহার বাহ্যাবাস বা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ, সবিশেষ পরব্যোমের বাহিরে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধলোক, তাহার বাহিরে হইল কারণার্ণব। ইহার মধ্যে কোনও মহেশ-ধাম আছে বলিয়া জানা যায় না। বৃহদ্-ভাগবতামৃত হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত দুইটী মহেশ-ধাম বা শিবলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী হইল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত কৈলাস; কুবেরের আরাধনায় বশীভূত হইয়া ঈশান-কোণের দিক্পাল রূপে পরিকরবর্গের সহিত উমাপতি এই স্থানে বাস করিতেছেন। এই স্থানে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত বৈভব সম্যক্রূপে প্রকটিত না হইলেও তদপেক্ষা স্বল্প বৈভব প্রকটিত আছে। "কুবেরেণ পুরারাধ্য ভক্ত্যা রুদ্রো বশীকৃতঃ। ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তস্য কৈলাসেঽধিবৃতে গিরৌ॥ তদ্বিদিক্পালরূপেণ তদ্যোগ্যপরিবারকঃ। বসত্যবিকৃতস্বল্পবৈভবঃ সন্নুমাপতিঃ॥ বৃ, ভা, ১।২।৯৩-৪॥ বায়ুপুরাণের মতে আর একটী শিবলোক হইল ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পৃথিব্যাদি সাতটী আবরণের বহির্ভাগে (প্রকৃতিরূপ অষ্টম আবরণে)। এই শিবলোকও মায়াতীত, নিত্য, সুখময়, সত্য; মহাদেব এই স্থানেও সপরিকরে বিরাজ করিতেছেন। "অথ বায়ুপুরাণস্য মতমেতদ্ব্রবীম্যহম্। শ্রীমহাদেবলোকস্তু সপ্তাবরণতো বহিঃ॥ নিত্যঃ সুখময়ঃ সত্যো লভ্যস্তৎসেবকোত্তমৈঃ। সমানমহিমশ্রীমৎ-পরিবারগণাবৃতঃ॥ বৃ, ভা, ১।২।৯৬-৭॥" ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকে উক্ত মহেশ-ধাম সম্ভবতঃ উল্লিখিত দুইটী শিবলোকই, বা তাহাদের কোনও একটীই।

যাহাহউক—গোলোকে, পরব্যোমে, শিবলোকে এবং মায়িকব্রহ্মাণ্ডে যথোপযুক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রভাব—বিভূতি বিস্তার করিয়াছেন।

গোলোক-বৃন্দাবনের নীচে যে পরব্যোম, এইরূপ ৩৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৩-১৪। অন্বয়। বেদাঙ্গ-স্বেদজনিতৈঃ (বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের অঙ্গ-নিঃসৃত ঘর্ম্ম হইতে জাত) তোয়ৈঃ (জলসমূহদ্বারা) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (পবিত্রা) বিরজা নদী (বিরজানদী—কারণার্ণব) প্রধান-পরব্যোম্নোঃ

তার তলে বাহ্যাবাস—বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরি অপার॥ ৩৮
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাহাঁ মায়া দাসী॥ ৩৯

এই তিন ধামের হয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥ ৪০
চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নাম।
মায়িক বিভূতি—'একপাদ'-অভিধান॥ ৪১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(প্রধান এবং পরব্যোমের) অন্তরে (মধ্যে) [স্থিতা] (অবস্থিতা)। তস্যাঃ (তাহার সেই বিরজার) পারে (তীরে) ত্রিপাদ্‌ভূতং (ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত) সনাতনং (সনাতন) অমৃতং (অমৃত—অতিশয় মধুর) শাশ্বতং (শাশ্বত—নবায়মান) নিত্যং (নিত্য—অনাদিকাল হইতে অবস্থিত) অনন্তং (অনন্ত—বৃদ্ধির অবকাশশূন্য) পরং (পরম) পদং (স্থান) পরব্যোম (পরব্যোম) [অস্তি] (আছে)।

অনুবাদ। প্রধান (প্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানাম্নী নদী; এই নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের ঘর্ম্মজল হইতে প্রবাহিতা (প্রসূতা) এবং ইহা শুভা (ত্রিলোক-পাবনী)। সেই বিরজার (একতীরে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড এবং অপর) তীরে ত্রিপাদ্‌বিভূতিযুক্ত পরব্যোম নামে পরম ধাম বিরাজিত; এই পরব্যোম সনাতন (যাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে), অমৃত (অমৃতের ন্যায় পরম মধুর), শাশ্বত (নবায়মান—যাহা নিত্য নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়) নিত্য (অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান) এবং অনন্ত (বিভু—বৃদ্ধির অবকাশ যাহার নাই, তাদৃশ)। ১৩-১৪

ত্রিপাদ্‌ভূতং—ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত; পরবর্ত্তী ৪১ পয়ারের টীকা এবং ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পরব্যোম যে ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার—এইরূপ ৩৬-পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত শ্লোকস্থ "ত্রিপাদ্‌ভূতং" শব্দ।

৩৮-৩৯। এক্ষণে দুই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যাবাসের কথা বলা হইয়াছে। প্রাকৃত জগতই বাহ্যাবাস (বা বাহির বাটী); অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডই এই বাহ্যাবাসের অনন্ত-কুঠরীসদৃশ। **তার তলে**—পরব্যোমের নীচে। **বিরজা**—কারণ-সমুদ্র। **বিরজার পার**—বিরজার এক দিকে পরব্যোম, অপরদিকে প্রাকৃত জগৎ।

দেবীধাম—মায়াদেবীর ধাম; প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের নামই দেবীধাম (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জীব যার বাসী**-জীব যে দেবীধামের অধিবাসী; মায়াবদ্ধ জীব এই দেবীধামে বাস করে। **জগল্লক্ষ্মী**—"মায়ারূপ জগৎ-সম্পত্তি" (চক্রবর্ত্তিপাদ)। প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার কার্য্যস্থল বলিয়া ইহাই হইল তাঁহার সম্পত্তিতুল্য; মায়া এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার শাস্তিস্বরূপে জীবের স্বরূপের স্মৃতিকে আবৃত করিয়া, জীবকে মায়ামোহে মুগ্ধ করিয়া, জীবের সাক্ষাতে মায়িক ভোগ-সম্ভার উপস্থিত করিয়া মায়া মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের সৌষ্ঠব, রক্ষা করিতেছেন। **যাহাঁ**—যে দেবীধামে। **রাখি**—রক্ষা করিয়া। **মায়াদাসী**—মায়ারূপা (শ্রীকৃষ্ণের) দাসী; মায়া শ্রীকৃষ্ণের (বহিরঙ্গা) শক্তি বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই আজ্ঞাপালনকারিণী বলিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে এই মায়া প্রাকৃত-জগৎকে রক্ষা করিতেছেন।

৪০। **এই তিন ধাম**—গোলোক, পরব্যোম ও দেবীধাম। ইহাদের মধ্যে গোলোক ও পরব্যোম অপ্রাকৃত, চিন্ময়। **প্রকৃতির পর**—প্রকৃতির (বা মায়ার) অতীত; অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

৪১। **চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম**—গোলোক ও পরব্যোম—এই দুইটী ধাম চিচ্ছক্তির বিভূতি (বা বিলাস), সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ ১।৪।৫৬॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়॥ ২।২০।২২২॥" **ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য নাম**—গোলোক ও পরব্যোম এই দুইটী ধামের নাম ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ এই দুইটী ধাম ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্যাত্মক; এই দুইটী ধামে ভগবানের ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য (চিন্ময় ঐশ্বর্য্য) বিরাজিত। **মায়িক-বিভূতি** ইত্যাদি—মায়িক-বিভূতির (বা মায়িক ঐশ্বর্য্যের) নাম একপাদ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।২৮৬)—

ত্রিপাদ্‌বিভুতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতংহি তৎপদম্‌।
বিভুতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৫

ত্রিপাদ-বিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য অগোচর।
এক পাদ-বিভূতির শুনহ বিস্তার—॥ ৪২

অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন॥ ৪৩

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা, দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ত্রিপাদ্‌বিভুতেরিতি। একপান্মায়িকী বিভুতি স্তত্র নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণ। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ও মায়িক উভয়বিধ ঐশ্বর্য্যের সম্মিলিত পরিমাণের তুলনায় মায়িক-ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ যদি একপাদ হয়, তাহা হইলে চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ হইবে তিনপাদ; কেবল পরিমাণের দিক্‌ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় (চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ) চিন্ময়-ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসরূপ মায়িক ঐশ্বর্য্যের তিনগুণ। তাই গোলোক ও পরব্যোম চিন্ময়-ঐশ্বর্য্যের বিলাস বলিয়া এই দুইটী ধামকে ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্যাত্মক ধাম বলে এবং প্রাকৃত জগৎ মায়িক-ঐশ্বর্য্যের বিলাস বলিয়া তাহাকে বলে একপাদ-ঐশ্বর্য্যাত্মক দেবীধাম।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড, তত্রত্য মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি এবং যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরাদি ও দেবগন্ধর্ব্বাদি জঙ্গমসমূহ, তৃণগুল্ম-বৃক্ষ-লতাদি নদ-নদী-সমুদ্রাদি, গিরি-পর্ব্বতাদি স্থাবরসমূহ, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-সমূহ এসমস্তের অনন্তবৈচিত্রী, এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি ব্রহ্মারুদ্রাদি লোকপালগণ—এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মায়িক বিভূতির অভিব্যক্তি; কিন্তু এতাদৃশী মায়িকী বিভুতিও তাঁহার একপাদমাত্র বিভুতিরই বিকাশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে একপাদের অধিক বিভুতির প্রকাশ আবশ্যক হয় না।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। ত্রিপাদ্‌বিভুতেঃ (ত্রিপাদ্‌ ঐশ্বর্য্যের) ধামত্বাৎ (ধাম বলিয়া) তৎপদং (সেই ধাম—পরব্যোম) ত্রিপাদ্‌ভূতং হি (ত্রিপাদ্‌ভূত)। যতঃ (যেহেতু) সর্ব্বা (সমস্ত) মায়িকী (মায়িকী—মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধিনী) বিভুতিঃ (ঐশ্বর্য্য) পাদাত্মিকা (পাদাত্মিকা—একপাদমাত্র) প্রোক্তা (কথিত হয়)।

অনুবাদ। ত্রিপাদ্‌বিভূতির (ঐশ্বর্য্যের) আশ্রয় বলিয়া সেই পরব্যোম-ধাম ত্রিপাদভূত; যেহেতু সমগ্র মায়িক ঐশ্বর্য্যকে একপাদ বলে। (এই একপাদ মায়িক ঐশ্বর্য্য পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামে নাই বলিয়াই ভগদ্ধামকে ত্রিপাদ্‌ বিভুতি বলে।) ১৫

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৪২। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ্‌ভূত চিন্ময় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বলিয়া বাক্যের অগোচর। একপাদভুত মায়িক ঐশ্বর্য্যও অপূর্ব্ব। নিম্নে একপাদ মায়িক ঐশ্বর্য্যের মহিমার কথা বলিতেছেন।

৪৩। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা, একজন রুদ্র আছেন। এইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ব্রহ্মা ও অনন্তকোটি রুদ্র আছেন। এই ব্রহ্মা ও রুদ্রগণকে "চিরলোকপাল" বলে। এস্থলে, অনন্তকোটি ব্রহ্মা ও অনন্তকোটি রুদ্রের উল্লেখে তাঁহাদের অধিকারস্থ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থ অসংখ্য প্রকারের স্থাবর, অসংখ্য প্রকারের জঙ্গমবস্তু, তাহাদের অনন্তবৈচিত্রী-আদিই সূচিত হইতেছে। এসমস্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মায়িকী বিভূতির যে অনির্ব্বচনীয় বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই ইয়ত্তা নির্ণয় করা দুরূহ—ইহাই ধ্বন্যর্থ।

৪৪। **দ্বারকাতে**—এই মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দ্বারকায়, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে দ্বারকালীলা প্রকট করিয়াছিলেন। **দ্বারপাল**—দ্বার-রক্ষক, প্রহরী।

কৃষ্ণ বোলেন—কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার ?
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছিল আর বার ॥ ৪৫
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া, সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥ ৪৬
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ হৈলা ॥ ৪৭
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল—।
কি লাগি তোমার ইহাঁ আগমন হৈল ? ॥ ৪৮
ব্রহ্মা কহে—তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে, তাহা করহ ছেদন ॥ ৪৯
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ? ॥ ৫০
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তৎক্ষণে ॥ ৫১
শত-বিশ-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ-মুখ, কারো নাহিক গণন ॥ ৫২
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-নয়ন ॥ ৫৩
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা।
হস্তিগণমধ্যে যেন শশক রহিলা ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৫। **কোন্‌ব্রহ্মা**—সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যে বাস্তবিকই চিনিতে পারেন নাই, তাহা নহে ; স্বীয় ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্যজ্ঞাপন, ব্রহ্মার গর্ব্ব-খর্ব্ব-করণ এবং ভক্তের প্রাধান্য-খ্যাপনের উদ্দেশ্যেই ভঙ্গী করিয়া দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।

৪৬। **বিস্মিত হইয়া**-ব্রহ্মার বিস্ময়ের কারণ এই :—ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে, তিনিই একমাত্র ব্রহ্মা, আর কেহ ব্রহ্মা নাই ; সুতরাং কৃষ্ণ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন, তখন ব্রহ্মা বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিলেন,—আমাব্যতীত আর যে কেহ ব্রহ্মা নাই, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ইহাও কি জানেন না ?

সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা দ্বারপালকে বলিলেন—"প্রভুর চরণে জ্ঞাপন কর যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" এই পরিচয়েও নিঃসন্দেহ হইত না পারিয়া বলিলেন—"আমি সনকের পিতা।" পুত্রের নামে পিতার পরিচয় !! ব্রহ্মা ভাবিলেন, "আমি ব্রহ্মা, আমাকে ত প্রভু চিনিতেই পারিলেন না ; চতুর্ম্মুখ বলিলেও না চিনিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়-ভক্ত সনককে অবশ্যই চিনিবেন ; কেননা, তিনি সর্ব্বদাই সনকের হৃদয়ে আছেন। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০ ॥" তিনি ভক্ত ছাড়া অন্যকে জানেন না। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৮ ॥" ব্রহ্মাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবামাত্র করেন ; সনক কিন্তু অন্তরঙ্গ-ভজনে নিরত ; এজন্যই ব্রহ্মা হইতেও তাঁহার প্রাধান্য। বিশেষতঃ, ব্রহ্মা মায়াসংশ্লিষ্ট, সনক শ্রীকৃষ্ণকৃপায় মায়াতীত ; ইহাতেও ব্রহ্মা অপেক্ষা সনকের বিশেষত্ব।

কোন কোন গ্রন্থে "সনকপিতা"-স্থলে "সনকাদিপিতা" পাঠ আছে। **সনকাদি**—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার।

৪৮। **মান্য পূজা করি**—যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন—"ব্রহ্মা, তুমি কি জন্য আসিয়াছ ?"

৫১। বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কথার উত্তর দিলেন না ; আরও যে কত অসংখ্য ব্রহ্মা আছেন, তাহা এই ব্রহ্মাকেও দেখাইবার জন্য সমস্ত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ-মাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৫৪। যে সকল ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের মস্তকের সংখ্যা ও তদনুরূপ দেহের আকার দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার বিস্ময়ে যেন শ্বাসবন্ধ (ফাঁফর) হওয়ার মতন হইল। হস্তিগণের মধ্যে একটী

আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে, মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ ৫৫
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লখিতে কেহো নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি, একই শরীরে ॥ ৫৬
পাদপীঠ মুকুটাগ্রসজ্ঘট্টে উঠে ধ্বনি।
'পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট' হেন জানি ॥ ৫৭
যোড়হাথে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করেন স্তবন—।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু! দেখাইলে চরণ ॥ ৫৮
ভাগ্য আমার—বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি ॥ ৫৯
কৃষ্ণ কহে—তোমাসভা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা-লাগি একত্র সভারে বোলাইল ॥ ৬০
সুখী হও সভে—কিছু নাহি দৈত্যভয় ?।
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্র জয় ॥ ৬১
সম্প্রতি যেবা হৈত পৃথিবীতে ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

খরগোশকে (শশককে) যত ছোট দেখায়, সেই সমস্ত ব্রহ্মারুদ্রগণের মধ্যে চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মাকেও তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইল।

৫৫। **পাদপীঠ**—চরণ রাখিবার আসন।

দণ্ডবৎ—দণ্ডের মতন ভূমিতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম। পাদপীঠের সাক্ষাতে কিঞ্চিদ্দূরে থাকিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন; তাঁহাদের মুকুট পাদপীঠকে স্পর্শ করিতেছে।

৫৬। চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার গর্ব্ব নাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে এক অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহ একটিই; কিন্তু যত ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই একই দেহেতেই তত মূর্ত্তি হইয়া, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ব্রহ্মাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিলেন, তিনি একাই শ্রীকৃষ্ণের চরণ সমীপে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়াছেন। অপরাপর ব্রহ্মাগণও যে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের সহিতও আলাপ করিতেছেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা বোধ হয় সমস্তই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন; নিজ ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার শক্তি দিয়াছিলেন।

অচিন্ত্যশক্তি—চিন্তা বা বুদ্ধিমূলক বিচারের দ্বারা যে শক্তির ক্রিয়াদির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। একই দেহে একই সময়ে বহুমূর্ত্তি ধারণ করা—একই স্থানে বহু ব্রহ্মার উপস্থিতি সত্ত্বেও পরস্পরকে দেখিতে না পাওয়া, ইত্যাদির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আমরা বিচার-বুদ্ধিদ্বারা স্থির করিতে পারি না। এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তির ক্রিয়া। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি॥" ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির কথা জানা যায়। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২।১।২৮॥"

লখিতে—লক্ষ্য করিতে।

৫৭। **পাদপীঠ** ইত্যাদি—প্রণাম-সময়ে ব্রহ্মরুদ্রাদির মুকুটের অগ্রভাগের সহিত পাদপীঠের সংঘর্ষণ হওয়াতে শব্দ হইতেছিল। ঐ শব্দ শুনিয়া মনে হয় যেন, মুকুট পাদপীঠকে স্তুতি করিতেছে,—স্তুতির শব্দই যেন শুনা যাইতেছে।

৬২। **অবতীর্ণ হঞা**—প্রত্যেক ব্রহ্মা মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারকায়, একটী গৃহের মধ্যে অবস্থিত; এই ক্ষুদ্র গৃহটীর মধ্যেই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ব্রহ্মার ও অনন্ত কোটি রুদ্রের এবং অনন্ত কোটি ইন্দ্রের স্থান হইল এবং কেবল ইহাই নহে,

দ্বারকাদি বিভু—তার এই ত প্রমাণ—।
'আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সভার হৈল জ্ঞান ৬৩
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র-মিলনে কেহো কাহো না দেখিল ॥ ৬৪
তবে কৃষ্ণ সর্ব্বব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সভে নিজঘরে গেলা ॥ ৬৫
দেখি চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥ ৬৬
ব্রহ্মা বোলে পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল।
তার উদাহরণ আমি আজি সে দেখিল ॥ ৬৭

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৩৮)—
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ১৬

কৃষ্ণ কহে—এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎকোটিযোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৬৮
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥ ৬৯
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৭০
'একপাদ বিভুতি' ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ্‌বিভুতি-পরব্যোমের কে করে পরিমাণ ?৭১

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
পদ্মপুরাণবচনম্ (৫।২৪৮)
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ১৭

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভুতি স্বরূপ জানিল না যায় ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে। দ্বারকাদি শ্রীকৃষ্ণধাম এবং কৃষ্ণ-তনু যে সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু (সর্ব্বব্যাপক) এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্লো। ১৬। **অন্বয়।** অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৮-৭০। এইক্ষণে তিন পয়ারে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের পরিমাণানুসারেই ব্রহ্মাদির শরীরের আয়তন, চক্ষু ও মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে।

৭১। **একপাদবিভুতি** ইত্যাদি—আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটী মুখ, রুদ্রের মাত্র পাঁচটী মুখ এবং ইন্দ্রেরও মাত্র এক হাজার চক্ষু। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দ্বারকাতে যে সকল ব্রহ্মরুদ্রাদি একত্রিত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের মস্তকের, চক্ষুর এবং বৈভবের তুলনায় আমাদের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ রুদ্র, সহস্র-নয়ন ইন্দ্র—আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেও যেন ক্ষুদ্র; আর, তাঁহাদের অধিকারস্থ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আয়তনাদির তুলনায়ও আমাদের ব্রহ্মাণ্ড নিতান্ত নগণ্য। আমরা কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্রতম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তুসমূহে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রের শক্তিতে, সামর্থ্যে ও বৈভবে ভগবানের যে বিভুতির বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাতেই স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। আর, দ্বারকায় সমবেত ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদির বৈভবাদিতে, তাঁহাদের অধিকারস্থ ব্রহ্মাণ্ডাদিতে—ভগবানের ঐশ্বর্য্যের যে কত বিকাশ—তাহার একটা সামান্য ধারণাও আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। অথচ, এসমস্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে বিভুতি প্রকাশ পাইয়াছে—যাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব—তাহা—তাঁহার একপাদ মাত্র বিভুতির বিকাশ !!

ত্রিপাদ্‌বিভুতি ইত্যাদি—ব্রহ্মাণ্ডের একপাদ বিভুতিই যখন জীবের ধারণার অতীত, তখন পরব্যোমের ত্রিপাদ বিভুতির কথা আর কি বলা যাইতে পারে ?

শ্লো। ১৭। **অন্বয়।** অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরব্যোমে যে ত্রিপাদ্‌বিভুতি এরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। **বিভুতি স্বরূপ**—বিভুতির স্বরূপ ; ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব। **জানিল না যায়**—জানিবার উপায় নাই।

'অধীশ্বর'-শব্দের অর্থ গূঢ় আরো হয়।
'ত্রি-'শব্দে—কৃষ্ণের তিনলোক কহয় ॥ ৭৩
গোলোকাখ্য—গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি ॥ ৭৪
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭৫

পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠাবরণ—'চিরলোকপাল' ॥ ৭৬
তা-সভার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৭৭
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি—উঠে ঝনঝনি।
'পীঠে স্তুতি করে মুকুট' হেন অনুমানি ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৩-৭৪। "ত্র্যধীশ"-শব্দের চতুর্থ রকম অর্থ করিতেছেন। "ত্রি"-শব্দে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিনটী ধামকে বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ এই তিন লোকের অধীশ্বর; এজন্য তিনি "ত্র্যধীশ"। ইহাই 'ত্র্যধীশ'-শব্দের অত্যুত্তম (গূঢ়) অর্থ।

গোলোকাখ্য-গোকুল—গোকুলের প্রকাশই গোলোক; এজন্য গোলোকাখ্য-গোকুল বলা হইয়াছে; (প্রকাশরূপে) গোলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে যে গোকুল, তাহাই গোলোকাখ্য গোকুল। ১।৩।৩ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

সহজ—অনাদিকাল হইতেই।

৭৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারে "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়" ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "লোকপালৈঃ" শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা একপাদ-বিভূতির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে তিন পয়ারে ত্র্যধীশ-শব্দের চতুর্থ রকম অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া "লোকপাল" শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে "লোকপাল"-শব্দদ্বারা মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌পালগণ এবং বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাগণকে বুঝাইতেছে; ইঁহারা সকলেই গোকুল-মথুরা-দ্বারাবতীর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

পূর্ব্ব-উক্ত-ব্রহ্মাণ্ডের—দ্বারকার বিভুত্ব বর্ণনা-সময়ে যে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের যত **দিক্‌পাল**—দশটী দিকের পালন-কর্ত্তা। দিক্‌পালগণের নাম এই:—পূর্ব্বে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে বহ্নি, দক্ষিণে যম, নৈঋ্‌তে নিঋ্‌ত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানে শঙ্কর, উর্দ্ধে ব্রহ্মা, অধোদিকে অনন্ত।

বৈকুণ্ঠাবরণ—পরব্যোমের বা মহাবৈকুণ্ঠের সাতটী আবরণ ও চুয়াত্তরটী আবরণ-দেবতা। প্রথম আবরণে আটজন:—চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেব পূর্ব্বদিকে, সঙ্কর্ষণ দক্ষিণে, প্রদ্যুম্ন পশ্চিমে এবং অনিরুদ্ধ উত্তরে; অগ্নিকোণে লক্ষ্মী, নৈঋ্‌তকোণে সরস্বতী, বায়ুকোণে রতি এবং ঈশানকোণে কান্তি। দ্বিতীয় আবরণে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, হরি ও কৃষ্ণ এই চব্বিশ জনের তিন তিন জন করিয়া পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে। তৃতীয় আবরণে পূর্ব্বাদি দশদিকে যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি এই দশ জন। চতুর্থ আবরণে, পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে সত্যা, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি, এই আটজন। পঞ্চম আবরণে, পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ এই আটজন। ষষ্ঠ আবরণে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুষল এই আট জন। সপ্তম আবরণে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নিঋ্‌তি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই আটজন; সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪ জন আবরণ-দেবতা। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরব্যোমস্থিত সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ এবং ইন্দ্রাদিদেবগণ নিত্য ও অপ্রাকৃত—প্রাকৃত স্বর্গাদির ইন্দ্রাদি দেবগণের মত অনিত্য ও প্রাকৃত নহে।

৭৭। **মণি**—মুকুটস্থিত মণি।

৭৮। মুকুটস্থিত মণি ও পাদপীঠে ঠোকা-ঠোকি করায় যে শব্দ উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন মুকুট সকল শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠকে স্তুতি করিতেছিল,—সেই স্তুতির শব্দই যেন শুনা যাইতেছিল।

নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্ত্যের 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৭৯

সেই 'স্বারাজ্যলক্ষ্মী' করে নিত্য পূর্ণ-কাম।
অতএব বেদে কহে—স্বয়ংভগবান্ ॥ ৮০

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার—অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল, তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥ ৮১

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥ ৮২

তথাহি (ভাঃ ৩।২।১২)
যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র হরাবুপ্তাত্মনাং নিশ্চয়মাহ যন্মর্ত্ত্যেতি। স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তের্বীর্য্যং এতাদৃশসৌভাগ্যস্যাপি প্রকাশিকেঽয়ং ভবতীত্যেবং বিধং দর্শয়তাবিষ্কৃতম্। সকলস্ববৈভববিদ্বদ্‌গণবিস্মাপনায়েতি-ভাবঃ। ন কেবলমেতাবৎ তস্যৈব রূপান্তরে তাদৃশত্বাননুভবাৎ তত্রাপি প্রতিক্ষণমপ্যপূর্ব্বপ্রকাশাৎ স্বস্যাপি বিস্মাপনং যত সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং পরা প্রতিষ্ঠা। নমু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৯। এক্ষণে দুই পয়ারে মূল শ্লোকের "স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ"—এই অংশের অর্থ করিতেছেন। ইহার মোটামোটি অর্থ এই :—স্বারাজ্যলক্ষ্মী দ্বারা যাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তিনি। "স্বারাজ্য"-শব্দের অর্থ এস্থলে "নিজ-চিচ্ছক্তি" করা হইয়াছে। স্বরাটের ভাব স্বারাজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ "স্বরাট্"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"স্বেনৈব রাজতে ইতি সঃ। সম্রাড়িব স্বতন্ত্রো ন কস্যাপি অধীনঃ।" যিনি কাহারও অধীন নহেন, যিনি স্বতন্ত্র, যাঁহাকে কোনও বিষয়েই অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না, তিনি স্বরাট্। এইরূপ স্বরাটের ভাবই স্বারাজ্য ; যিনি অন্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজের শক্তি দ্বারাই নিজে তন্ত্রিত হয়েন, তাঁহার ভাব বা শক্তিই স্বারাজ্য ; তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) চিদেকরূপ, তাঁহার শক্তিই চিচ্ছক্তি ; সুতরাং স্বারাজ্য-শব্দে চিচ্ছক্তিই বুঝায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা, ৩।২।২১ ॥-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও স্বারাজ্য-শব্দের অর্থ এইরূপই করিয়াছেন :—"স্বৈরংশৈঃ ভক্তৈঃশক্তিভিঃ লীলাভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ মাধুর্য্যৈশ্চ রাজত ইতি তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যম্।" তিনি "স্বরূপ-ভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ"—নিত্য স্ব-স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিযুক্ত। "নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।" **চিচ্ছক্তি-সম্পত্তি**—ইহা "স্বারাজ্যলক্ষ্মী" শব্দের অর্থ, স্বারাজ্যরূপ-লক্ষ্মী—চিচ্ছক্তিরূপ সম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই চিচ্ছক্তি-সম্পত্তি। ইহা চিচ্ছক্তিরই বিভূতি।

৮০। **সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যরূপ স্বারাজ্যলক্ষ্মীই তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। তাঁহার কামনা পূরণের জন্য তাঁহাকে অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না—স্বীয় শক্তি দ্বারাই স্বীয় কামনা তিনি পূরণ করেন ; এজন্যই বেদে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে। এই পয়ারের প্রথম চরণে "স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ" ইহার অর্থ করা হইয়াছে। **কাম**—রস-আস্বাদন, ভক্ত-বাসনা-পূর্ণকরণ, জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনাদির বাসনাদি। **ভগবান্**—ভগ আছে যাঁহার। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যকে "ভগ" বলে। এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার আছে, তিনি ভগবান্। যিনি এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের মূল আধার, তিনি স্বয়ং ভগবান্—তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

৮১। **অবগাহিতে**—অবগাহন করিতে, ডুব দিতে।

৮২। ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা প্রভুর মনে উদিত হইল। **একশ্লোক**—নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটী ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রকাশক।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। স্বযোগমায়াবলং (স্বীয় যোগমায়ার শক্তি) দর্শয়তা (প্রদর্শনেচ্ছুক) [শ্রীকৃষ্ণেন] (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী) স্বস্য চ (এবং কৃষ্ণের নিজেরও) বিস্মাপনং (বিস্ময়জনক)

যথারাগঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তস্য ভূষণং স্বস্তি সৌভগহেতুরিত্যত আহ ভূষণেতি। কীদৃশং মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং নরাকৃতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সুতরামেব যুক্তমুক্তং শ্রীমহাকালপুরাধিপেনাপি দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ইতি। শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণেন চ। মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনেতি। শ্রীজীব। ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যলক্ষ্মীর) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা) ভূষণ-ভূষণাঙ্গং (ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট) যৎ (যে) [রূপং] (রূপ) গৃহীতং (গৃহীত—প্রকটিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। উদ্ধব বিদুরের নিকট বলিলেন:—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের) নিজেরও বিস্ময়জনক ভূষণ-সমূহেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট যে রূপ প্রকটিত করিয়াছেন (তাহা দেখিলে মনে হয়, সমস্ত সৃষ্টি-কৌশলই এই রূপের নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইয়াছে)। ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় করিলে অনুবাদের সঙ্গে বন্ধনীর অন্তর্গত অংশও যোগ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নিত্য; তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নিম্নবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে সেই ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে।

৮৩। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়া, শ্লোকোক্ত "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং**—মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; মনুষ্যলীলার উপযোগী; নরাকৃতি। **মর্ত্ত্য** অর্থ—মানুষ।

খেলা—লীলা, ক্রীড়া, কেলি। **যতেক খেলা**—বৈকুণ্ঠাদি-ধামে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বোত্তম**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া এবং যোগমায়াকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মুগ্ধত্ব বলিয়া।

নরলীলা—নরবৎলীলা; নর-অভিমানে লীলা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ নিজের ভগবত্তা প্রচ্ছন্ন করিয়া নিজেকে সাধারণ নর বলিয়া মনে করেন; এই নরাভিমান লইয়া তিনি যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার নরলীলা।

অথবা, নরলীলা—নরোপযোগিনী লীলা; নরের (মানুষের) ধ্যান-ধারণাদির উপযোগিনী লীলা। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদিভাবের রস আস্বাদনের জন্য তত্তৎ-ভাবোপযোগী পরিকরদের সহিত ব্রজে লীলা করিতেছেন। তাঁহার পরিকরেরাও দাস্য-সখ্যাদি ভাবে তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও এই জাতীয় ভাবগুলির আভাস আছে, অবশ্য বিকৃত অবস্থায়। এই ভাবগুলির ছায়া মানুষের মায়ামলিন চিত্তে অবস্থিত; এবং মায়িক জীবে প্রয়োজ্য হইয়া থাকে বলিয়াই মানুষের মধ্যে বিকৃত অবস্থায় আছে; বিকৃত অবস্থায় থাকিলেও, মানুষ এই কয়টী ভাবের মধুরতা, হৃদয়গ্রাহিতা ও বিষয়-আশ্রয়ের অন্তরঙ্গ-ঘনিষ্ঠতা-সম্পাদন-যোগ্যতার কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবযুক্ত মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; ইহা মানুষের সহজ ভাবের অনুকূল; তাই এই লীলা ধ্যান-ধারণার উপযোগী। মানুষের ধ্যান-ধারণার অনুকূল হইবে মনে করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ ঐ ঐ ভাবে ব্রজ-লীলা করিতেছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই সহজভাবে ঐ ঐ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলা করিতেছেন। তবে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া জীবের মধ্যেও ঐ ঐ ভাবগুলির আভাস দিয়াছেন, অন্য সকল জীব অপেক্ষা মানুষের মধ্যে ঐ ভাবগুলির বিকাশ বেশী; তাই মানুষ সহজে তাঁহার লীলার কথা শুনিয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে (ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ। শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥”

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা মানুষের ধ্যান-ধারণাদির বিষয়মাত্র, মনের দ্বারাও অনুকরণের বিষয় নহে, ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১।৪।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নরলীলা হইলেও গূঢ়ভাবে তাহাতে অশেষ ঐশ্বর্য্যের খেলা বিদ্যমান আছে; কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই লীলাকে মানুষ-লীলা বলিয়াই মনে হয়; তাঁহার কারণ এই যে, মানুষের সংসার-যাত্রা-সম্বন্ধীয় কার্য্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে; যথা :—(১) মানুষ যেমন যথাক্রমে জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ডাদি অবস্থায় থাকিয়া তত্তৎ-বয়সোপযোগী সংসার-সুখ ভোগ করে, শ্রীকৃষ্ণও যথাক্রমে জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ডাদি অবস্থার প্রকটন করিয়া তত্তৎ-বয়সোপযোগী লীলারস আস্বাদন করেন। পার্থক্য এই যে, মানুষের জন্ম পিতা-মাতার শুক্রশোণিতে; শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তদ্রূপ নহে। তিনি জননীর গর্ভ হইতে আত্ম-প্রকটন করেন মাত্র। মানুষের বার্দ্ধক্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের তাহা নাই, তিনি নিত্যকিশোর; সখ্য-বাৎসল্য-রস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন মাত্র। (২) মানুষ যেমন দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণ লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, শ্রীকৃষ্ণও দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণ লইয়া লীলারস আস্বাদন করেন। পার্থক্য এই যে, মানুষের দাস, সখা, পিতামাতাদি প্রাকৃত, অনিত্য, স্বরূপতঃ তত্তৎসম্বন্ধশূন্য এবং স্বসুখবাসনাপূর্ণ; আর শ্রীকৃষ্ণের দাস-সখাদি অপ্রাকৃত, নিত্য, শ্রীকৃষ্ণেরই কায়ব্যূহ, সুতরাং নিত্যতত্তৎ সম্বন্ধযুক্ত এবং কৃষ্ণসুখৈক-বাসনাময়। (৩) মানুষ যেমন স্বীয়-স্বরূপ ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা-মায়ার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সংসারসুখে ডুবিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় যোগমায়ার শক্তিতে স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান (নিজের স্বয়ং ভগবত্তা) ভুলিয়া নিজেকে জীব মনে করিয়া তথাবস্থ স্বীয় পরিকরদের সঙ্গে লীলারসে ডুবিয়া আছেন। পার্থক্য এই যে, মানুষ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধ; আর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধ। মায়া নিজের শক্তিতে মানুষকে বশীভূত করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে; আর লীলারস-আস্বাদনের আনুকূল্যার্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই যোগমায়াকৃত মুগ্ধত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছাতেই মায়া তাহাকে মুগ্ধ করেন নাই; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া তাঁহার মুগ্ধত্ব আনয়ন করিয়াছেন। মানুষ মায়ার অধীন, শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর। মায়ার প্রভাবে মানুষের স্বরূপের ধর্ম্মলোপ পাইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু স্বরূপের ধর্ম্মলোপ পায় নাই—যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধ অবস্থাতেও তাঁহার স্বরূপধর্ম্ম (স্বয়ং ভগবত্তার ধর্ম্ম) প্রকটিত হইতেছে। (৪) সংসারে মানুষের যেমন সুখের সঙ্গে দুঃখ বিজড়িত, সুখের অনুসন্ধানে মানুষকে যেমন অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায়ও সুখের সঙ্গে দুঃখ বিজড়িত, সুখের অনুসন্ধানে তাঁহাকেও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। পার্থক্য এই যে, মানুষের দুঃখ সকল সময়ে তাহার সুখের পুষ্টিসাধক হয় না; শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ, তাঁহার লীলাসুখের নিত্যপরিপোষক, সুতরাং তাঁহার দুঃখও সুখেরই অঙ্গবিশেষ—তাঁহার সুখ-তরঙ্গের অবস্থা-বিশেষ। মানুষের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই তাহার স্বীয় স্বরূপধর্ম্ম-বিস্মৃতির জন্য মায়াপ্রদত্ত শাস্তিবিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং দুঃখ তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত শাস্তি নহে, তাঁহার সুখ-স্বরূপের একটী নিত্যধর্ম্ম—তাঁহার স্বরূপশক্তিরই একটী বিলাস-বৈচিত্রী। মানুষের সুখ অনিত্য; শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী এবং নিত্য। মানুষের সাংসারিক সুখ তাহাকে স্বীয় স্বরূপ ও স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে সরাইয়া রাখে; শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাঁহাকে স্বীয় স্বরূপেই ধরিয়া রাখে। মানুষ সুখের অনুসন্ধানে সকল সময়ে বাধাবিঘ্নাদি অতিক্রম করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারেন।

নরবপু—নরদেহ, নরবৎদেহ—মানুষের দেহের মত দেহ যাহার। “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি—বিষ্ণুপুরাণ। ৪।১১।২॥” এই শ্লোকোক্ত “নরাকৃতি”-শব্দই এই স্থলে “নরবপু”-শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। আকৃতি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শব্দে অঙ্গসন্নিবেশ বুঝায়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহ নরদেহ-তুল্য বলিতে দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু, দুই কাণ, এক নাসা ইত্যাদিই সূচিত হইতেছে। মানুষকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্র; অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতের কোনও বস্তুর ধারণাই মানুষের নাই; এজন্য প্রাকৃত জড় দৃষ্টান্ত দ্বারাই শাস্ত্রকারগণ প্রাকৃত মানুষের মনে অপ্রাকৃত বস্তু-আদির ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলেও প্রাকৃত মানুষের দেহের দৃষ্টান্তদ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহের একটা মোটামোটি ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশ মানুষের অঙ্গ-সন্নিবেশের তুল্য নহে; মানুষদেহকে আদর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসন্নিবেশ করা হয় নাই; বরং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশের তুল্যই মানুষের অঙ্গ-সন্নিবেশ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশকে আদর্শ করিয়াই যেন মানুষের অঙ্গ-সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই ভাবে নরের বপু যাহার বপুর তুল্য, এই অর্থেই নরবপু-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্বরূপ—অনাদি-সিদ্ধ নিজস্ব নিত্যরূপ। **নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ**—শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ নিজস্ব রূপই নরাকৃতি। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি স্বয়ংরূপে পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় বলিয়া এবং নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ বলিয়া নরলীলাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ; সুতরাং নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লক্ষ্মী-আদির, নারায়ণাদি স্বরূপের, এমন কি স্বয়ং বাসুদেবেরও এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরও লোভ জন্মিয়া থাকে। ইহাই তাঁহার ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

"নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ" বলাতে ইহাও সূচিত হইল যে, মানুষের মধ্যে লীলা করিবেন বলিয়াই যে তিনি স্বীয় রূপের পরিবর্ত্তে, মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন, তাহা নহে। অনাদিকাল হইতেই তাঁহার এই দ্বিভুজরূপ।

যদি কেহ মনে করেন, "নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ" অর্থ এই যে, মানুষের দেহই কৃষ্ণের স্বরূপ—তবে ইহা সঙ্গত হইবে না। এই ত্রিপদীর শেষার্দ্ধেই এই জাতীয় অর্থের নিরসন করিয়াছেন। "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর" ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। মানুষ কিশোর হইতে পারে, কিন্তু নিত্যই কিশোর অবস্থায় থাকিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের "কিশোরে নিত্যস্থিতি।" আবার মানুষের দেহ মাত্রই যদি কৃষ্ণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে স্বয়ংরূপের অনেক স্বরূপ হইয়া পড়ে, কিন্তু "স্বয়ং রূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি। ২।২০।১৪০॥"

গোপবেশ বেণুকর ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরামচন্দ্রাদি স্বরূপও নরবপু, তাঁহাদের লীলাও নরবৎ-লীলা। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ংরূপ নহেন; সুতরাং তাঁহাদের লীলায় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদির পূর্ণতম বিকাশ নাই, এজন্য তাঁহাদের লীলাও সর্ব্বোত্তম নহেন। কোন্ নররূপের লীলা সর্ব্বোত্তম তাহা বলিতেছেন—"গোপবেশ, বেণুকর" ইত্যাদি দ্বারা। গোপবেশ-বেণুকর ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ, তাঁহার লীলাই সর্ব্বোত্তম।

গোপবেশ—গো-পালকের বা রাখালের বেশ; হাতে পাঁচনী, মাথায় পাগড়ী, কাঁধে গরু বাঁধার দড়ি, গোদোহন-কালে হাতে গোদোহন-ভাণ্ড, ছাঁদন-দড়ি প্রভৃতি যুক্ত বেশ।

বেণুকর—বেণু দ্বাদশ-আঙ্গুলি দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত-স্থূল ও ছয়টী ছিদ্রযুক্ত। "পাবিকাখ্যো ভবেদ্বেণু র্দ্বাদশাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যভাক্। স্থৌল্যেঽঙ্গুষ্ঠমিতঃ ষড়্‌ভিরেষ রন্ধ্রৈঃ সমন্বিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৮৮॥" **নবকিশোর**—নিত্য নূতন কিশোর (পনর বৎসর) বয়স্ক। যাহাকে দেখিলে কোনও সময়েই পনর-বৎসরের অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয় না।

নটবর—চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, বক্ষে গুঞ্জা-মালা ও বনফুলের বৈজয়ন্ত্যাদিমালা, গায়ে গৈরিকমাটীর রং, গণ্ডে ও কপালে কস্তুরী-আদি মিশ্রিত-চন্দন-নির্ম্মিত মকরী-চিত্রভঙ্গী ও অলকা-তিলকাদি, ফুলের কেয়ূর, ফুলের অবতংশ, ফুল ও রমণীয় লতাদির চূড়া, পরিধান-যোগ্য রক্ত, পীত ও নীল বসনের বিচিত্র বেশ ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া যিনি নৃত্য-বিদ্যাকৌশলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত করেন, তিনি নটবর।

নরলীলার হয় অনুরূপ—নরলীলার যোগ্য; ইহা "মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং"-শব্দের অর্থ। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধী ও যোগমায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধত্বাদিই এই যোগ্যতার হেতু। **অনুরূপ**—যোগ্য। অনুরূপ—অনু+রূপ। "অনু" অর্থ

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ! ।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥ ৮৪

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"লক্ষণ"; তাহা হইলে অনুরূপ অর্থ হইল—অনু (লক্ষণ)-বিশিষ্টরূপ; লক্ষণাক্রান্ত রূপ। শব্দকল্পদ্রুমে অনু-শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে; অনু; অব্যয়ম্ :—পশ্চাৎ, সাদৃশ্যম্, লক্ষণম্, বীপ্সা, ইত্থম্ভাবঃ, ভাগঃ, হীনঃ, সহার্থঃ, আয়ামঃ, সমীপম্, পরিপাটী। ইতি মেদিনী॥ "পরিপাটী" অর্থেও এস্থলে "অনু"-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। **অনুরূপ**—পরিপাটীযুক্ত রূপ। নরলীলার অনুরূপ—নরলীলার লক্ষণাক্রান্ত, বা নরলীলার পরিপাটী-বিশিষ্ট রূপ। 'গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর" রূপই সর্ব্বোত্তম নরলীলার লক্ষণযুক্ত বা সর্ব্বোত্তম নরলীলার পরিপাটীবিশিষ্ট রূপ। অথবা, অন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ-প্রত্যয় করিয়া অনু-শব্দ সিদ্ধ হয়; অন্-ধাতু প্রাণনে বা জীবনে। তাহা হইলে অনুশব্দের অর্থ হইল "প্রাণ আছে যার, প্রাণী।" আর "অনুরূপ' শব্দের অর্থ হইল 'প্রাণীরূপ"। এখন, এই "প্রাণীরূপ" শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে—প্রাণীতুল্য এবং প্রাণীর রূপ। নরলীলার অনুরূপ অর্থ নরলীলার (প্রাণ আছে যাহার নিকটে, সেই) প্রাণীতুল্য, অথবা নরলীলার (প্রাণ আছে যাহার নিকটে, সেই) প্রাণীর রূপ। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি এবং যোগমায়া-কর্ত্তৃক মুগ্ধত্বই নরলীলার প্রাণ—ইহা যেই রূপের আছে, সেই রূপই নরলীলার প্রাণী। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর রূপই এই রূপ। ধ্বন্যর্থ এই যে—ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপে নরলীলার প্রাণস্বরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদির পূর্ণতম বিকাশ নাই। ইহার প্রমাণও আছে। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীরও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নরলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ হইয়াছিল। আবার স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনই পরিহাসার্থে যখন চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপ ধারণ করিয়া কুঞ্জে বসিয়াছিলেন, তখন গোপীদিগের প্রেম সঙ্কুচিত হইয়াছিল (গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনযুষামিত্যাদি॥ ললিত মাধব। ৬।১৪॥); ইহাতে বুঝা যায়, নারায়ণ অপেক্ষা নরবপু-ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্য বেশী। আবার দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দনই যখন নটবর-বেশের পরিবর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে রাজবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিত্যকান্তা গোপীদিগের মন তাঁহার "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর" বেশের জন্যই লালায়িত হইয়াছিল। আবার দ্বারকায় মায়া-বৃন্দাবনে বলদেবকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ যখন "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর বেশে" সজ্জিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা হইলেও এবং রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দেখিলেও, স্নেহভারাক্রান্ত দেবকীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, রুক্মিণী ও জাম্ববতী প্রভৃতি কতিপয় মহিষী অভূতপূর্ব্ব মহাপ্রেমের অভ্যুদয়-বশতঃ ধৈর্য্যচ্যুত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন; সত্যভামার সহিত, বৃদ্ধা ও মত্তা পদ্মাবতী কামবেগ-বশতঃ বারংবার বাহুপ্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনাদির অভিনয় করিয়াছিলেন। (বৃহদ্ ভাগবতামৃত ১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)।

৮৪। **কৃষ্ণের মধুর রূপ**—কৃষ্ণের রূপের মধুরতা বা মাধুর্য্য। রূপের অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় স্বাদ-বিশেষের নাম মাধুর্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণের স্বরূপ এবে শুন সনাতন" এইরূপ পাঠ আছে। **ডুবায় সব ত্রিভুবন**—ইহা দ্বারা রূপের সমুদ্রত্ব—অপরিমিতত্ব সূচিত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ—শ্রীকৃষ্ণরূপের এমনি মাধুর্য্য যে, তাহার এক কণিকা সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করে—ঐ মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লোভ জন্মাইয়া সকলের চিত্ত চঞ্চল করে। কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃষ্ ধাতুর একটী অর্থ আকর্ষণ; যিনি (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা) আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ।

৮৫। এক্ষণে "স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগমায়া—"যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা ॥-অচিন্ত্যা পরাশক্তি।" শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। এই শক্তি লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের মুগ্ধত্বও জন্মাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি জীবের মুগ্ধত্ব সম্পাদন করে, তাহাকে বলে গুণমায়া; আর তাঁহার যে শক্তি লীলারস-পুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় পরিকরদের মুগ্ধত্ব জন্মায়, তাহাকে বলে যোগমায়া। গুণমায়া হইল বহিরঙ্গা. প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই তাহার কার্য্যস্থল। আর যোগমায়া হইল অন্তরঙ্গা, ভগবদ্ধামই তাহার কার্য্যস্থল—যে স্থানে বহিরঙ্গা গুণমায়ার প্রবেশাধিকার নাই। **চিচ্ছক্তি**—অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিরই অপর নাম চিচ্ছক্তি বা পরা শক্তি। **যোগমায়া চিচ্ছক্তি**—যোগমায়া হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি; তাই বৈষ্ণবতোষণী যোগমায়াকে পরাশক্তি বলিয়াছেন। যোগামায়া পরাখ্যাচিন্ত্যাশক্তিঃ। ইহা যে বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়াশক্তি নহে, তাহাই সূচিত হইল। **বিশুদ্ধসত্ত্ব**—চিচ্ছক্তির তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিত্তাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ-বৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির পরিণতি পরিকরাদি বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বৃত্তিবিশেষকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। বহিরঙ্গা মায়ার সহিত ইহার স্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলা হয়। "তদেবং তস্যা মুলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বা আবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥১১৮॥" ইহা স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ এবং স্বপ্রকাশ॥১।৪।৫৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি**—বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেছে যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ (বহুব্রীহি সমাস)। ইহা চিচ্ছক্তির বিশেষণ। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইতেছে যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ, সেই চিচ্ছক্তিই হইতেছে যোগমায়া। যোগমায়ার স্বরূপ বলা হইল। ভগবৎসন্দর্ভের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—যাহাদ্বারা ভগবান্ বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি-আদি বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ (বা পরিণতি)। একথাই "বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি"-শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই বিশেষণটীর উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—এই ত্রিপদীর শেষভাগে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রূপ-রতনটী প্রকট করেন। কিসের দ্বারা প্রকট করেন? স্বীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা।

তাঁরশক্তি—সেই যোগমায়ার শক্তি। অর্দ্ধত্রিপদীর অর্থ এই—বিশুদ্ধ-সত্ত্ব যাঁহার পরিণতি, সেই চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার শক্তি লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত।

এই রূপ-রতন—শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় এবং সর্ব্বচিত্তাকার্ষক রূপ-রত্ন। **ভক্তগণের গূঢ়ধন**—গূঢ় অর্থ অতি গোপনীয়। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটী অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত প্রাণারাম এবং অত্যন্ত আদরের বস্তু বলিয়া অতি মূল্যবান্ রত্নের ন্যায় ভক্তগণ অতি যত্নে, অতি সংগোপনে, হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত রাখেন এবং মানস-নেত্রে অতি সতর্কতার সহিত যেন সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। **প্রকট কৈল**—শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ-রতনটী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা জগতে প্রকটিত (প্রকাশিত) করিলেন। কোথা হইতে প্রকটিত করিলেন? **নিত্যলীলা হৈতে**—শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ-রতনটী অনাদি কাল হইতেই নিত্য-লীলায় নিত্য বিরাজিত, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের লোকগণের নয়নের গোচরীভূত নহে। এক্ষণে তাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিলেন। কিন্তু এস্থলে নিত্যলীলা বলিতে কোন্ লীলাকে বুঝাইতেছে? প্রকট লীলাকে? না কি অপ্রকট লীলাকে? উভয় লীলাই তো নিত্য। উত্তর—উভয় লীলাকেই বুঝাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশ পরিচ্ছেদে প্রকটলীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই ত্রিপদীতে "নিত্যলীলা"-শব্দে "নিত্য প্রকটলীলাই" যেন অভিপ্রেত। যে প্রকট নিত্যলীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিল, এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলনা, সেই প্রকট নিত্যলীলা হইতে

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এই রূপ তার নিত্যধাম ॥ ৮৬

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ-নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণের মন ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ-রতনটীকে (অবশ্য তাঁহার লীলাকেও) এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিলেন—ইহাই তাৎপর্য্য। "নিত্যলীলা হৈতে"-বাক্যদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যে রূপ-রতনটী এই ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকটিত হইল, তাহা নিত্য, অনাদি।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই রূপটীর প্রকটনের দ্বারা কিরূপে যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শিত হইল ? উত্তর—২।২০।১৩২ পয়ারের "অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব"-শব্দের টীকায় বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম তাঁহার চিচ্ছক্তির ক্রিয়াতেই সবিশেষত্ব লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সবিশেষ স্বরূপ—তাঁহার এই অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধীময় নরাকার রূপ, যাহার এক কণিকাই সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডকে ডুবাইতে সমর্থ, যাহা ভক্তগণের অত্যন্ত গূঢ়ধন, যাহা সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর—শ্রীকৃষ্ণের সেই অপরূপ রূপটী চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ারই শক্তির পরিচায়ক। আবার শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, রসিকশেখর, অনাদিকাল হইতেই লীলা-পরিকরদের সহিত লীলারস আস্বাদন করিতেছেন ; যোগমায়ার শক্তিতেই তিনি লীলা পরিকরাদিরূপে আত্মপ্রকট—স্বীয়কায়ব্যূহ প্রকট—করিয়াছেন ; এই লীলা-পরিকরেরাও যোগমায়ার শক্তির পরিচায়ক ; শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও প্রকটন হইয়াছে ; এই প্রকটনও যোগমায়ার শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার রূপের প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতাপিতা, ধাম, গৃহ, আসনাদিরও প্রকটন হইয়াছে, এই সমস্তও যোগমায়ারই শক্তির পরিচায়ক। লীলারস আস্বাদনের জন্য যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যের অন্তরালে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বকে মুগ্ধত্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন ; লীলা-প্রাকট্যের সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার এই শক্তিটী লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে। আবার চিচ্ছক্তির বৃত্তি বিশেষই প্রেম (শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ইত্যাদি) ; ভগবান্ স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ হইলেও তিনি প্রেম-বশ ; প্রকট লীলায় ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে ; ভক্তবশ্যতা-গুণে তিনি বিভু-পদার্থ হইয়াও বন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও যোগমায়ার শক্তি। রাসাদি-লীলায়ও যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৮৬। **রূপ দেখি আপনার**—ইত্যাদি অর্দ্ধ-ত্রিপদীতে "স্বস্য চ বিস্মাপনং" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন। **কৃষ্ণের হয় চমৎকার**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপ নিজে দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। এত রূপ আমার ! এত সৌন্দর্য্য !! এত মাধুর্য্য !!! **আস্বাদিতে**—নিজের রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য নিজেরই লোভ জন্মে। "অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী" ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ (ললিতমাধব ।৮।৩২।)

"স্বসৌভাগ্য যার নাম" ইত্যাদি অর্দ্ধ ত্রিপদীতে "সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং" ইহার অর্থ করিতেছেন। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-গুণ-সমূহের নামই **স্ব-সৌভাগ্য** ; এই গুণসমূহের মূল আশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ-রূপ। যে সমস্ত সদ্গুণ থাকিলে জীবের ভাগ্যের উদয় হয়, কিম্বা জীব আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করে, সেই সমস্ত গুণের মূল-আধারই শ্রীকৃষ্ণ ; জীব এই সমস্ত গুণের আভাস পাইয়াই নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করে।

অথবা, পতিকর্ত্তৃক পত্নীর অত্যধিক আদরকে পত্নীর সৌভাগ্য বলে। পত্নীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধী, অনুরাগ প্রভৃতিই ঐরূপ আদর লাভের হেতু ; সুতরাং এই গুণগুলিকেই তাহার সৌভাগ্য বলা যায়। এই স্ব-সৌভাগ্যস্বরূপ গুণ-সমূহের মূল আশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ। **নিত্যধাম**—নিত্য-আশ্রয়। কোনও গ্রন্থে "সুসৌভাগ্য" পাঠ আছে। **এই রূপ**—শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রূপ।

৮৭। "ভূষণের ভূষণ অঙ্গ" ইত্যাদি দ্বারা "ভূষণ-ভূষণাঙ্গং" পদের অর্থ করিতেছেন।

কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তা-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ। ভূষণ অর্থ অলঙ্কার। দেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যই লোকে অলঙ্কার ধারণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেয়ূর-কুণ্ডল-নূপুরাদি যে সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, বরং দেহের শোভাদ্বারাই ঐ সমস্ত অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এতই শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অঙ্গ, অলঙ্কারের পক্ষেও অলঙ্কার-স্বরূপ।

ললিত ত্রিভঙ্গ—যাহাতে অঙ্গ-সকলের বিন্যাস-ভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূ-বিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে। **ত্রিভঙ্গ**—দাঁড়াইবার ভঙ্গী; কটী, গ্রীবা ও চরণ এই তিন অঙ্গকে ঈষদ্‌বক্র করিয়া দাঁড়াইলে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়ান বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ান, তখন তাঁহার মনোহর রূপকে আরও মনোহর দেখায়।

ভ্রূ-ধনু-নর্ত্তন—ভ্রূযুগলকে মৃদুমধুর ভাবে কম্পিত করিতেছেন। ধনু-শব্দ এস্থলে কামদেবের ধনু-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর ভ্রূ-লতাকে কামদেবের ধনুর সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষই এই ধনুতে যোজনা করিবার বাণ-সদৃশ। ধনুকধারী ধনুতে বাণ সংলগ্ন করিয়া নিজের শীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যখন খুব জোরে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে জ্যা-সংলগ্ন বাণটীর মূলদেশকে বার বার আকর্ষণ করে, তখন ধনুটী ঈষৎ কম্পিত হয়; এই কম্পনকেই ধনুর নর্ত্তন বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের চিত্তরূপ শীকারকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার কটাক্ষরূপ বাণকে ভ্রূ-রূপ ধনুতে যোজনা করিয়া ধনুকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছেন। নর্ত্তন শব্দের ধ্বনি এই:—আনন্দ না হইলে কেহ নৃত্য করে না; লক্ষ্যবস্তুকে সে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিতে পারিবে, এই দৃঢ়-বিশ্বাস-জনিত যে আনন্দ, তাহাই ধনুর নৃত্যের হেতু।

তেরছ-নেত্রান্ত-বাণ—আড়-নয়নের যে কটাক্ষ, তাহাই যেন বাণ বা শর। **নেত্রান্ত**—নেত্রের অন্ত, চক্ষুর কোণ। **তার দৃঢ় সন্ধান**—সেই বাণের অব্যর্থ নিক্ষেপ। **রাধা-গোপীগণ মন**—রাধা-আদি গোপীদিগের মন।

এই ত্রিপদীর স্থূলার্থ এই:—একেই তো শ্রীকৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য্য এত অধিক যে, কোনও অলঙ্কারই আর তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিতে পারে না, বরং তাঁহার অঙ্গের শোভাদ্বারা অলঙ্কারের শোভাই বর্দ্ধিত হয়; তাহার উপরে আবার তিনি অতি মধুর, অতি মনোহর ভঙ্গীতে কটী, গ্রীবা ও চরণ ঈষদ্‌বক্র করিয়া ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়াছেন; কেবল ইহাও নহে, ইহার উপরেও আবার মনোহর ভ্রূ-যুগলকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছেন। তাঁহার অপরূপ রূপের এই অপরূপ ভঙ্গীতে এবং অপরূপ ভ্রূ-বিলাসে, যে অপরূপ মধুরিমা স্ফুরিত হয়, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণ শত-চেষ্টা-সত্ত্বেও তাঁহাদের মনকে আর নিজেদের বশে রাখিতে পারিতেছেন না, মন উধাও হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাও যোগমায়ার শক্তির একটী পরিচয়।

৮৮। কোটি ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি ত্রিপদীতে শ্লোকোক্ত "বিস্মাপনং স্বস্যচ" অংশের "চ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। "চ"-শব্দের সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্য্যন্ত বিস্মিত হন, এবং (চ) অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের মৎস্যাদি-অবতারগণ, পরব্যোমের নারায়ণাদি স্বরূপগণ (দ্বিজাত্মজামে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ইত্যাদি দশমস্কন্ধ ৮৯ অঃ ৫৮ শ্লোক), এমন কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ-পর্য্যন্ত (যদ্‌বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ-ইত্যাদি শ্রীভা,) ঐ রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হন।

কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম—অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্যোম। **তাহাঁ**—ঐ ব্রহ্মাণ্ডে এবং পরব্যোমে। **স্বরূপগণ**—ভগবৎ-স্বরূপগণ; ব্রহ্মাণ্ডে মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতারগণ এবং পরব্যোমে নারায়ণাদি। **বলে হরে মন**—বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করে; স্ববশে রাখার জন্য শত চেষ্টা করিলেও নারায়ণাদি নিজ মনকে স্ববশে রাখিতে পারেন না, তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণ-রূপেই আকৃষ্ট হইয়া যায়, এমনি তাঁহার রূপমাধুর্য্য।

চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন'।
জিনি পঞ্চশরদর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পতিব্রতা-শিরোমণি—পতিই ব্রত যে রমণীর, তিনি পতিব্রতা। ব্রত যেমন সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে অবশ্যপালনীয়, একনিষ্ঠভাবে পতিসেবাও তদ্রূপ যাঁহার সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যিনি এই পতিসেবা-ব্রত হইতে চ্যুত হন না, দৈবদুর্বিপাকে সেবাব্রত হইতে মুহূর্ত্তের জন্য চ্যুতির কল্পনাও ব্রতভঙ্গ-পাপের তুল্য যাঁহার চিত্তকে শতবৃশ্চিকদংশনবৎ যাতনাগ্রস্ত করে, তিনিই পতিব্রতা; এইরূপ পতিব্রতাদিগের শিরোমণি—এইরূপ পতিব্রতাগণও যাঁহার পাতিব্রত্যগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজেদের গৌরব ও আদর্শের বস্তুরূপে মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইতে বাসনা করেন, তিনিই পতিব্রতা-শিরোমণি। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণই এইরূপ পতিব্রতা-শিরোমণি—তাঁহারা স্বীয় পতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, নিয়ত তাঁহার চরণসেবায় রত; অন্য কোনও বিষয়ই তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না; ইহা ধ্রুবসত্য, যেহেতু ইহা শ্রুতির উক্তি। কিন্তু এমন যে লক্ষ্মীগণ, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন—এমনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য। ইহাও যোগমায়ার শক্তির একটী পরিচয়।

বেদ-বাণী—শ্রুতির উক্তি; সুতরাং অভ্রান্ত এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য।

৮৯। গোপীগণের কামগন্ধহীন নির্ম্মল প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে রাসক্রীড়ায় কন্দর্পের মনকে মথিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম **মদনমোহন**।

চড়ি গোপী-মনোরথে—গোপীদিগের মনোরূপ রথে চড়িয়া। রথের যে দিকে গতি হয়, রথের আরোহীকেও সেই দিকেই যাইতে হয়, রথের গতির বিপরীত দিকে যাওয়ার তাঁহার কোনও শক্তিই থাকে না, এ বিষয়ে তাঁহাকে রথের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মনোরূপ রথে আরোহণ করিয়াছেন, গোপীদিগের মনের যে দিকে গতি হয়, তাঁহাকেও সেই দিকেই যাইতে হইবে। স্বতন্ত্র-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে গোপীদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেন কেন? তাঁহাদের অকৈতব নির্ম্মল প্রেমের প্রভাবেই তিনি এই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, রথ নিজের ইচ্ছায় চলে না, সারথি রথকে চালাইয়া নিয়া যায়; আরোহী যাহাতে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারেন, সেই ভাবেই সারথি রথকে চালিত করে। এস্থলে গোপীরাই তাঁহাদের মনোরূপ রথের সারথি, আর রাস-লীলারসই আরোহী শ্রীকৃষ্ণের কাম্য বস্তু, বা গন্তব্য স্থান (সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের হয় রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা। ২।৮।৮৫॥)। আরোহী গন্তব্যস্থানটী মাত্র বলিয়া দেন, সারথি অনেক সময় নিজের ইচ্ছামত অনুকূল পথে রথকে নিয়া যায়। সারথিরূপা গোপীগণও রাসলীলার অনুকূল ও লীলারসের পরিপোষক বিবিধ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূর্ত্তি করিতেছেন। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যেন রসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, গোপীদিগের প্রেমের তরঙ্গে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, চলিতে চলিতে রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসমুদ্রে গিয়া ডুবিয়া পড়িতেছেন।

রাধাপ্রেম ও কৃষ্ণমাধুর্য্য এই দুইটি অপূর্ব্ব বস্তুর স্বভাবও বড় অপূর্ব্ব। মাধুর্য্য-সিন্ধুর দর্শনে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে, আবার প্রেমসিন্ধুর দর্শনেও মাধুর্য্যসিন্ধু উথলিয়া উঠে। "যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে অনুক্ষণ। আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥ মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে—কেহ নাহি হারি। ১।৪।১২২-২৪॥" শ্রীরাধার প্রেম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া, শ্রীরাধার প্রেম আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তাহা দেখিয়া মদন—যে মদন, স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করে, যে মদন অপর কাহারও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে কখনও

নিজ সম সখাসঙ্গে,　　গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
　　বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি,　　স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
　　পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা॥

মুগ্ধ হয় না—সেই মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। এইরূপে মদনকে মোহিত করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম মদনমোহন; এই মদনমোহনরূপটি কিন্তু বৃষভানুসুতা-যুত শ্যামসুন্দর-রূপ; বৃষভানুসুতার সান্নিধ্য না পাইলে, মদনকে মোহিত করা ত দূরের কথা, বিশ্বমোহন-শ্যামসুন্দর নিজেই মদন কর্তৃক মোহিত হইয়া যায়েন। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ॥ গোবিন্দলীলামৃত। ৮।৩২॥" প্রেমময়ী-শ্রীরাধার প্রেম-শশধর ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সিন্ধুকে আর কে এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে, যাতে মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইবে?

এই অর্দ্ধ-ত্রিপদীর মর্ম্ম এই—যে বাসনা-সিদ্ধির জন্য গোপীগণ কত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই বাসনাপূরণের জন্য (সুতরাং তাঁহাদের বাসনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অথবা তাঁহাদের মনোরথে চড়িয়া) শ্রীকৃষ্ণ রাসকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; রাসকেলিতে শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীগণের সঙ্গের প্রভাবে অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া মদন মোহিত হইয়া গেলেন। "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ শ্রীভা, ১০।২২।২৭॥"

এস্থলে যে মদনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি অপ্রাকৃত মদন—প্রদ্যুম্ন; (১।৫।২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবনে প্রাকৃত মদনের প্রবেশ নাই। **মন্মথ**—মনকে যে মথিত বা মোহিত করে; মদন, কামদেব। **পঞ্চশর**—কামদেব। সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থকে কামদেবের পাঁচটী শর বা বাণ বলে। **জিনি পঞ্চশরদর্প**—সমস্ত জগৎকে মোহিত করার দরুণ কামদেবের যে গর্ব্ব হইয়াছে, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া। **স্বয়ং নবকন্দর্প**—মদনমোহন নিজে নবকন্দর্প-(কামদেব)-রূপে গোপীদিগকে লইয়া রাস করিলেন। মদনমোহন বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন। ইনিই গোপীগণকে লইয়া রাস করেন। ইহাতে ইহা সূচিত হইতেছে যে, রাস-ক্রীড়ায় প্রাকৃত কামক্রিয়ার গন্ধমাত্রও নাই; প্রাকৃতকাম গোপীদিগের চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই রাসক্রীড়াতে বরং মদন মোহিতই হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় কামবিজয়ই ঘোষিত হইতেছে। "রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। শ্রীধর স্বামী।"

৯০। **নিজসম সখাসঙ্গে**—বেশে, ভূষায়, বয়সে ও ব্যবহারাদিতে নিজের তুল্য সখাগণের সঙ্গে বৃন্দাবনে গোচারণ-রঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছভাবে বিহার করিতেছেন। **যাঁর বেণুধ্বনি** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণীরই প্রেমভরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকার উদিত হইত। **স্থাবর—বৃক্ষ**, লতা, নদী, পাহাড় প্রভৃতি; শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ২১শ অধ্যায়ে "গোপ্যঃ কিমাচরদিত্যাদি" (৯ম) শ্লোকে হ্রদিনী ও তরুগণের; ৩৫শ অধ্যায়ে "বনলতাস্তরব আত্মনি" ইত্যাদি ৯ম শ্লোকে বনলতা ও বৃক্ষ সমূহের, বেণুনাদশ্রবণে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের উল্লেখ দেখা যায়।

জঙ্গম—পশু, পক্ষী, দেব, মনুষ্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ২১শ অধ্যায়ে "বৃন্দাবনং সখি ভুবোবিতনোতি" ইত্যাদি (১০ম) শ্লোকে ময়ূরদিগের, ৩৫শ অধ্যায়ে "সরসিসারসহংসবিহঙ্গ" ইত্যাদি (১১শ) শ্লোকে এবং ২১শ অধ্যায়ে "প্রায়োবতাম্ব" ইত্যাদি (১৪শ) শ্লোকে, সারস-হংসাদি পক্ষিগণের; ২১শ অধ্যায়ে "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়-গতয়োঽপি" ইত্যাদি (১১শ) শ্লোকে এবং ৩৫শ অধ্যায়ে "বৃন্দশো ব্রজবৃষা" ইত্যাদি (৫ম) শ্লোকে ও "ক্বণিতবেণুরব"-ইত্যাদি (১৯শ)-শ্লোকে গোবৎস-বৃষ-মৃগাদির, "ব্যোমযানবনিতা"-ইত্যাদি (৩য়)-শ্লোকে সিদ্ধাঙ্গনাদিগের, ২১শ অধ্যায়ে "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য" ইত্যাদি (১২শ) শ্লোকে বিমানচারিণী দেবীদিগের, ৩৫শ অধ্যায়ে "সবনশস্তদুপধার্য্য-

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি,
পীতাম্বর বিজুরীসঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥ ৯১

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে-স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুরেশাঃ” ইত্যাদি (১৫শ) শ্লোকে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি সুরেশ্বরগণের বেণুনাদশ্রবণে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের উল্লেখ দেখা যায়। “চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ। ভবেদ্ ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনিতে মোহনে।’ ল, ভা, ৫৩৩।”

৯১। **বকপাঁতি**—বকের পংক্তি (শ্রেণী) তুল্য। **ইন্দ্রধনু**—আকাশে সময়ে সময়ে যে নানাবর্ণে রঞ্জিত রামধনু দেখা যায়, তাহা। **পিঞ্ছ**—শিখিপুচ্ছ। **বিজুরী**—বিদ্যুৎ। **নবজলধর**—নূতনমেঘ।

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নব-জলধরের মত স্নিগ্ধ শ্যামল; এজন্য নবজলধরের সঙ্গে তাঁহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মেঘ; মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করেন। মেঘের বৃষ্টিধারা পাইয়া যেমন শস্যাদি সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃতধারা পাইয়াও জগদ্‌বাসী জীবসমূহের শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতি সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়। মেঘ উদিত হইলে আকাশে শ্বেত বকশ্রেণী উড়িয়া যাওয়ার সময় যেমন অতি রমণীয় দেখায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ নবজলধরের বক্ষঃ-স্থলেও দোলায়মান শ্বেতমুক্তার মালা অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। নবমেঘের উদয়ে আকাশে ইন্দ্রধনু দেখা দেয়; শ্রীকৃষ্ণরূপ নবমেঘেও নানাবর্ণে বিভূষিত তাঁহার চূড়াস্থিত শিখিপুচ্ছ ইন্দ্রধনুর ন্যায়ই শোভা পাইতেছে। নবমেঘে সৌদামিনী শোভা পায়, কৃষ্ণ নবজলধরেও তাঁহার পীতবসনরূপ সৌদামিনী (বিজুরী) শোভা পাইতেছে। **নবজলধর**—অভিনব, এক অতি নূতন-রকমের মেঘ। শ্রীকৃষ্ণরূপ জলধরের মধ্যে সাধারণ মেঘ অপেক্ষা একটা অপূর্ব্ব নূতনত্ব. একটা বিশেষত্ব আছে; তাহা এই:—জলধর জল বৃষ্টি করে; কৃষ্ণ লীলারূপ মেঘ অমৃত বৃষ্টি করেন। পার্থক্য এই যে, অধিক সময় জলবৃষ্টি-ধারায় থাকিলে জীবের রোগ হয়; কিন্তু লীলামৃতবৃষ্টিধারা যত বেশী ভোগ করা যায়, ততই জীবের শারীরিক ও মানসিক রোগ—এমন কি, ভব-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত দূরীভূত হইতে থাকে। জলবৃষ্টি-ধারায় মৃতশস্য জীবিত হয় না, অমৃত-ধারায় জীবের মৃতপ্রায় স্বরূপ এবং ভক্তি ও প্রীতি সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। জলধারার অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়, লীলামৃতধারার অতি বৃষ্টিতে জীবের স্বরূপ, ভক্তি, প্রীতি আরও পুষ্টিলাভ করে। সাধারণ মেঘে, ইন্দ্রধনু ক্ষণকালস্থায়ী; কৃষ্ণরূপ-মেঘে শিখিপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনু নিত্য শোভা পায়। মেঘে বিজুরী চঞ্চলা, কৃষ্ণমেঘে পীতবসনরূপ স্থির বিজুরী নিত্য শোভা পায়। **জগৎ-শস্য**—জগদ্‌বাসী জীবরূপ শস্য।

৯২। **মাধুর্য্য**—মাধুর্য্য চারিপ্রকার; ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য বা বিগ্রহমাধুর্য্য। এই চতুর্ব্বিধ মাধুর্য্য ব্রজেই বিরাজমান।

ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভাবের দ্বারা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অভিমানি-দেবতাগণের অভিমানও চূর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রভাবের নামই ঐশ্বর্য্য; “ব্রহ্মাদ্যভিমানিপরিভাবকঃ প্রভাবোহি ঐশ্বর্য্যম্—বলদেববিদ্যাভূষণ”। আর, সমস্ত অবস্থায় চেষ্টাসমূহের যে চারুতা বা মনোহারিত্ব, তাহার নাম মাধুর্য্য; মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা—উজ্জ্বল-নীলমণি অনুভাবপ্রকরণ ৬৪।” ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লীলাতেও তাঁহার কার্য্যের, ভঙ্গীর এবং রূপের মনোহারিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা পূতনার প্রাণ বিনাশ করিলেন; কিন্তু কোনওরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলেন না; দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে বসিয়া যে ভাবে স্তন পান করে, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেই ভাবেই পূতনার কোলে বসিয়া স্তনপান করিতেছিলেন; তখন তাঁহার মুখের ভঙ্গীদ্বারাও এমন কিছু বুঝা যায় নাই, যে তিনি পূতনার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তনযুগলে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন (ইহা চেষ্টার চারুতারূপ মাধুর্য্য); তখনও তাঁহার মুখখানা মনপ্রাণাকর্ষি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশকালেও শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা ও রূপের অপূর্ব্ব চারুতার—মাধুর্য্যের ইহা একটী দৃষ্টান্ত। পূতনার

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

জীবনলীলা সাঙ্গ হইল, তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল; বিরাট ও বিকট মূর্ত্তিতে পূতনা ধরাশায়িনী হইল; কিন্তু তাহা দেখিয়াও শিশু-কৃষ্ণের ভয় নাই, তাঁহার শিশুদেহ-সুলভ লাবণ্য, চপলতা, অকুতোভয়তা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল; তিনি নির্ভয়ে পূতনার বিশাল বক্ষঃস্থলে খেলা করিতে লাগিলেন, যেন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যেন তিনি যশোদামাতার অঙ্গনেই খেলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সময়ের চেষ্টা বড়ই মধুর; আর তাঁহার এই মধুর চেষ্টা ও রূপ দেখিয়া এবং আসন্নবিপদ হইতে ভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন দেখিয়া পিতামাতা এবং গুরুবর্গের মধুর বাৎসল্য-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে যে পূতনারাক্ষসী বিনষ্ট হইল, এই ভাব কাহারও মনে জাগ্রত হয় নাই—এবং তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কাহারও প্রীতিও সঙ্কুচিত হয় নাই। বরং যশোদামাতা নরশিশুর ন্যায় তাঁহার রক্ষাবন্ধন করিতে লাগিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্য—কি ব্রজেন্দ্রনন্দন, কি তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরবর্গ—সকলকেই মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নরলীলাকে অতিক্রম না করিয়াই ইহা প্রকটিত হয়; নারদ বলিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে পার নাই, তাহাদিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে হরে! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী বিস্তার কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন—"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাল্যলীলয়া॥ সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে! ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥ ল, ভা, কৃ, ৫২৯। ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।" শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, কালীয়দমন, অঘাসুর-বকাসুর-বধ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্রজলীলাতেই ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-প্রকটন-কালেও তিনি ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক কোনও অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ বা ভাব অঙ্গীকার করেন নাই; তাঁহার সহজ ভাবে, সহজ নরলীলা রক্ষা করিয়া, তিনি ঐ সকল লীলা করিয়াছেন; তাঁহার পূর্ণ-মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া, মাধুর্য্যদ্বারা যেন আত্মগোপন করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি ক্রিয়া করিয়াছে; ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য; ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

ঐশ্বর্য্য সাধারণতঃ মধুর বা আস্বাদনযোগ্য হয় না। কারণ, ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব, রূঢ়তা প্রভৃতি জড়িত থাকায় প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আস্বাদকের পক্ষে আস্বাদন-যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়; প্রেমরসের নির্য্যাস-স্বরূপ সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তাহাতে অর্জ্জুনের সখ্যরস শুষ্ক হইয়া গেল, সখ্য ত্যাগ করিয়া গৌরব-বুদ্ধিতে, পরমেশ্বর-জ্ঞানে তিনি করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া পূর্ব্বকৃত সখ্যমূলক কার্য্যাদির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া দেবকী-বসুদেব তাঁহাদের নবজাত শিশুর স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাৎসল্য অন্তর্হিত হইল; কংসবধের পরে কৃষ্ণ-বলরাম যখন দেবকী-বসুদেবকে দণ্ডবৎ করিলেন, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ভয় হইল; পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিতেছেন!! বাৎসল্য আর সেখানে টিকিতে পারিল না। রুক্মিণীকে পরিহাস করিবার জন্য দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরমাত্মত্ব, নির্ব্বিকারত্ব ও নির্ম্মমত্ব খ্যাপন করিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া রুক্মিণী ভয়ে ব্যাকুল হইলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বিবর্ণা ও কৃশা হইয়া গেলেন, তাঁহার হাত হইতে বলয়-কঙ্কণ খসিয়া পড়িল, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, তাঁহার মধুর কান্তাপ্রেম দূরে সরিয়া পড়িল। সুতরাং দ্বারকার ঐশ্বর্য্য মধুর বা আস্বাদ্য নহে। কিন্তু ব্রজে ইহার বিপরীত; ব্রজে পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য্য আছে, ঐশ্বর্য্যের বিকাশ অন্য ধাম অপেক্ষা ব্রজে অনেক বেশী; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব-বুদ্ধি বা রূঢ়তাদি মিশ্রিত নাই; এজন্য ব্রজের ঐশ্বর্য্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না; বরং প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া, ভাবের পুষ্টিই সাধিত করে, তাতে আস্বাদনযোগ্যতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য। অঘাসুর-বকাসুর-বধ, দাবানল-ভক্ষণাদি লীলায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহাদের সখ্যভাব বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই; তাঁহারা স্কন্ধারোহণাদি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধৃষ্টতা-জনিত অপরাধ-খণ্ডনের জন্য এক দিনও শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়ার লোভও তাঁহারা বিসর্জ্জন দেন নাই—এমন কি, ঐ সব যে তাঁহাদের সখা—নন্দ-মহারাজের ছেলে গোপালের শক্তিতে হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই; তাঁহারা ভাবিয়াছেন—শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহেই, অথবা অন্য কোনও অচিন্ত্য ও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই তাঁহারাও তাঁহাদের প্রাণ-কানাই নানাবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। শঙ্খচূড়বধ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তাভাব সঙ্কুচিত হয় নাই—অসুর-সংহারাদি লীলাদর্শন করিয়াও কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্‌ভাব স্ফুরিত হয় নাই; বরং ঐ সব লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব ভাব-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের মধ্যে কাহারও মনেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান উন্মেষিত হয় নাই; সুতরাং কাহারও ভাব এবং প্রীতি সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং পরিপুষ্টি লাভই করিয়াছে। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের বিশেষত্ব, ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য। ব্রজের ঐশ্বর্য্যের প্রত্যেক অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত, প্রত্যেক অণু-পরমাণু মাধুর্য্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। অম্ল স্বতঃ আস্বাদ্য নহে; কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট যোগ হইলে যেমন অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় স্বাদুতা লাভ করে, ব্রজের ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ।

লীলামাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধুরতা বা আস্বাদ্যতা। ব্রজলীলার মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা দর্শন করিবার জন্য গন্ধর্ব্বগণ এবং দেবতাগণও লালায়িত (যং মন্যেরন্ নভস্তাবদিত্যাদি, ততোদুন্দুভয়োর্নেদুরিত্যাদি; শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৩৩।৩-৪।); নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।১৬।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা স্মরণ করিয়া মথুরা-নাগরীগণ গোপীদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন; (পুণ্যা বত ব্রজভুবো ইত্যাদি; দোহনেঽবহননে ইত্যাদি; প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত ইত্যাদি; শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৪৪।১৩—১৬)। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণও ব্রজের রাসাদিলীলার এবং তত্তল্লীলা-পরিকরদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন (বৃহদ্ভাগবত ১।৭।৭০-৭২); এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান-কালেও তাঁহার ব্রজলীলার কথা শয়নে স্বপনে-জাগরণে চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেন (বৃহদ্ভাগবত ১।৬।৩৯,৪০,৪১,৪৩); স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন, ব্রজলীলার মত মধুর লীলা তাঁহার অন্য কোনও ধামে নাই, "বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। করিমু সে সব লীলা যাতে মোর চমৎকার। ১।৪।২৫॥" এই লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজগোপীগণ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেহ, গেহ, আত্মীয়, স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন (যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১॥)। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নানাবিধ মনোহারিণী লীলা থাকিলেও ব্রজের রাসাদিলীলার এত মাধুর্য্য যে, তাহার স্মরণে তিনি নিজেই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ। ল, ভা, কৃ, ৫৩১॥" **বেণুমাধুর্য্য**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৭০ ত্রিপদীতে "বেণুধ্বনি"-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২১শ ও ৩৫শ অধ্যায়ে বেণুমাধুর্য্যের গুণকীর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

রূপমাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময়; "যেরূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। ২।২১।৮৪,৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া পতিব্রতা-শিরোমণিগণ পর্য্যন্তও আর্য্যপথ হইতে বিচলিত হইয়াছেন, পশুপক্ষী-তরুলতা পর্য্যন্ত সাত্ত্বিকভাব ধারণ করিয়াছে; (কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত ইত্যাদি; ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং ইত্যাদি; শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।২৯।৪০)। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ঐ রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতালাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬॥)।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের "গোপ্যস্তপঃ কিমাচরন্

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইত্যাদি ১০।৪৪।১৪,", "যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-ভ্রাজৎকপোলসুভগম্ ইত্যাদি ৯।২৪।৬৫," "অটতি যদ্ভবানহ্নিকাননং ইত্যাদি ১০।৩১।১৫," "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং ইত্যাদি ১০।২৯।৩৯॥"শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের "সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গ ইত্যাদি ৮।৩", "নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ ইত্যাদি ৮।৪," "হরিন্মণি-কবাটিকা ইত্যাদি ৮।৭"-বহু শ্লোকে ও অন্যান্য গ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত নিজের রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন, এবং তাহা আস্বাদনের জন্য প্রলুব্ধ হয়েন। "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে। ২।২১।৮৬॥", "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল। ১।৪।১২৮॥"

মাধুর্য্য ভগবত্তাসার—ভগবত্তার সার বা প্রাণই মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য নহে। আধিপত্য, অন্যের বশীকরণ-যোগ্যতা, করুণা প্রভৃতি দ্বারাই ভগবত্তা সূচিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই শক্তি বেশী। ঐশ্বর্য্যমূলক ক্ষমতাদি দ্বারাও অন্যের উপর আধিপত্য করা চলে, অন্যে ঐ আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতেও বাধ্য হয়; কিন্তু ঐশ্বর্য্য লোকের দেহের উপরই আধিপত্য করিতে সমর্থ, সকল সময়ে মনের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য আংশিক; কিন্তু মাধুর্য্যের আধিপত্য পূর্ণ; দেহের ও মনের—উভয়ের উপরই মাধুর্য্যের পূর্ণ আধিপত্য। করুণা ও মাধুর্য্য দেহ ও মন উভয়কেই বশীভূত করিতে পারে। মাধুর্য্যের এমনি শক্তি যে, জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মাধুর্য্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে এবং এই আত্মসমর্পণে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। ঐশ্বর্য্যের এই মহিমা থাকিতে পারে না; ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি ও সঙ্কোচ আছে, মাধুর্য্যে ভীতি নাই, আছে স্বতঃসিদ্ধ মমতাধিক্য; সঙ্কোচ নাই, আছে উন্মুক্ত প্রাণের আনন্দ-লহরী। তাই জীব মাধুর্য্যের আধিপত্য ও বশ্যতা সানন্দ ও নিঃশঙ্ক চিত্তে শিরোধার্য্য করিয়া ধন্য হইতে বাসনা করে। আবার মাধুর্য্যের এমনি শক্তি যে, ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য শিরোধার্য্য করিয়া থাকে, মাধুর্য্যের সাক্ষাতে, ঐশ্বর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া দূরে পলায়ন করে। দামবন্ধন-লীলায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রতাপে প্রতিবারেই দুই-অঙ্গুলি রজ্জু কম হইতে লাগিল; যশোদা-মাতা কোনও মতেই আর গোপালকে বাঁধিতে পারিতেছেন না। পরে মায়ের শ্রান্তি ও ক্লান্তি দেখিয়া গোপালের মনে যখন দুঃখ ও আক্ষেপের সঞ্চার হইল, তন্মুহূর্ত্তেই মাধুর্য্য (করুণা)-শক্তির আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য দূরে—বহুদূরে—পলায়ন করিল; তন্মুহূর্ত্তেই মায়ের হাতে গোপাল বাঁধা পড়িলেন। আবার কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ (ঐশ্বর্য্যাত্মক) চতুর্ভুজ হইয়া যখন শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে রহস্য করিতে কৌতুহলী হইয়াছিলেন, তখন শত চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও মহাভাব-স্বরূপিণী শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার সাক্ষাতে নিজের চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্বিভুজ হইয়া গেলেন; মাধুর্য্যের সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না। অপার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের বশীভূত; দামবন্ধনাদি-লীলা, কি রাই-রাজা-আদি লীলা, কিম্বা, "বাচা সূচিত-শর্ব্বরী। ভ, র, সি, ২।১।২২৪।" ইত্যাদি, "কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাদিত্যাদি॥ গো, লী, ৮।৭৭॥" "অপরিকলিত-পূর্ব্বঃ॥ ললিত মা॥ ৮।৩২॥" ইত্যাদি, "ন পারয়েহহং॥ শ্রীভা, ১০।৩২।২২॥" ইত্যাদি শ্লোকই ইহার প্রমাণ।

বিষয়টীর একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস বা অভিব্যক্তি-বিশেষ। "ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস॥" এবং "চিচ্ছক্তি-সম্পত্তের ষড়ৈশ্বর্য্য নাম॥ ২।২১।৭৯॥" পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি তাঁহাতে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিরাজিত; সুতরাং চিচ্ছক্তির বিলাস ঐশ্বর্য্যও তাঁহাতে নিত্য বিরাজিত। যে স্থলে সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ, ব্রহ্মত্বের বা ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ, সে-স্থলে ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবার, শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ। আনন্দ স্বতঃই মধুর। চিচ্ছক্তির প্রভাবেই মধুর আনন্দ আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়-রসরূপে অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত; সুতরাং রস-স্বরূপ ব্রহ্ম পরম-মধুর। আবার চিচ্ছক্তির প্রভাবেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া অপূর্ব্ব চমৎকারিত্বময় আস্বাদ্যত্ব ধারণ করে, মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। আনন্দরূপে ব্রহ্মের মাধুর্য্য যখন তাঁহার স্বরূপগত—সুতরাং নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য এবং যে চিচ্ছক্তির প্রভাবে সেই মাধুর্য্য পরম-আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, সেই চিচ্ছক্তিও যখন তাঁহার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিত্য বিরাজিত, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার মাধুর্য্যও তাঁহাতে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে নিত্য বিরাজিত। যেস্থলে সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশে ব্রহ্মত্বের বা ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ, সে-স্থলে মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ।

এইরূপে দেখা গেল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে—পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশ্বর্য্য এবং পূর্ণতম বিকাশময় মাধুর্য্য, এই দু'য়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য? কাহার প্রভাব বেশী?

এই প্রভাব বা প্রাধান্য নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে—কে কাহার আনুগত্য করে? কে কাহার সেবা করে? যদি দেখা যায়, মাধুর্য্যই ঐশ্বর্য্যের আনুগত্য করে—সেবা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐশ্বর্য্যের প্রভাবই বেশী। আর যদি দেখা যায়, ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যের আনুগত্য করে—সেবা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী। ব্রজলীলা-দ্বারাই ইহার বিচার করিতে হইবে; যেহেতু, ব্রজলীলাতেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এতদুভয়ের পূর্ণতম বিকাশ, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধমাধুর্য্য-রস অস্বাদন করেন; তাহাতেই তাঁহার রসিক-শেখরত্বের পরাকাষ্ঠা। নিবিড়ভাবে রস আস্বাদন করিতে হইলে, যাঁহারা রসের পাত্র, সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়; নতুবা রস আস্বাদন সম্ভব নয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের রস আস্বাদন করেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারি ভাবের পরিকরগণই এই চারি রসের আধার; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাসই আস্বাদন করেন এবং এই চারিভাবের পরিকরদের নিকটেই তাঁহার বশ্যতা। এই বশ্যতা হইতেছে একমাত্র প্রেমবশ্যতা। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥ শ্রুতিঃ॥" প্রেমবশ্যতা বলিয়া ইহা পীড়াদায়ক নয়, পরন্তু পরম লোভনীয়, পরম আনন্দ-দায়ক। পরিকরদের প্রেমের গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে এই বশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে; ব্রজের সকল রকমের বশ্যতাই নিবিড়; বশ্যতার তারতম্য হইতেছে কেবল নিবিড়তার তারতম্য। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান—অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তার, পূর্ণতার, সর্ব্বজ্ঞত্বের জ্ঞান—অক্ষুণ্ণ থাকিলে বশ্যতা সম্ভব নয়। পরিকরদের নিকটে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমবশ্যতাই সূচিত করিতেছে যে, তাঁহার নিজের ঈশ্বরত্বের কথা তিনি ভুলিয়া আছেন। কোনও জিনিসকে যদি কেহ ভুলিয়া যান, তাহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, সেই জিনিসটীর অস্তিত্বই লোপ পাইয়াছে; অস্তিত্বের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—ইহাই বুঝায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহার ঈশ্বত্বের বা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তিনি যে ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের এই অনুভূতিটুকু নাই; তিনি নিজেকে নর বলিয়া মনে করেন; এজন্যই তাঁহার লীলাকে নরলীলা বলে। তিনি যে ঈশ্বর, তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণের মধ্যেও এই জ্ঞানটুকু জাগ্রত নাই; থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবা সম্ভব হইত না। নিজেদের সম্বন্ধে তাঁহাদের যেমন নর-অভিমান, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাঁহাদের নর-অভিমান; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিজেদেরই একজন মনে করেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না।

প্রশ্ন হইতেছে—সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞানকে কে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে? পারে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম বা ভক্তি; যেহেতু, "ভক্তিরেব ভূয়সী।" শ্রীকৃষ্ণকে নিবিড়ভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই ভক্তিরূপা বা প্রেমরূপা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ইহা করিয়া থাকেন। প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণ নিজেদের এবং পরস্পরের স্বরূপের কথা ভুলিয়া আছেন। তাঁহাদের এই প্রেম-মুগ্ধত্বই রস-আস্বাদনের মূল হেতু। হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই প্রেম পরম মধুর। প্রেম-মাধুর্য্যরূপ মহাবারিধিতে সম্যক্ রূপে নিমজ্জিত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এই মাধুর্য্যের সমুদ্রে যেন আত্মগোপন করিয়া আছে। একটী বোল্‌তা গাঢ় চিনির রসে নিমজ্জিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গই চিনির রসে আবৃত হইয়া যায়, তাহার হুলটীও যেমন গাঢ় চিনির রসে জড়াইয়া গিয়া হুল-ফুটানের শক্তি হারাইয়া ফেলে; তদ্রূপ, মাধুর্য্য-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া মধুর হইয়া উঠে এবং তাহার ত্রাস-সঙ্কোচাদি জন্মাইবার স্বাভাবিক শক্তিকেও যেন হারাইয়া ফেলে। তাই, ব্রজের ঐশ্বর্য্যও পরম-মধুর এবং তাহা কাহারও প্রীতিকে সঙ্কোচিত করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্যের এই অবস্থা আনয়ন করে মাধুর্য্য; তাই, এস্থলে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই বেশী প্রভাব সূচিত হইতেছে।

তিনি যে ঈশ্বর, ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাহা মনে করেন না; সুতরাং তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য আছে, ইহাও তিনি মনে করেন না; অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে তিনি অঙ্গীকার করেন না। তিনি অঙ্গীকার না করিলেই যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য লোপ পাইয়া যাইবে, তাহা নয়; কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বরূপগত—অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য। তাঁহার ঐশ্বর্য্য যখন নিত্য-অবিচ্ছেদ্য, তখন এই ঐশ্বর্য্য তাঁহার সেবা করিবেই; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস; চিচ্ছক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই হইল শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কিন্তু তিনি যখন ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকার করেন না, তখন ঐশ্বর্য্য কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে টের না পায়েন, এই ভাবে সেবা করেন। ব্রজের ঐশ্বর্য্য হইতেছে অনেকটা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতিগত-প্রাণা পত্নীর তুল্য। পত্নীকে পতি ত্যাগ করিয়াছেন, পতি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না; তাঁহার কোনওরূপ সেবা অঙ্গীকার করিবেন না; কিন্তু পতিগত-প্রাণা পত্নীও পতির সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না; তাই তিনি সময় বুঝিয়া পতির অজ্ঞাতসারে সেবা করিয়া থাকেন; পতিও সেবা গ্রহণ করেন; কিন্তু বুঝিতে পারেন না—এই সেবা তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নীর কৃত। ব্রজের ঐশ্বর্য্যও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন না যে, ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তির সেবা। ঐশ্বর্য্য ব্রজে এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন—সাধারণতঃ মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া, মাধুর্য্যের অন্তরালে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়া।

শারদীয়-মহারাসে প্রত্যেক গোপীরই ইচ্ছা হইল শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া সেবা করার নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণেরও ইচ্ছা হইল প্রত্যেক গোপীর সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধানের নিমিত্ত। এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণরূপ আবির্ভূত করিলেন—ঐশ্বর্য্যের চরম বিকাশ; ইহাদ্বারা ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া রসের পুষ্টি-বিধান করিলেন, মাধুর্য্যের সেবা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া তাঁহার সঙ্গসুখে প্রত্যেক গোপীই এমনই তন্ময় হইয়া রহিলেন যে, অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের অবকাশই তাঁহার ছিল না; শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং এক এক গোপীর পার্শ্বেই যে এক এক শ্রীকৃষ্ণ, ইহা তাঁহাদের কেহই জানিতে পারিলেন না; ঐশ্বর্য্যের বিকাশ কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। এস্থলেই ঐশ্বর্য্যের আত্মগোপনতা। মাধুর্য্য-রসে নিমজ্জিত হওয়াতেই কেহ ঐশ্বর্য্যকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। মাধুর্য্যের অন্তরালেই ঐশ্বর্য্য আত্মগোপন করিয়াছেন।

বসন্ত-রাসেও এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লীলাশক্তির প্রেরণায় শ্রীরাধা এক গোপীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে; আর এক গোপীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও তিনি দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে; মনে করিলেন—পূর্ব্ব-গোপীর নিকট হইতেই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহার নিজের নিকটেও যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, এই অনুসন্ধান শ্রীরাধার নাই। প্রত্যেক গোপীর নিকটেই যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, এই অনুসন্ধানও তাঁহার নাই। ঐশ্বর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরাধা ঐশ্বর্য্যকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। এস্থলেও মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি মাধুর্য্যের সেবা করিয়াছেন।

আর এক সময়ে শ্রীরাধাকে একাকিনী নিভৃত নিকুঞ্জে পাওয়ার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, গিয়া এক নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য গোপসুন্দরীগণ বহির্গত হইলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে শ্রীরাধা তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন না। কতক্ষণ পরে নিভৃত নিকুঞ্জ হইতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—গোপসুন্দরীগণ তাঁহার দিকে আসিতেছেন এবং ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন —গোপসুন্দরীগণ যদি এই কুঞ্জে আসিয়া তাঁহাকে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা কুঞ্জেই থাকিয়া যাইবেন, একাকিনী শ্রীরাধাকে পাওয়ার বাসনা পূর্ণ হইবে না। তাই তিনি ভাবিলেন—কিরূপে গোপীগণকে অন্যত্র পাঠান যায়। ভাবিলেন—"যদি আমার চারিটা হাত হইত, তাহা হইলে গোপীগণ আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেন; কারণ, আমিই যে চতুর্ভুজ হইয়াছি, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না।" এই ইচ্ছাটুকুর ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্য-শক্তি তাঁহাকে চতুর্ভুজ করিয়া দিলেন। নিজের চারিটী হাত দেখিয়া গোপীগণ অন্যত্র চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতই উৎসুক হইয়া উঠিলেন যে, কিরূপে তাঁহার চারিটী হাত হইল, সে সম্বন্ধে তিনি আর কোনও অনুসন্ধানই করিলেন না। যাহা হউক, গোপীগণ আসিয়া দেখিলেন—ইনি তো কৃষ্ণ নহেন; ইনি যে আপন শ্রীবিগ্রহে নারায়ণ। তাঁহারা নারায়ণের স্তুতি-নতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। এস্থলেও ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণরূপ সেবা করিয়া রসপুষ্টির আনুকূল্য করিলেন; অথচ ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না। যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপেই একাকী কুঞ্জ-মধ্যে বসিয়া আছেন। কতক্ষণ পরে দেখিলেন—একাকিনী শ্রীরাধা আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মনে এবার কৌতুকের বাসনা জাগিল। "আমার চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া শ্রীরাধা কি করিবেন?" শ্রীরাধা কুঞ্জের দিকে আসিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের আগন্তুক দুইটি হাতও যেন অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ খুব ইচ্ছা করিতেছেন—হাত দুইটি যেন থাকে। কিন্তু শ্রীরাধা যখন কুঞ্জের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন হাত দুইটী অন্তর্হিত হইয়া গেল, শ্রীরাধা দেখিলেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ নন্দ-নন্দন একাকী বসিয়া আছেন। এস্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি মাধুর্য্যের সেবা করিলেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিভৃত-নিকুঞ্জ-মিলন-রসের পুষ্টি বিধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য সে স্থানে আত্মপ্রকট করিলেন না, করিলে মাধুর্য্যের পুষ্টি হইত না, সেবা হইত না, শ্রীরাধাও গোপীদিগের ন্যায় চতুর্ভুজের স্তুতি-নতি করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি—মাধুর্য্যের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত—নিজেকে অপসারিত করিলেন, ইহাতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়—মাধুর্য্যের সেবাই ঐশ্বর্য্যের একমাত্র কাম্য।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, ঐশ্বয্যশক্তি আত্মগোপন করিয়াই মাধুর্য্যের সেবা করিয়াছেন। আবার, ব্রজের কোনও কোনও লীলাতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, ঐশ্বর্য্যশক্তি সর্ব্বতোভাবে আত্মগোপন করেন নাই। যেমন, মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায়। যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাদি দর্শন করিয়া মনে করিলেন—"ইহা বুঝি আমার এই বালকেরই কোনও এক স্বাভাবিক অচিন্ত্য ঐশ্বয্য। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিকঃ আত্মযোগঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।৪০॥" তিনি আরও মনে করিলেন—"হায়, আমি যশোদানাম্নী গোপী, আমার পতি এই নন্দ—ইনি ব্রজেশ্বর, আমি ইঁহার অখিল-বিত্তসম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী সতী জায়া, এই কৃষ্ণ আমার সন্তান, এই সকল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপ, গোপী এবং গোধন আমার—এই প্রকার আমার কুমতি যাঁহার মায়া হইতে জন্মিয়াছে, সেই ভগবান্ আমার গতি হউক। অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী। গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ গোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।৪২॥" কিন্তু যশোদামাতার এই জ্ঞান ছিল ক্ষণিক। এইরূপ জ্ঞান জন্মিবামাত্রই আবার তিনি এসমস্ত বিভূতির কথা ভুলিয়া গেলেন, প্রবৃদ্ধ-স্নেহভরে তিনি গোপালকে পূর্ব্ববৎ স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। "সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্। প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্ যথা পুরা॥ শ্রীভা, ১০।৮.৪৩॥" ঐশ্বর্য্যশক্তি যে প্রথমে যশোদামাতার নিকটে আত্মপ্রকট করিলেন, তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান জন্মাইলেন, তাহারও হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে মাটী খাইয়াছিলেন, তাহা সত্য এবং তাঁহার মুখে যে মাটী ছিল, তাহাও সত্য; কিন্তু মা যেন তাঁহার মুখে মাটী না দেখেন, ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিভূতি প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান জন্মাইয়া মুখে মাটীর অনুসন্ধানের চেষ্টা হইতে মায়ের মনকে অন্যদিকে সরাইয়া দিলেন। এ সমস্ত করিলেন শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, স্বীয় মুখে বিভূতি প্রকাশের কথা শ্রীকৃষ্ণ জানেন নাই। মুখে মাটী দেখিলে মা শাসন করিবেন, এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন (এস্থলেই তাঁহার মাধুর্য্যসমুদ্রে নিমগ্নতা); ঐশ্বর্য্যশক্তি মায়ের শাসন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন, তাঁহার যশোদাস্তনন্ধয়ত্বের ভাব রক্ষা করিলেন; সুতরাং ঐশ্বর্য্যশক্তি এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধত্বকে রক্ষা করিয়া মাধুর্য্যেরই সেবা করিলেন। কিন্তু তাহাতে যশোদামাতার প্রেমমুগ্ধত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছিল; তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান জাগ্রত থাকিলে তিনি আর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্তন্য-লোলুপ সন্তান বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে স্তনপান করাইবার জন্যও উৎকণ্ঠিত হইবেন না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যশোদামাতার বাৎসল্য-রসের আস্বাদনও সম্ভব হইবে না; ইহা ভাবিয়া—বাৎসল্য-প্রীতি আত্মপ্রকট করিলেন। যখনই বাৎসল্য-প্রীতি আত্মপ্রকট করিলেন, তখনই ঐশ্বর্য্যশক্তি অন্তর্হিত হইলেন। ইহাদ্বারাও ঐশ্বর্য্যশক্তির পক্ষে মাধুর্য্যের সেবাই সূচিত হইতেছে এবং বাৎসল্য-প্রীতির আবির্ভাবেই ঐশ্বর্য্যশক্তির অন্তর্ধান হওয়াতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐশ্বর্য্যই অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যায়—ঐশ্বর্য্যশক্তি যশোদামাতার (পরিকর ভক্তের) নিকটেই আত্মপ্রকট করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণের নিকটে নহে। দাবানল-ভক্ষণাদি লীলাতে আবার মনে হয়, ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই আত্মপ্রকটন করিয়া তাঁহাদ্বারা দাবানল ভক্ষণ করাইয়াছেন; কৃষ্ণ-সখারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে চক্ষু বুজিয়া ছিলেন বলিয়া তাহা দেখেন নাই। এস্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি দাবানল হইতে ভীত সখাদের রক্ষার নিমিত্ত বন্ধুবৎসল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়াছেন।

এইরূপে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে—ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়াছেন—কখনও বা আত্মগোপন করিয়া, কখনও বা আত্ম প্রকটন করিয়া। কিন্তু কখনও মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের সেবা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই যে প্রাধান্য, মাধুর্য্যেরই যে প্রভাব বেশী, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রজে-ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রভাব বেশী—ইহা না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু বৈকুণ্ঠে তো ঐশ্বর্য্যেরই প্রভাব বেশী; সুতরাং কেবল প্রভাবের আধিক্যদ্বারাই যদি ভগবত্তার সার নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, ঐশ্বর্য্য যে ভগবত্তার সার নহে, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—রসবৈচিত্রী সম্পাদনার্থ বিভিন্ন ভগবদ্ধামে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের বিভিন্ন বৈচিত্রীর প্রকাশ। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যেরই সমধিক প্রকাশ, মাধুর্য্যের প্রকাশ কম; সুতরাং বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যের প্রভাবাধিক্যদ্বারা ভগবত্তার সার নির্ণয় করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না। যে স্থলে ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিকাশ, সেস্থলে যাহার প্রাধান্য সর্ব্বাতিশায়ী, তাহার একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে। আরও একটী কথা। বৈকুণ্ঠে যতটুকু মাধুর্য্য বিকশিত আছে, তত্রত্য ভগবৎ-স্বরূপের রূপ-গুণ-লীলাদিতেই তাহার আভিব্যক্তি; মাধুর্য্যের এই অভিব্যক্তিকে তত্রত্য সমধিক-বিকাশময় ঐশ্বর্য্যও ক্ষুণ্ণ বা অপসারিত করিতে পারেন না; যদি পারিতেন, তাহা হইলে তত্রত্য লীলাই সম্ভব হইত না। লীলাতেই ভগবান্ নিজেও রস আস্বাদন করেন, তাঁহার পরিকরগণকেও রস আস্বাদন করান, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই রসাস্বাদিকা লীল আছে। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলাতে রস-বিকাশের তারতম্য থাকিলেও রসের বিকাশ আছেই; মাধুর্য্য না থাকিলে রস-বিকাশ সম্ভব নয়। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য থাকিলেও রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যকে তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না; এই মাধুর্য্যের অনুভবকেও অপসারিত করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রজে মাধুর্য্যের প্রভাবে ঐশ্বর্য্যের অনুভবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রজে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্য্য যে প্রভাব বিস্তার করে, বৈকুণ্ঠে অল্পপরিমাণে বিকশিত মাধুর্য্যের উপরেও তত্রত্য সমধিক ঐশ্বর্য্য সেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। অধিকন্তু ব্রজে ঐশ্বর্য্য যে ভাবে মাধুর্য্যের সেবা করেন, বৈকুণ্ঠাদি ধামে মাধুর্য্য কখনও সে ভাবে ঐশ্বর্য্যের সেবা করেন না। ইহাতে মাধুর্য্যের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

নিজের স্বরূপ রক্ষার জন্য কোনও বস্তুর পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, যাহা তাহার স্বরূপগত, তাহাই হইল সেই বস্তুর সার—যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি। ভগবান্ হইলেন আনন্দস্বরূপ, রস-স্বরূপ—আনন্দ বা রসই তাঁহার স্বরূপ; এই আনন্দকে—রসকে—বাদ দিলে তাঁহাতে আর কিছুই থাকেনা। সুতরাং আনন্দ বা রসই হইল ভগবত্তার সার—অপরিহার্য্য বস্তু। কিন্তু আনন্দ বা রসও যাহা, মাধুর্য্যও তাহাই। সুতরাং মাধুর্য্যই হইল ভগবত্তার সার।

রস-স্বরূপ ভগবান্ রস আস্বাদন করেন এবং পরিকর-ভক্তদিগকেও রস আস্বাদন করান; ইহাতেই তাঁহার রস-স্বরূপত্ব। তিনি আস্বাদন করেন ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস—যাহা লীলাতে উৎসারিত হয়। সুতরাং রস আস্বাদনের পক্ষে—সুতরাং ভগবানের রস-স্বরূপত্বের পক্ষেও—মাধুর্য্য হইল অপরিহার্য্য। ঐশ্বর্য্যও অপরিহার্য্য বটে; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের অপরিহার্য্যতা হইতেছে গৌণ, মাধুর্য্যের পুষ্টির জন্যই সময়বিশেষে ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন হয়; সুতরাং প্রধান বা মুখ্য অপরিহার্য্য বস্তু হইল মাধুর্য্য। তাই মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার।

ঐশ্বর্য্যের বিকাশ ব্যতীতও কেবল মাধুর্য্যের বিকাশে লীলারসের আস্বাদন সম্ভব হয়; কিন্তু মাধুর্য্যের বিকাশ ব্যতীত কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যের বিকাশে লীলা সম্ভব হইলেও সেই লীলাতে আস্বাদ্য রস উৎসারিত হইতে পারে না—সুতরাং সেই লীলাতে রস-স্বরূপত্বের বিকাশও সম্ভব নয়; সুতরাং ঐশ্বর্য্যকে ভগবত্তার (রস-স্বরূপত্বের) সার বলা যায় না। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের স্বরূপের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই এই যুক্তির অবতারণা করা হইল; বস্তুতঃ মাধুর্য্যহীন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নাই; অল্প হইলেও মাধুর্য্যের বিকাশ আছেই। আবার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্যহীন মাধুর্য্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়; শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য নাই; কিন্তু আনন্দস্বরূপ বলিয়া মাধুর্য্য তাঁহাতে আছে; তাঁহাতে রসত্বের ন্যূনতম বিকাশ।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকল স্বরূপই যখন সচ্চিদানন্দ, আনন্দ (সুতরাং মাধুর্য্য) যখন সকল স্বরূপেই বিদ্যমান, আনন্দ ব্যতীত যখন কোনও স্বরূপেরই সচ্চিদানন্দত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন আনন্দ বা মাধুর্য্যই যে ব্রহ্মের বা ভগবত্তার সার, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ব্রজে কৈল পরচার—ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য, তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাতেই পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। **তাহা**—ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য তাহা। **শুক**—শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা-শুকদেব গোস্বামী। **স্থানে স্থানে ভাগবতে**—শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্বিধ মাধুর্য্যের কথা এবং ঐ মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। দামবন্ধন, মৃদ্‌ভক্ষণ, ব্রহ্মার মোহ অপনোদন প্রভৃতিতে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য; বস্ত্রহরণ ও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাসলীলাদিতে লীলামাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন। **যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ**—ঐ সমস্ত মধুর লীলার এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি মোহিনী শক্তি যে, তাহা দর্শন করা দূরে থাকুক, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিলেও ভক্তগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া যায় এবং ঐ লীলারস-আস্বাদনের এবং যথাযোগ্যভাবে সেই লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; "ধন জন পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর" সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঐ লীলার সেবাতেই মন প্রাণ ঢালিয়া দেয়। মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ।

শ্রীশুকদেবের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্য। মহারাজ পরীক্ষিতের বাসনা-পূরণ হইতেছে শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রকট উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহার আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। মৃগয়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত্ত পরীক্ষিৎ স্বজন-চ্যুত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে যাইয়া ঋষির নিকটে পানীয় জল যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু ঋষি ছিলেন তখন নিবিড় ধ্যানে নিমগ্ন: পরীক্ষিতের কথা শুনিতে পাইলেন না; পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করিয়াও জল না পাইয়া পরীক্ষিৎ রুষ্ট হইয়া ঋষির গলায় একটী মৃত সর্প ঝুলাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে ঋষির পুত্র সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতার গলে মৃত সর্প দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং যে ব্যক্তি এই ভাবে পিতার অমর্য্যাদা করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত দিলেন—সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক-দংশনে তাহার মৃত্যু হইবে। ঠিক এই সময়ে শমীকের ধ্যান অন্তর্হিত হইল। অভিসম্পাতের কথা জানিয়া শমীক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎই তাঁহার গলায় মৃত সর্প দিয়াছেন, তখন পরীক্ষিতের নিকটে অভিসম্পাতের সংবাদ পাঠাইলেন—যেন তিনি প্রস্তুত হইতে পারেন। পরীক্ষিৎ তখন রাজত্ব ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রায়োপবেশন-রত হইলেন। ভগবৎ-প্রেরণায় রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণও সেস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকটে সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়—বিশেষতঃ মুমূর্ষুর-পরমকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। পরে যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীশুকদেব আসিয়া সেই সভায় উপনীত হইলেন। তাঁহারও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকটেও উল্লিখিত ভাবে জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণই সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়—বিশেষতঃ মুমূর্ষুর—পরম কর্ত্তব্য।

ইহাই শুকদেব কর্ত্তৃক ভগবৎ-কথা বর্ণনের প্রকট উদ্দেশ্য। গূঢ় উদ্দেশ্যটী নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এমন সব মনোহারিণী লীলা করিলেন, যাহাদের কথা শুনিয়া জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।৩৬॥" "ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ ১।৪।৩০॥" কিন্তু কৃষ্ণ ব্রজে যে লীলা করিয়াছেন, বাহিরের লোক তাহা সাধারণতঃ জানিতে পারে নাই; ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত লীলার কথা ব্রজসুন্দরীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর ব্রজবাসীরাও জানিতেন না; অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখাগণ কিছু কিছু জানিতেন; তাঁহারাও তাহা প্রকাশ করিতেন না। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা সাধারণ লোক কিরূপে জানিবে? জানিয়া কিরূপেই বা ভগবৎ-পরায়ণ হইবে? শ্রীকৃষ্ণই সেই ব্যবস্থা করিলেন। ব্যাসদেবের দ্বারা তিনি শ্রীমদ্ভাগবত লিখাইলেন; ব্যাসদেবের নিকটে শুকদেব তাহা অধ্যয়ন করিলেন এবং রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদের সমক্ষে পরীক্ষিতের সভায় তাহা বর্ণন করিলেন। এই সকল ঋষিবর্গ এবং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরাদ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা জগতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাতেই সাধারণ লোকের পক্ষেও তাহা অবগত হওয়ার সুযোগ হইল। এই ভাবে জগতে ভগবানের লীলার কথা প্রচারই শুকদেবের দ্বারা ভাগবত-কথা প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই (অবশ্য মহারাজ পরীক্ষিৎকে

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতনের হাথে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥ ৯৩

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)—
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধন্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥ ১৯ ॥

যথারাগঃ—
তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য সার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণ-পাত,
তাহাঁ ডুবায়, না হয় উদ্গম ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের স্বচরণান্তিকে নেওয়ার জন্যও) পরীক্ষিতের দ্বারা ঋষির গলদেশে মৃতসর্প অর্পণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাতেই এ সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে। নতুবা, গর্ভাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, পরম-ভাগবত কৃষ্ণগত-প্রাণ সেই পরীক্ষিতের দ্বারা ঋষির অমর্য্যাদা সম্ভব হইতে পারে না। "এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ॥"

৯৩। **কৃষ্ণের রসে**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা। **শ্লোক পড়ে**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিম্নোদ্ধৃত "গোপ্যস্তপঃ"-ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং দৈন্যবশতঃ সেই মাধুর্য্যের আস্বাদনে স্বীয় অক্ষমতা ও ব্রজগোপীদের সৌভাগ্য অনুভব করিয়া, মথুরানাগরীদিগের উচ্চারিত কথাতেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। **গোপীভাগ্য**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতারূপ সৌভাগ্য।

মথুরানাগরী—কংসবধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করেন, তখন তাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া মথুরানাগরীগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী আস্বাদন করিতেছেন। মথুরানাগরীদের উক্তির মর্ম্ম এই:—শ্রীকৃষ্ণের এমন অপরূপ রূপ আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য ও যোগ্যতা আমাদের নাই; ব্রজগোপীরাই উহা আস্বাদন করিয়া জন্মজীবন সার্থক করিতেছে; পূর্ব্বজন্মে তাহারা নিশ্চয়ই কোনও তপস্যা করিয়াছিল, যাহার ফলে গোপীগণ এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। সেই তপস্যার কথা যদি জানিতাম, তাহা হইলে আমরাও তাহার অনুষ্ঠান করিতাম।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১৪।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

৯৪। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। তারুণ্যামৃত-পারাবারাদি দ্বারা শ্লোকের "লাবণ্যসার" শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরূপের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। **তারুণ্য**—তরুণতা, নবযৌবনোচিত মাধুর্য্যাদি। **পারাবার**—সমুদ্র। **তারুণ্যামৃত-পারাবার**—নবযৌবনোচিত মাধুর্য্যাদিরূপ যে অমৃত, সেই অমৃতের সমুদ্রস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণরূপ। সমুদ্রের জলের যেমন ইয়ত্তা নাই, শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবনচিত মাধুর্য্যাদিরও ইয়ত্তা নাই। অমৃত বলার তাৎপর্য্য এই যে, সমুদ্রে সাধারণতঃ জল—লোণাজল—থাকে, তাহা বিস্বাদ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্য-রূপ-সমুদ্র অমৃতে পরিপূর্ণ; অমৃত অতি সুস্বাদু, লোণাজলের মত বিস্বাদ নহে। অমৃতপানে জীব অমর হয়, দেহের সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, কান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করা দূরে থাকুক, যাঁহারা এই রূপ-সুধার বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারাও অমরত্ব লাভ করেন, তাঁহারাও নিত্যদেহ লাভ করিয়া নিত্যসৌন্দর্য্য, নিত্যলাবণ্য, নিত্যকান্তি, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

তরঙ্গ লাবণ্যসার—শ্রীকৃষ্ণের দেহের যে অপরূপ লাবণ্য (চাকচিক্য), তাহাই ঐ তারুণ্যামৃত-সমুদ্রের তরঙ্গ (ঢেউ)-সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণের দেহের লাবণ্য এত বেশী যে; দেখিলে মনে হয় যেন রূপের ঢেউ খেলিতেছে।

সখি হে। কোন তপ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী,　　পিবি-পিবি নেত্র ভরি,　　শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥ ধ্রু ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লাবণ্যসার—লাবণ্যের সার; ঘনীভূত লাবণ্য। **তাতে**—সেই সমুদ্রে। **আবর্ত্ত**—জলের পাক; সমুদ্রে বা নদীতে, একই স্থানে নানা দিক্ হইতে স্রোত আসিয়া যদি মিলিত হয়, তবে ঐ স্থানে জলের একটী আবর্ত্ত বা পাক উৎপন্ন হয়; সেই স্থানে জল ঘুরিতে থাকে, একটী গর্ত্তের মত হয়, ঐ গর্ত্তে জল দ্রুতবেগে নিম্নগামী হয়; এই আবর্ত্তে যদি কোনও জিনিস পতিত হয়, তাহা আর কোনও দিকেই যাইতে পারে না; অতি দ্রুতবেগে নিম্নগামী, হইয়া জলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। **ভাবোদ্গম**—ভাবের উদ্গম; মৃদুহাস্য, কটাক্ষ, ভ্রূনর্ত্তনাদিই ভাব। **আবর্ত্ত-ভাবোদ্গম**—শ্রীকৃষ্ণের মৃদুহাস্য, কটাক্ষ, ভ্রূনর্ত্তনাদি চিত্তোন্মাদকর ভাবসমূহই ঐ সমুদ্রের আবর্ত্ত (পাক)-স্বরূপ। **বংশীধ্বনি-চক্রবাত**—বংশীধ্বনিরূপ চক্রবাত; চক্রাকার বায়ুকে চক্রবাত বা ঘূর্ণীবায়ু বলে। খুব গরমের সময় এই চক্রবাতের উৎপত্তি হয়। প্রখর উত্তাপে কোনও স্থানের বায়ু হালকা হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গেলে, ঐ স্থান পূর্ণ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে বায়ু আসিতে থাকে; সেই বায়ুও আবার উত্তপ্ত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়; আবার চারিদিক্ হইতে বায়ু আসে; এইরূপে ঐ স্থানের বায়ুর একটি উর্দ্ধগামী ঘূর্ণীপাক জন্মে। সেই স্থানে তৃণকুটাদি কিছু থাকিলে ঐ ঘূর্ণায়মান বায়ুর শক্তিতে তাহা বেগে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিকে চক্রবাতের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

নারীর মন তৃণপাত—আর নারীর মনকে চক্রবাতে পতিত তৃণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। চক্রবাতের মধ্যে কোনও তৃণ পতিত হইলে তাহা যেমন আর ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে যাহাদের মন পতিত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি যে রমণীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মনও আর দেহগেহাদিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

চক্রবাতের শক্তিতে উর্দ্ধে উত্থিত তৃণখণ্ড সমুদ্রগর্ভস্থ আবর্ত্তে পতিত হইলে তাহা যেমন আর সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতে পারে না, সমুদ্রের জলেই চিরতরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিরূপ চক্রবাতের শক্তিতে যে রমণীর মনরূপ তৃণ দেহগেহাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যামৃত-সমুদ্রের হাবভাব-কটাক্ষাদিরূপ আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে, তাহার মনও আর দেহগেহাদিতে ফিরিয়া আসিতে পারে না, চিরতরেই ঐ তারুণ্যামৃত-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকে। মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি যে রমণী শুনিয়াছেন, তিনি আর তাঁহার মনকে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারেন না, দেহগেহাদির কাজে, আত্মীয় স্বজনের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন না। তাঁহার মন তখন উধাও হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ, নবযৌবনোচিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি, দেহের অনির্ব্বচনীয় ঢলঢল লাবণ্য এবং তাঁহার হাস্য, মধুর কটাক্ষ সহ ঈষদ্ ভ্রূনর্ত্তন, হাবভাবাদি দর্শন করিলে, তিনি আর কোনও প্রকারেই তাঁহার মনকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন না; মন তখন শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপসমুদ্রেই চিরতরে ডুবিয়া থাকে।

তাঁহা ডুবায়—সেই আবর্ত্তে ডুবায়। **না হয় উদ্গম**—ঐ আবর্ত্ত হইতে মনরূপ তৃণ আর উঠিতে পারে না।

এই ত্রিপদীতে "নারী" শব্দে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণকেই বুঝাইতেছে; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করার উপযোগী প্রেম অন্য রমণীর থাকিতে পারে না।

৯৫। **সখি হে!**—"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মথুরা-নাগরীগণ পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে সখি! ব্রজের গোপরমণীগণ এমন কি তপস্যা করিয়াছিল,

যে-মাধুরী-উর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহার ফলে, শ্রীকৃষ্ণের এই অপরূপ রূপ-মাধুর্য্য নেত্রদ্বারা পান (দর্শন) করিয়া তাহাদের জন্ম, তাহাদের দেহ ও তাহাদের মনকে শ্লাঘ্য করিতেছে।”

পিবিপিবি—পান করিয়া করিয়া, প্রতিক্ষণে অতৃপ্ত লালসার সহিত পান করিয়া করিয়া।

নেত্রভরি—চক্ষুরূপ ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া। “দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি” অংশের অর্থ। অত্যন্ত পিপাসিত ব্যক্তি স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সুশীতল ও সুস্বাদু জলরাশি পাইলে যেমন অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত পাত্রপূর্ণ করিয়া করিয়া পান করিতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-পিপাসু গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য সেই ভাবে নেত্র দ্বারা পান করিতে থাকেন। পার্থক্য এই যে, জলপান করিতে করিতে পিপাসা-নিবৃত্তি হইয়া যায়; কিন্তু ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-সুধাপানের দ্বারা, পানের পিপাসার নিবৃত্তি হওয়া দূরের কথা, ঐ পিপাসা বরং আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কাজেই অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা প্রতিক্ষণেই উহা পান করিতে থাকেন। ইহাই “পিবি পিবি” শব্দের ধ্বন্যর্থ। ইহার অপর ধ্বন্যর্থ এই যে, দুর হইতে দর্শনের সৌভাগ্যই এত শ্লাঘ্য, স্পর্শালিঙ্গনাদির সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব?

শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ-সুধা পান করিয়া তাঁহাদের জন্ম-তনু মন শ্লাঘ্য করিলেন।

জন্ম—জন্ম কিরূপে শ্লাঘ্য বা সার্থক করিলেন? গোপীদের জন্ম অর্থাৎ গোপীজন্ম। গোপী কাকে বলে? গুপ্‌ ধাতু হইতে গোপী; গুপ্‌ ধাতু রক্ষণে; তাহা হইলে রক্ষা করেন যে রমণী, তিনি গোপী। কি রক্ষা করেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাই যখন, তখন মুক্ত-প্রগ্রহাবৃত্তিতে অর্থ করিলে—যাহা রক্ষণীয় বস্তু, যাহা রক্ষা করিলে সমস্তই রক্ষিত হয়, রক্ষণীয় বস্তুর সেই চরম পরিণতি যে প্রেম, সেই প্রেমের চরম-বিকাশকে যে রমণী রক্ষা করেন, তিনিই গোপী। গোপ (পুরুষ) না বলিয়া গোপী (রমণী) বলিলেন কেন? গোপরমণী শ্রীকৃষ্ণকান্তাদের মধ্যেই প্রেম চরমবিকাশ লাভ করিয়াছে (কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার। ২।৮।৩৩ ॥ পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। ২।৮।৬৯) ॥ এজন্য ব্রজগোপীজন্মই প্রেমের চরম-বিকাশের স্থান। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ও আবার প্রেম; “আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। ১।৪।১২৫ ॥” যেখানে প্রেমের চরম বিকাশ, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যেরও চরম-আস্বাদন। ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াই তাঁহাদের প্রেমকে এবং গোপী-জন্মকে সার্থক করিয়াছেন।

তনু—দেহ। ব্রজগোপীগণ নিজেদের দেহ দ্বারা অসমোর্দ্ধ রূপের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাদের দেহ সার্থক করিয়াছেন: চক্ষুর্দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শন, কর্ণদ্বারা তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, রসময় মধুর বাক্যাবলী, মধুর মুরলীধ্বনি, মধুর ভূষণ-শিঞ্জিত শ্রবণ; নাসিকাদ্বারা তাঁহার মৃগমদ-নীলোৎপল-গর্ব্বখর্ব্বকারি অঙ্গগন্ধ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা তাঁহার ইতর-রাগবিস্মারণ অধরামৃত ও চর্ব্বিত তাম্বূলাদির আস্বাদন এবং ত্বক্‌দ্বারা তাঁহার বেণামূল-কর্পূর-শীতল-স্নিগ্ধদেহের স্পর্শ করিয়া ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয়েরও সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

মন—মন চায় সুখ, সুখলাভেই মনের সার্থকতা। এই সুখবাসনার পরম-সার্থকতা—শ্রীকৃষ্ণসুখ-বাসনায়, নিজের সুখ-বাসনায় নহে। ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের মনের সমস্ত বৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণসুখের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া তাঁহাদের মনের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

৯৬। অসমোর্দ্ধমিত্যাদির অর্থ করিতেছেন।

যে মাধুরী উর্দ্ধ আন ইত্যাদি—পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত স্বরূপ আছেন, তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের অপেক্ষা বেশী মাধুর্য্য তো নাইই, সমান মাধুর্য্যও নাই।

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ ৯৭
সেই ত মাধুর্য্যসার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তেঁহো মাধুর্য্যাদি-গুণখনি ॥

আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥ ৯৮
গোপীভাব দর্পণ, নবনব ক্ষণেক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাঢ়ে, মুখ নাহি মুড়ি,
নবনব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেঁহো সব অবতারি ইত্যাদি—অন্য স্বরূপের কথা দূরে থাকুক, যিনি সমস্ত অবতারের মূল (সব অবতারী,) যিনি অনন্ত বৈকুণ্ঠময় পরব্যোম-ধামের অধিপতি, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি সেই নারায়ণেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মাধুর্য্য নাই।

৯৭। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেও যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য মাধুর্য্য নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছেন। যিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা, যিনি সতত নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়া শ্রীনারায়ণের প্রেম ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, নারায়ণগতপ্রাণা বলিয়া নারায়ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না বলিয়া যিনি সমস্ত পতিব্রতা-রমণীগণেরও উপাস্যা, সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া তাহা আস্বাদনের জন্য এতই প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ঐ মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভের জন্য বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য্যাদি উপেক্ষা করিয়া, নারায়ণের মাধুর্য্যাস্বাদনে বীতস্পৃহ হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। যদি নারায়ণে শ্রীকৃষ্ণের মত মাধুর্য্য থাকিত, তবে লক্ষ্মীর এইরূপ আচরণ হইত না।

ব্রত করি—অবশ্য-কর্ত্তব্যজ্ঞানে কঠোরতার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। "ব্রত করি"-স্থলে "ব্রত ধরি"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৮। শ্লোকোক্ত "অনন্যসিদ্ধম্" এর অর্থ করিতেছেন।

সেই ত মাধুর্য্যসার—শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য, তাহাই সমস্ত মাধুর্য্যের সার। **অন্য সিদ্ধি নাহি তার**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য অনন্যসিদ্ধ; যাহা অন্য বস্তুর দ্বারা সাধিত হয় না, তাহাকে অনন্যসিদ্ধ বলে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অলঙ্কারাদি অন্য কোনও বস্তুদ্বারা উপজাত নহে, অন্য কাহারও প্রদত্তও নহে। তাঁহার মাধুর্য্য অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, তাঁহার দেহের স্বরূপগত ধর্ম্ম; সুতরাং অনন্যসিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ।

মাধুর্য্যাদি গুণখনি—খনি অর্থ আকর বা জন্মস্থান। জগতে মণিরত্নাদি যত দেখা যায়, সমস্তই যেমন আকর হইতে আনীত, যাহাদের অধিকারে ঐ মণিরত্নাদি দেখা যায়, তাহারা যেমন ঐ মণিরত্নাদির উৎপাদক নহে, তদ্রূপ প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত জগতে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি যে সমস্ত শ্লাঘ্যগুণ দেখা যায়, তৎসমস্তের আকর বা জন্মস্থানই শ্রীকৃষ্ণ।

আর সব প্রকাশে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য স্বরূপেও যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের স্বয়ংসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নহে; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের খনিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি লাভ করিয়াছেন (তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ-দত্ত গুণ **ভাসে** অর্থাৎ প্রকাশ পায়)।

যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি—যে স্বরূপে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির যেরূপ প্রকাশ, কার্য্যদ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। যেমন লক্ষ্মীর তপস্যারূপ কার্য্য দ্বারা জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নারায়ণে অল্প মাধুর্য্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ "লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন। ২।৮।১১৩ ॥"; ইহা হইতেই বুঝা যায়, লক্ষ্মীকান্ত-আদিতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কম মাধুর্য্যের প্রকাশ। "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮৯।৫৮ শ্লোকও তাহারই প্রমাণ।

৯৯। "অনুসবাভিনবং" এর অর্থ করিতেছেন। **অনুসবাভিনব** শব্দের অর্থ—প্রতিক্ষণে নিত্যনূতন।

কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি তপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ ॥ ১০০

সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ রত্নালয় ॥
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত-ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের একটী অদ্ভুত ধর্ম্ম এই যে, প্রতিক্ষণে আস্বাদিত হইলেও ইহা পুরাতন বলিয়া মনে হয় না, যখনই আস্বাদন করা যায়, তখনই মনে হয় যেন, এইমাত্র প্রথম আস্বাদন; পূর্ব্বের আস্বাদনের অস্পষ্ট ধারণা মনে জাগরিত হইলেও, পূর্ব্বে এত অধিক মধুর ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতার চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ববশতঃ প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। গোপীদিগের প্রেমও এইরূপ।

গোপীভাবদর্পণ—গোপীদিগের ভাব (প্রেম)-রূপ দর্পণ। স্বচ্ছতাবশতঃ দর্পণে যেমন সম্মুখস্থ বস্তু প্রতিফলিত হয়, গোপীদিগের প্রেমরূপ দর্পণেও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিফলিত হয়; দর্পণ যেমন নির্ম্মল থাকে, গোপীদিগের প্রেমও স্বসুখবাসনারূপ মলিনতাশূন্য, সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল। আবার দর্পণের আলোকে যেমন সম্মুখস্থ বস্তুর উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়, গোপীপ্রেমের প্রভাবেও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

নব নব ক্ষণে ক্ষণে—গোপীদিগের-প্রেমরূপ দর্পণের স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা ও মধুরতা পূর্ণ-পরিণতিযুক্ত হইলেও প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। "যদ্যপি নির্ম্মল-রাধার সৎপ্রেমদর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ২।৪।১২২॥"

অথবা, "তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য" এই অংশের যোগ করিয়াও "নব নব ক্ষণে ক্ষণে" অংশের অর্থ করা যায়। গোপীদিগের প্রেমরূপ দর্পণের আগে (তার আগে) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে বিকশিত হয়।

অথবা "দর্পণ" ও "মাধুর্য্য" উভয়ের সঙ্গে যোগ করিয়াও "নব নব ক্ষণে ক্ষণে"র অর্থ করা যায়; এই স্থানে এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। গোপীদিগের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়াও গোপীদিগের প্রেম প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; আবার বর্দ্ধিত প্রেম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়; এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া গোপীপ্রেম আবার বর্দ্ধিত হয়; এইরূপে পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতেথাকে, কেহই পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। 'আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে। মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥ ১।৪।১৩৩-৪ ॥" **দোঁহে**—গোপীভাব ও কৃষ্ণ-মাধুর্য্য। **হুড়াহুড়ি**—কে কাহা অপেক্ষা বেশী বাড়িতে পারিবে, তজ্জন্য জেদাজেদি করিয়া, যেন একে অপরকে সরাইয়া দিয়া নিজেই বাড়িবার চেষ্টা করিতেছে। **বাঢ়ে**—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। **মুখ নাহি মুড়ি**—বৃদ্ধি পাওয়ার চেষ্টায় পরাজিত হইয়া মুখ হেট করে না। **প্রাচুর্য্য**—গোপীভাব ও কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আধিক্য প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন হইতেছে।

১০০। শ্লোকোক্ত "দুরাপং" শব্দের অর্থ করিতেছেন, দুরাপং অর্থ দুর্লভ। কর্ম্ম-জপাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পাওয়া যায় না। "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। শ্রীভা, ১১।১৪।২১॥" যাঁহারা অনুরাগের সহিত রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, একমাত্র তাঁহাদের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদন সম্ভব।

রাগমার্গে—রাগানুগামার্গে। অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজপরিকরদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভাবানুকূল সেবা এবং যথাবস্থিত-দেহে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সেবাদ্বারা। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১০১। শ্লোকস্থ "একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য" ইহার অর্থ করিতেছেন। **সেই রূপ**—পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপ, যাহা মাধুর্য্যময় এবং যাহা বহুবিধ গুণসম্পন্ন। **ব্রজাশ্রয়**—ব্রজই আশ্রয় যাহার; ঐ রূপ একমাত্র ব্রজেই বিরাজিত, অন্য কোনও ধামে বা অন্য কোনও স্বরূপে তাহা নাই। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের চরমতম

শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী-মতি,
এসব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণসম নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১০২

কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ-নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ১০৩

তথাহি (ভাঃ ৯।২৪।৬৫)—
যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তৎপ্রদশনাথঃ মুখশোভামাহ। যস্যাননং দৃশিভি র্নেত্রৈঃ পিবন্ত্যো নার্য্যঃ নরাশ্চ ন ততৃপুর্নতৃপ্তাঃ। নিমিষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপি অসহমানাঃ তৎকর্ত্তুর্নিমেঃ কুপিতাশ্চ বভূবুঃ। কথম্ভূতমাননং মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারুকর্ণৌ ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ চ তৈঃ সুভগং সুবিলাসো যস্মিন্ নিত্যমুৎসবো যস্মিন্। ইতি। স্বামী। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিকাশ ; তাই এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা শিরোমণি যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮॥" আবার, কৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবেরও ক্ষোভ জন্মে (২।২০।১৫০)। বিশেষতঃ কৃষ্ণের "আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন॥" অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে এরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ নাই। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই মদন-মোহন, অন্য কোনও স্বরূপ মদন-মোহন নহেন। **ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়**—ব্রজাশ্রয় সেই রূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ ;প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। অথবা, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যময়, পরম আস্বাদ্য। ২।২১।৯২ ত্রিপদীর অন্তর্গত "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার" অংশের টীকা দ্রষ্টব্য। **দিব্যগুণগণ-রত্নালয়**—দিব্যগুণ-সমূহ-রূপ রত্নের আলয়। **দিব্য**—অপ্রাকৃত। **আলয়**—আবাসস্থান।

আনের—অন্যের, অন্য স্বরূপের। **বৈভব-সত্ত্বা**—বৈভব (মহিমা) এবং সত্ত্বা (অস্তিত্ব) অথবা, বৈভবের (মহিমার) সত্ত্বা। **কৃষ্ণদত্ত**—কৃষ্ণকর্তৃক প্রদত্ত ; অন্য ভগবৎ-স্বরূপের মহিমা, অস্তিত্ব ও ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা পাইয়াছেন। **কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়**—অন্যান্য স্বরূপাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণই সকলের অংশী এবং শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়।

১০২। **শ্রী**—সৌন্দর্য্য। **বৈশারদী মতি**—নিপুণা বুদ্ধি। **বদান্য**—দাতা।

১০৩। **নিমিষ**—চক্ষুর পলক। **বিধি**—বিধাতা, যিনি চক্ষুর পলক সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার জন্য এতই উৎকণ্ঠা যে, চক্ষুর পলকের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না ; তাই তাঁহারা চক্ষুর পলককে নিন্দা করিয়াছেন এবং পলকের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকেও নিন্দা করিয়াছেন। **ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ**—ব্রজে গোপীগণ বিধাতাকে (চক্ষুর পলক সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া) নিন্দা করিয়াছেন। **সেই সব শ্লোক**—যে সকল শ্লোকে নিমিষের এবং নিমিষের নির্ম্মাতা বিধাতার নিন্দার উল্লেখ আছে, এই সকল শ্লোক। নিম্নে এইরূপ দুইটী শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভু এই শ্লোকের অর্থ করিয়া মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

শ্লো। ২০। অন্বয়। নার্য্যঃ (নারীগণ) নরাঃ চ (এবং নরগণ) মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং (মকর-কুণ্ডল-পরিশোভিত কর্ণ ও দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয় দ্বারা সুশোভিত) সুবিলাসহাসং (বিলাসময়হাস্যশোভিত) নিত্যোৎসবং (নিত্য-উৎসবময়) যস্য (যাঁহার) আননং (বদন—মুখ) দৃশিভিঃ (দৃষ্টিদ্বারা) পিবন্ত্যঃ (পান করিয়া)

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩১।১৫)—
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদিক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ২১

যথারাগঃ—
কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ,
সার্দ্ধ চবিবশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুদিতাঃ (আনন্দিত হইয়াও) ন ততৃপুঃ (তৃপ্তিলাভ করেন নাই), নিমেঃ চ (এবং নিমিষ-নির্ম্মাতা-নিমির প্রতি) কুপিতাঃ (রুষ্ট হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। মকর-কুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত কর্ণদ্বয় এবং তদ্দ্বারা দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয়দ্বারা যাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, (হর্ষৌৎসুক্য-চাপল্যাদি) বিলাসময় হাস্য যাহাতে বিরাজিত এবং যাহা (সর্ব্বসন্তাপহারক এবং নিত্য আনন্দদায়ক বলিয়া) নিত্যই উৎসময়—শ্রীকৃষ্ণের সেই বদন নেত্রদ্বারা পান করিয়া (শ্রীরাধিকাদি) নারীগণ এবং (সুবলাদি) নরগণ আনন্দিত হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; (যেহেতু, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের বিঘ্নকারী নয়নের নিমিষকেও সহ্য করিতে না পারিয়া নিমিষ-নির্ম্মাতা) নিমির প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছেন। ২০

যাঁহারা প্রেমিক বা প্রেমিকা, যাঁহারা অনুরাগবান্ বা অনুরাগবতী—অনবরত শ্রীকৃষ্ণের বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়াও তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না, দর্শনের আশা মিটে না। চক্ষুর সাধারণ ধর্ম্মই এই যে, কতক্ষণ পর পর তাহাতে পলক পড়ে। যখন চক্ষুর পলক পড়ে, তখন আর কিছু দেখা যায় না ; কিন্তু পলক অতি অল্পসময় মাত্র ব্যাপিয়া থাকে ; এই অত্যল্প সময়ের শ্রীকৃষ্ণ-বদন-দর্শনের ব্যাঘাতও কৃষ্ণপ্রেম-সর্ব্বস্ব ভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন না ; তাই তাঁহারা পলক-নির্ম্মাতা বিধাতারও নিন্দা করেন—কেন তিনি পলকের সৃষ্টি করিলেন ; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিবেন, দুইটী চক্ষুই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কোটী চক্ষুও বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; কিন্তু বিধাতা দিয়াছেন মাত্র দুইটী চক্ষু—তাহাতে দিয়াছেন আবার পলক ; ইহাই বিধাতার নিন্দার কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ কি রকম, তাহা বলিতেছেন। **মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং**—মকরাকৃতি কুণ্ডলের দ্বারা (কুণ্ডলের শোভায়) চারু (মনোহর, অত্যন্ত সুন্দর) হইয়াছে যে কর্ণদ্বয় ; সেই কর্ণদ্বয়ের দ্বারা (সেই কর্ণদ্বয়ের শোভায়) এবং (ঐ মকর-কুণ্ডলস্থ মণি-মুক্তাদির দীপ্তিতে) ভ্রাজৎ (দীপ্তিমান্) হইয়াছে যে কপোল (গণ্ড)-দ্বয়, সেই গণ্ডদ্বয়ের দ্বারা (সেই গণ্ডদ্বয়ের শোভায়) সুভগ (অত্যন্ত মনোহর, অত্যন্ত সুন্দর) হইয়াছে যাহা, তাদৃশ মুখ। যাহাতে মকর-কুণ্ডল-শোভিত-কর্ণদ্বয় এবং মকর-কুণ্ডলের আভায় দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয় শোভা পাইতেছে, তাদৃশ বদন। **সুবিলাসহাসং**—হর্ষ, ঔৎসুক্য, চাপল্যাদিরূপ বিলাস এবং মধুর হাস্যদ্বারা যে মুখের মনোহারিত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাদৃশ মুখ। **নিত্যোৎসবং**—নিত্য-উৎসবময়। উৎসবে যেমন লোকের নয়ন ও মনের তৃপ্তিদায়ক অনেক জিনিস বিদ্যমান থাকে, শ্রীকৃষ্ণের মুখেও মাধুর্য্য হিল্লোলে অশেষবিধ বৈচিত্রী ভাসিয়া বেড়ায় ; তাহা দর্শন মাত্রেই লোকের সমস্ত সন্তাপ দূরীভূত হয়, চিত্ত আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয় ; শ্রীকৃষ্ণমুখের এই অবস্থা নিত্যই—অবিচ্ছন্নভাবেই বর্ত্তমান। তাই তাঁহার মুখকে নিত্যোৎসবময় বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ"-এইরূপ ১০৩ ত্রিপদীর প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক।

১০৪। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থাস্বাদ উপলক্ষ্যে কামগায়ত্রীর স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ ইত্যাদি—মন্ত্ররূপ কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হয় ; যেহেতু—নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও স্বরূপ এক। **গায়ত্রী**—গানকারীকে যিনি ত্রাণ করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ততঃ স্মৃতঃ। প্রত্যেক দেবতারই মন্ত্র ও গায়ত্রী আছে; কোনও দেবতার পূজা করিতে হইলে, তাঁহার নিজ মন্ত্র ও গায়ত্রীতে পূজা করিতে হয়। শৃঙ্গার-রস-রাজ-মূর্ত্তিধর, অপ্রাকৃত নবীন-মদনরূপ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের গায়ত্রীর নাম কামগায়ত্রী; এই কামগায়ত্রীতেই তাঁহার উপাসনা। "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্র্যে যার উপাসন। ২।৮।১০৯॥" কামগায়ত্রী মন্ত্রটী এই :—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই কামগায়ত্রী বৈদিক জপ্য গায়ত্রীরই রসাত্মক রূপ। ২।৮।১০৯-পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "প্রণবের অর্থবিকাশ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই মন্ত্রটীকে শ্রীকৃষ্ণ-গায়ত্রী না বলিয়া কামগায়ত্রী বলে কেন? কামগায়ত্রী বলিলে শ্রীকৃষ্ণকেই যে "কাম" বলা হইল?

উত্তর :—কম্ ধাতু হইতে কামশব্দ নিষ্পন্ন হয়। কম্-ধাতুর অর্থ স্পৃহায় বা কামনায়। তাহা হইলে স্পৃহণীয় বস্তুকে, বা কামনার বস্তুকেই কাম বলা যায়। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে (ব্যাপক-ভাবে) অর্থ করিলে, কাম-শব্দে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুকেই বুঝায়। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু; এজন্য শ্রীকৃষ্ণই কাম। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কাম্যবস্তুটী প্রাকৃত নহে বলিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত-কাম বলে; ইনি প্রাকৃত-জীবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের স্পৃহণীয় প্রাকৃত কাম নহেন। এই অপ্রাকৃত-কামরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা সকলকে এতই মুগ্ধ করেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সুধা পান করিয়া, অথবা পান করিবার জন্য, সকলেই উন্মত্তের মত হইয়া যায়; এজন্য তাঁহাকে "অপ্রাকৃত মদন" বলে। মদন—মত্ততা জন্মায় যে। প্রতিক্ষণেই এই অপ্রাকৃত মদনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি যেন নূতন নূতন হইয়া নূতন নূতন ভাবে উচ্ছলিত হইতে থাকে, তাতে দর্শককে নূতন নূতন ভাবে প্রলুব্ধ করে; এজন্য তাঁহাকে "অপ্রাকৃত নবীন মদন" বলে। তাহা হইলে ব্যাপক-অর্থে "কাম"-শব্দ দ্বারাই এই "অপ্রাকৃত নবীন মদন" শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে; সুতরাং "কাম-গায়ত্রী" দ্বারা সেই অপ্রাকৃত নবীন মদনের গায়ত্রীই সূচিত হইতেছে।

এই গায়ত্রীর বিষয়—লক্ষ্য—হইল অপ্রাকৃত-কামদেব শ্রীকৃষ্ণ; এই গায়ত্রী জপ করিলে শ্রীকৃষ্ণেতে কামনা জন্মে—প্রীতির দৃঢ়তা জন্মে। এই গায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ গাঢ়প্রীতিময়ী কামনা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম কামগায়ত্রী। বস্তুতঃ এই গায়ত্রীর অর্থে শ্রীকৃষ্ণের যে অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত মাধুর্য্যের চিত্র অর্থ-চিন্তাকারীর চিত্তে ফুটিয়া উঠে, তাহার প্রতি একটু মনোযোগ করিলে তৎপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া পারে না এবং তাহার আস্বাদনের নিমিত্তও ভাগ্যবান্ ব্যক্তির চিত্তে বলবতী আকাঙ্ক্ষা না জাগিয়া পারে না। সাধকের ভাবানুরূপ মন্ত্রজপের পূর্ব্বে কামগায়ত্রীজপের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—মন্ত্রজপের পূর্ব্বে মন্ত্রদেবতা—স্বীয় ভাবানুকূল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের রূপ সুন্দররূপে চিত্তে ফুটিয়া উঠিলে স্বীয় ভাবের অনুকূল সেবাচিন্তার সহিত মন্ত্রজপের সুবিধা হয়। কামগায়ত্রী জপের সঙ্গে গায়ত্রীর অর্থচিন্তা করিলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপটী চিত্তে সমুজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠার সম্ভাবনা; তাই বোধ হয় মন্ত্রজপের পূর্ব্বে কামগায়ত্রী জপের ব্যবস্থা।

সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর—সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। কামগায়ত্রীতে মোট এই কয়টী অক্ষর আছে :—কা, ম, দে, বা, য়, বি, দ্ম, হে, পু, ষ্প, বা, ণা, য়, ধী, ম, হি, ত, ন্নো, ন, ঙ্গ, প্র, চো, দ, য়া, ৎ—মোটামোটি গণনায় এস্থলে মোট পঁচিশটী অক্ষরই হয়; কিন্তু এই পঁচিশটীর মধ্যে প্রথম "য়" (কামদেবায়-শব্দের শেষ অক্ষর য়) অর্দ্ধেক অক্ষর বলিয়া পরিগণিত। 'য়ং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসো দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ।—ইতি প্রবোধানন্দ গোস্বামিকথিত কামগায়ত্রী-ব্যাখ্যানধৃত বচন।" এই "য়"-অক্ষরটী অর্দ্ধাক্ষর হওয়ায় (পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহ হইতে দেখা যাইবে—কামগায়ত্রীর এক একটী অক্ষর এক একটী চন্দ্র; কাজেই অর্দ্ধচন্দ্রে অর্দ্ধাক্ষরই সূচিত হইবে; এইরূপে য়-অক্ষরটী অর্দ্ধাক্ষর হওয়ায়) কামগায়ত্রীতে মোট অক্ষরসংখ্যা হইল সাড়ে চব্বিশ।

সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কথিত আছে, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কামগায়ত্রীর অর্থপ্রকাশ করিতে যাইয়া কোন্ অক্ষরটী অর্দ্ধাক্ষর, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি রাত্রিকালে শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন; সেই অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্টার মত আবির্ভূত হইয়া রাধারাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণদাসকবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত। কামগায়ত্রীতে সাড়ে চব্বিশটী অক্ষরই আছে। "ব্যন্ত-য়-কারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ। তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্রঃ"—ইতি। কামগায়ত্রীতে যে য়-কারের অন্তে (পরে) বি-অক্ষর আছে, তাহা অর্দ্ধাক্ষর; (শ্রীকৃষ্ণের) ললাটেই এই অর্দ্ধাক্ষররূপ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলি প্রত্যেকটীই পূর্ণ অক্ষর। যে য়-কারের পরে বি-অক্ষর থাকে, তাহা যে অর্দ্ধাক্ষর-রূপে গণ্য হয়, তাহার প্রমাণও শ্রীরাধারাণী চক্রবর্ত্তিপাদকে জানাইয়াছিলেন। "বি-কারান্ত-য়-কারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্। বর্ণাগমভাস্বদি।—বর্ণাগমভাস্বৎ গ্রন্থে আছে,—যে য়-কারের অন্তে বি-কার (বি-অক্ষর) আছে, তাহা অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।" কামগায়ত্রীর "কামদেবায় বিদ্মহে"-অংশে যে য়-কার আছে, তাহার পরে বিদ্মহে-শব্দের আদ্যক্ষর বি-অক্ষর আছে বলিয়া সেই "য়" হইল অর্দ্ধাক্ষর। চক্রবর্ত্তিপাদ বোধ হয় পূর্ব্বে এই প্রমাণ জানিতেন না; পরে অনুসন্ধান করিয়া বর্ণাগমভাস্বৎ-নামক গ্রন্থ পাইলেন এবং তাহাতে উক্ত প্রমাণ-বচনটীও পাইলেন। "কামদেবায়"-শব্দের শেষ অক্ষর "য়"কে কেন অর্দ্ধাক্ষর মনে করা হয়, উক্ত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়।

সে অক্ষর চন্দ্র হয়—কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; কামগায়ত্রীতে সাড়ে চব্বিশটী অক্ষর; ইহাদের প্রত্যেক অক্ষরই এক একটী চন্দ্রস্বরূপ; সুতরাং এই সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের সমবায়ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। এই সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের কোন্‌টী শ্রীকৃষ্ণের দেহের কোন্‌স্থানে আছে, তাহা পরবর্ত্তী কয় পয়ারে বলা হইয়াছে।

[শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-গোস্বামী তৎকৃত কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যায় যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়—কা, ম, প্রভৃতি অক্ষর-সমূহের প্রত্যেকটীতেই চন্দ্র বুঝায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ব্যাখ্যায় অন্য কোনও নূতন তথ্য বিশেষ নাই।]

কৃষ্ণে করি উদয়—কৃষ্ণ ঐ চন্দ্রসমূহকে উদিত করিয়া, অথবা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কামগায়ত্রী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উদয় করিয়া (কামগায়ত্রী-জপের প্রভাবে গায়ত্রী-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে প্রকট হয়েন, ইহাই ধ্বন্যর্থ)। অথবা, কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের দেহে (কৃষ্ণে) চন্দ্র উদয় করিয়া (কামগায়ত্রী জপ করিলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটে এবং শ্রীকৃষ্ণদেহস্থ সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের দর্শনও ঘটে, ইহাই ধ্বন্যর্থ)। **কামময়**—শ্রীকৃষ্ণ-কামনাময়। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের এই চন্দ্রসমূহ এতই সুন্দর, এতই মনোরম, এতই মধুর—এবং ঐ চন্দ্রসমূহের মনঃপ্রাণাকর্ষি স্নিগ্ধমধুরতায় শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাতে দর্শকের চিত্ত একান্তভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য চিত্তে অদম্য ও পুনঃ পুনঃ দর্শনেও দর্শনের জন্য অতৃপ্ত বাসনা জন্মে। এই অবস্থা দুএক জনের নহে; ত্রিজগতে যাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ ঐ চন্দ্রসমূহ উদিত করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহাদের ভাগ্যে একবার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটিয়াছে) তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ঐরূপ কামনা বা বাসনা জন্মিয়া থাকে।

১০৫। **সখি হে**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা-শ্রীরাধা কোনও সখীর নিকটে যেমন শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন করেন, শ্রীমন্-মহাপ্রভুও রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়াই যেন এই কথাগুলি বলিতেছেন। শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামী ব্রজের শ্রীরতিমঞ্জরী (বা শ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরী)। মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনে করিয়া এবং সম্মুখস্থ সনাতনগোস্বামীকে শ্রীরতিমঞ্জরী মনে করিয়াই হয়তো ভাবাবেশে সম্বোধন করিয়াছেন—সখি হে।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র। দ্বিজ-শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতি এবং পক্ষী ও দন্তকে বুঝায়। দ্বিজরাজ-শব্দে দ্বিজদিগের রাজাকে বুঝায়।

চন্দ্রকে দ্বিজরাজ বলার হেতু এই—এক সময়ে ব্রহ্মর্ষিগণ চন্দ্রকে দেখিয়া—ইনি আমাদের অধিপতি হউন—এই কথা বলিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও ওষধিগণসহ সোমদৈবত-মন্ত্রে সোমকে (চন্দ্রকে) স্তব করিয়াছিলেন। স্তবে চন্দ্রের তেজোরাশি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ঐ তেজঃপুঞ্জ হইতে ভূতলে দিব্যৌষধি-সমূহ উৎপন্ন হইল। চন্দ্র হইতে জাত বলিয়াই রাত্রিকালে ওষধিসমূহের দীপ্তি সমধিক। সেই হইতেই চন্দ্র ওষধীশ এবং দ্বিজেশ (বা দ্বিজরাজ) নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। মৎস্যপুরাণ। ২৩।১০।১৩

দ্বিজরাজ-রাজ—দ্বিজরাজসমূহের রাজা, চন্দ্র-সকলের রাজা। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধতাদিতে যিনি চন্দ্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই চন্দ্রসকলের রাজা—দ্বিজরাজ-রাজ।

সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের কোন্‌টী শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গে অধিষ্ঠিত, তাহা বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা বলিলেন; শ্রীকৃষ্ণের মুখ সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের একটি চন্দ্র—এবং সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধতা ও চিত্তের উন্মাদনকারিত্বে, ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এজন্য দ্বিজরাজ-রাজ বলা হইয়াছে।

সাধারণ রাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণমুখরূপ চন্দ্ররাজারও সিংহাসন, মন্ত্রী, লীলাকমল, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, রাজসভা, ধনুর্ব্বাণ, ইত্যাদি সমস্তই আছে; পরবর্ত্তী পদসমূহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

বপু—দেহ। **কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে**—কৃষ্ণের দেহরূপ সিংহাসনে। রাজার বসিবার জন্য সিংহাসনের প্রয়োজন; শ্রীকৃষ্ণের দেহই শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজের সিংহাসনতুল্য। **বসি**—সিংহাসনে বসিয়া। **করে রাজ্য-শাসনে**—রাজ্য শাসন করে; কি রাজ্য শাসন করেন? উত্তর—কামরাজ্য। কামময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কামনাময় প্রজাবৃন্দকে শাসন করেন। এই রাজা স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা জনগণকে এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলেন যে, অত্যন্ত বশীভূত প্রজার ন্যায় তাঁহারা রাজদর্শনের জন্য (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখ-দর্শনের জন্য) অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়া থাকেন এবং প্রাণভরা আবেগ ও উৎকণ্ঠারূপ উপঢৌকন লইয়া তাঁহারা রাজদর্শনে ছুটিয়া আসেন। প্রজাবৎসল রাজাও তাঁহাদের ভক্তিদত্ত উপঢৌকন সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজামৃত দানে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। এই রাজার সুশাসনের গুণে সকলেই তাঁহাতে অনুরক্ত। যদি কেহ রাজদ্রোহী বলিয়া লক্ষিত হয় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখ-চন্দ্রের দর্শন-লোভ ত্যাগ করিয়া যদি কেহ অন্য বস্তুতে লালসাযুক্ত হয়), তাহা হইলে এই পরমহিতৈষী রাজা কৃপারজ্জুদ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া তাহার রাজদ্রোহিতারূপ অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত, ইতর-রাগ বিস্মারণ-নিজামৃত-ধারা দ্বারা তাহাকে পরিধৌত করিয়া নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়া তোলেন। এমনই অপূর্ব্ব এই রাজার শাসন।

সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ—চন্দ্রের সমাজ অর্থাৎ বহুচন্দ্র পার্ষদরূপে এই রাজার সঙ্গে আছে। অপর সাড়ে তেইশ চন্দ্র এই মুখ্যচন্দ্ররূপ রাজার পার্ষদ।

অথবা, এই ত্রিপদীর অন্বয় এইরূপও হইতে পারে:—কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজ-রাজ চন্দ্রের সমাজ সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণবপুরূপ সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন করেন। (সকল চন্দ্রই দেহরূপ সিংহাসনে আসীন)।

অথবা, রাজ্যশাসন করেন—কামরাজ্য শাসন করেন, সমস্ত কামকে (বা কামনাকে) অন্যবস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রতি প্রয়োগ করেন।

গণ্ড—কপোল; গাল। **সুচিক্কণ**—উত্তম চাক্‌চিক্যযুক্ত; যাহা ঝলমল্ করে। **মণি-দর্পণ**—যে দর্পণের (আরসির) চারিধার মণিদ্বারা সাজান থাকে, তাহাকে মণিদর্পণ বলে। এই মণির আভায় দর্পণের চাক্‌চিক্য

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১০৬
কর-নখ চাঁদের হাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১০৭
নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্র-লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ-ধনু, নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থল এইরূপ মণিদর্পণ অপেক্ষাও অনেক বেশী ঝলমল্ করিয়া থাকে—গণ্ডস্থলের চাক্‌চিক্য মণিদর্পণকেও পরাজিত করিয়া থাকে (জিনি মণিদর্পণ)। মণিনির্ম্মিত দর্পণকেও মণিদর্পণ বলা যায়; ইহাও অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চাক্‌চিক্যযুক্ত।

সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি—শ্রীকৃষ্ণের দুই গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র।

১০৬। **ললাট**—কপাল। **অষ্টমী ইন্দু**—অষ্টমীতিথির চন্দ্র; অর্দ্ধচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের ললাট বা কপাল, অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য। **তাহাতে**—কপালে।

চন্দনবিন্দু—গোল চন্দনের ফোঁটা। **সেহো এক**—ললাটস্থ চন্দনের ফোঁটাও এক পূর্ণচন্দ্র;

এই পর্য্যন্ত সাড়ে চারিচন্দ্র পাওয়া গেল; মুখ এক চন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র এবং ললাটস্থ চন্দনবিন্দু এক চন্দ্র। আর বিশ চন্দ্রের কথা পরে বলিতেছেন :—হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি নখ হইল দশ চন্দ্র এবং পায়ের দশ আঙ্গুলের দশটী নখ বাকী দশ চন্দ্র; এইরূপে মোট সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র হইল। পরমজ্যোতিষ্মান্ এবং দর্শনে তাপনাশক ও স্নিগ্ধতা-বিধায়ক বলিয়াই চন্দ্রের সঙ্গে ইহাদের সাম্য।

১০৭। **কর-নখ**—হাতের নখ; হাতের দশটী নখ দশ চন্দ্র। **বংশী উপর করে নাট**—কর-নখরূপ চন্দ্রগণ বংশীর উপর নৃত্য করে। বাঁশী বাজাইবার সময় দুই হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগই বার বার উঠাইতে নামাইতে হয়; ঐ সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ নখগুলিও উঠে ও নামে; এই উঠানামাকেই নখচন্দ্রের নৃত্য (নাট) বলা হইয়াছে। **ঠাট**—স্থিতি। ঠাট-স্থলে "হাট" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। চাঁদের হাঁট—চাঁদসমূহ। **নাট**—নৃত্য। **তার গীত মুরলীর তান**—নর্ত্তকগণ গানের তালে তালেই নৃত্য করিয়া থাকে। এস্থলে বংশীধ্বনিরূপ গানের তালে তালেই নখচন্দ্রগণ নৃত্য করে। অথবা, নর্ত্তকগণ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গানও করিয়া থাকে; এস্থলে মুরলীর ধ্বনিই নর্ত্তকগণের গান। বংশীর ধ্বনি বংশীছিদ্রোপরি অঙ্গুলি সঞ্চালনের অনুযায়ীই হইয়া থাকে; সুতরাং নখচন্দ্রের নৃত্যের সঙ্গে মুরলীর গানের সামঞ্জস্য বা একতানতা আছে।

পদনখ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের পায়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ দশটী নখও দশটী চন্দ্র। পদসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও যেন নৃত্য করে; পদস্থিত নূপুরের ধ্বনিই নর্ত্তকগণের গান।

বিলাসী-রাজার রাজ-সভায় নর্ত্তকগণও থাকে; হস্তপদের নখরূপ চন্দ্রগণই কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজের সভায় নর্ত্তক; বংশী ও নূপুরের ধ্বনিই এই রাজ-সভার গান।

১০৮। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "যস্যাননং-মকরকুণ্ডল চারুকর্ণ" ইত্যাদি অংশের অর্থ করিতেছেন।

নাচে মকরকুণ্ডল—মুখসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণস্থিত মকরকুণ্ডলও সঞ্চালিত হয়; ইহাকেই মকর-কুণ্ডলের নৃত্য বলা হইয়াছে। **নেত্র**—চক্ষু। **লীলাকমল**—বিলাসিগণ যে কমল বা পদ্ম হাতে রাখিয়া ঘুরাইয়া থাকে, তাহাকে লীলাকমল বলে। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুরূপ কমলই কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজের লীলাকমলতুল্য। স্নিগ্ধতায়, পবিত্রতায় এবং গঠনে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু কমলেরই তুল্য। **সতত নাচায়**—মুখরূপ চন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী; তিনি চক্ষুরূপ

এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলাকমল সর্ব্বদাই নৃত্য করাইতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল নেত্র ক্ষণেকের জন্যও স্থির থাকে না; তাঁহার প্রেমময় পরিকরবর্গের প্রত্যেকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেকের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, এজন্যই তাঁহার নেত্রে চঞ্চলতা—ইহাই ধ্বন্যর্থ। **বিলাসী রাজা**—শ্রীকৃষ্ণমুখকে বিলাসী বলা হইয়াছে। তাহার হেতু এই:—বিলাস আছে যার, তাহাকেই বিলাসী বলে। প্রিয়জনের সঙ্গবশতঃ, গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির চেষ্টায় তৎকালীন যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকেই বিলাস বলে। "গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ॥ উজ্জল নীলমণি। অনুভাব। ৬৭॥ তাৎকালিকো বিশেষস্তু বিলাসোঽঙ্গক্রিয়াদিষু। তাৎকালিকো দয়িতালোকনাদিভবঃ। ইতি ভরতঃ॥" বিশুদ্ধ প্রেমবতী গোপীদিগের সান্নিধ্যে প্রেমসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হয়। সেই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে—মুখমণ্ডলের সুচারু ভঙ্গিমা, মকর-কুণ্ডলের শোভন নৃত্য, ভ্রূলতার বিকম্পন, নয়ন-খঞ্জনের সহাস্য নর্ত্তন, বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধরের ঈষদুদ্ভিন্নতা, কুন্দবিনিন্দিত-দন্তপংক্তির ঈষদুন্মেষাদিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বদন-চন্দ্রের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই বিশিষ্টতাই মুখচন্দ্রের বিলাস; তজ্জন্যই তাহাকে বিলাসী বলা হইয়াছে।

ভ্রূ ধনু ইত্যাদি—কৃষ্ণের ভুরু-যুগল ধনুর তুল্য; তাঁহার নাসিকা ঐ ধনুতে যোজন করিবার বাণতুল্য এবং তাঁহার দুইটী কাণ ঐ ধনুর গুণ-(জ্যা)-তুল্য। সুশাসনের বা শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত দুষ্টের দমনার্থ, অথবা মৃগয়ার কৌতুক অনুভব করার জন্য রাজার হাতে ধনুর্ব্বাণ। কিন্তু ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এই রাজা কাহাকে বিদ্ধ করেন?

নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়—এই ধনুর্ব্বাণ দ্বারা গোপনারীগণকে বিদ্ধ করেন। গোপীগণের অপরাধ? বোধ হয় চৌর্য্যাপরাধ। গোপীগণ মহাচৌরিণী—তাঁহারা দ্বিজরাজ-রাজের সিংহাসনের একটী অমূল্য রত্ন চুরি করিয়াছেন—সেই রত্নটী শ্রীকৃষ্ণের মন।

অথবা—মৃগয়ার উদ্দেশ্য কেবল কৌতুক, আর কিছুই নহে। এই রাজা কেবল কৌতুকের নিমিত্তই মৃগীস্বরূপ মৃগনয়না গোপীদিগকে বিদ্ধ করিয়া থাকেন।

ভুরুর সঙ্গে ধনুর আকৃতি-সাম্য আছে। সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণের সঙ্গে সূক্ষ্মাগ্র নাসিকার সাম্য আছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া যখন বাণের মূলদেশে বারম্বার আকর্ষণ করা হয়, তখন ধনু মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে থাকে; এই কম্পনের সঙ্গে ভ্রূলতার ঈষৎ কম্পনের সাদৃশ্য আছে।

মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ, নাসা ও কর্ণের অপূর্ব্ব চারুতায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ বাণবিদ্ধহরিণীর মত অন্যত্র গমনের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলেন।

"নারীগণ" স্থলে "নারীমন" পাঠান্তরও আছে।

১০৯। **এই চাঁদের**—কৃষ্ণমুখরূপ চন্দ্রের। **পসারি**—প্রসারিত করিয়া, বিস্তার করিয়া। **নিজামৃত**—এই চন্দ্রের নিজের অমৃত।

রাজার রাজধানীতে যেমন হাট-বাজার থাকে, কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজের রাজধানীতেও হাট-বাজার আছে; এই বাজারে দোকানী সব চন্দ্র; রাজা এই দোকানীদের যোগে বিনামূল্যে রাজধানীতে সমাগত লোকগণকে নিজের অমৃত বিতরণ করিয়া থাকেন। রাজা অত্যন্ত দয়ালু, নচেৎ বিনামূল্যে অমৃত বিতরণ করিবেন কেন? বৃন্দাবনই তাঁহার রাজধানী।

বিপুল আয়তারুণ, মদন মদঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্যকেলিসদন, জননেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দবদন ॥ ১১০

যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখ-দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে— ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কি অমৃত বিনামূল্যে বিতরণ করেন, তাহা বলিতেছেন। **কাঁহো**—কাহাকেও। **স্মিত**—মৃদুমন্দ হাসি। **জ্যোৎস্নামৃত**—জ্যোৎস্নারূপ অমৃত। **স্মিতজ্যোৎস্নামৃত**—শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-মধুর হাসিই তাঁহার মুখরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না সদৃশ; মুখরূপ চন্দ্ররাজ এই জ্যোৎস্নারূপ অমৃত কাহাকেও বিনামূল্যে বিতরণ করেন, আর কাহাকেও বা অধরামৃতও দেন। **সব লোক করে আপ্যায়িত**—তিনি কাহাকেও অমৃত হইতে বঞ্চিত করেন না, সকলকেই সন্তুষ্ট করেন। ধ্বনর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোনও প্রেয়সীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুমধুর হাস্য করেন, কোনও প্রেয়সীকে বা চুম্বনাদি দান করেন; এইরূপে সকলকেই কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

১১০। এই স্থলে ঐ রাজার মন্ত্রীর কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু দুইটীই তাঁহার মন্ত্রী।

বিপুল—বড়। **আয়ত**—বিস্তৃত, দীর্ঘ; আকর্ণ-বিস্তৃত। **অরুণ**—ঈষৎ রক্তবর্ণ। **মদন-মদ-ঘূর্ণন**—মদন (কাম)-মত্ততায় ঘূর্ণন যাহার; যে নয়ন মদন-মদে ঘূর্ণিত হইতেছে। অথবা—মদনের মদের ঘূর্ণন হয় যাহা দ্বারা; যাহা দ্বারা মদনের গর্ব্বও খর্ব্ব হয়, এমন নয়ন। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ণ-বিস্তৃত, ঈষৎ রক্তাভ, মদনমদঘূর্ণিত বিশাল চক্ষু দুইটীই দ্বিজরাজ-রাজের মন্ত্রী। অনুগ্রহ, বা কৌতুকাদি বিষয়ে রাজাকে যিনি পরামর্শ দেন এবং যাঁহার পরামর্শ অনুসারেই রাজা রাজকার্য্য করেন, তাঁহাকেই মন্ত্রী বলে। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যে দিকে ফিরে, তাঁহার মুখও (চন্দ্রসমূহের রাজাও) সেই দিকেই ফিরে; নয়ন দৃষ্টি দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করেন, বদনরূপ চন্দ্ররাজও তাহাকেই অনুগ্রহাদি করেন, কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজ যে কৃষ্ণচিত্তের চৌর্য্যাপরাধের জন্য ভ্রূধনু ও নাসা-বাণ দ্বারা গোপীগণকে বিদ্ধ করেন, কিম্বা মৃগয়ায় গোপনারীরূপা হরিণীগণকে বিদ্ধ করেন, অথবা স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে কি অধরামৃতে গোপ-ললনাদিগকে আপ্যায়িত করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর ইঙ্গিতেই—চক্ষুর পরামর্শেই; চক্ষু দৃষ্টি দ্বারা যাহার প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহার প্রতিই কৃষ্ণ-মুখের ঐরূপ ব্যবহার; সুতরাং চক্ষুই মন্ত্রীর কাজ করিতেছে।

লাবণ্য—চাকচিক্য ও স্নিগ্ধতা। **কেলি**—ক্রীড়া বা লীলা। **সদন**—বাসস্থান। **লাবণ্য-কেলি-সদন**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ লাবণ্যের লীলাস্থল। শ্রীকৃষ্ণের মধুর বদনে লাবণ্যের তরঙ্গ নিত্যই বিরাজমান। অন্যত্রও বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ "লাবণ্যামৃত জন্মস্থান।২।২।২৪॥" **জননেত্র-রসায়ন**—লোক-সমূহের নয়নের স্নিগ্ধতার ও তৃপ্তির বিধায়ক। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শন করেন, তাঁহাদের নয়নের সকল সন্তাপ দূরীভূত হয় ও নয়ন অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করে; **সুখময়**—আনন্দময়; আনন্দরূপ শ্রীগোবিন্দের বদনও আনন্দময়—যেন ঘনীভূত আনন্দদ্বারা গঠিত; এজন্যই ঐ শ্রীবদন-সম্বন্ধীয় সকলই আনন্দময়—বদনের অধিকারী আনন্দময়, যাঁহারা ঐ শ্রীবদন দর্শন করেন, যাঁহারা তাহা স্মরণ করেন, যাঁহারা বদন-মহিমা শ্রবণ করেন, কি কীর্ত্তন করেন—সকলেই অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। **গোবিন্দ**—গো-পালনকারী শ্রীকৃষ্ণ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন। **গোবিন্দ-বদন**—গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর নটবর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বদন; ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, অসমোর্দ্ধ; এই সত্যটী প্রকাশ করিবার জন্যই "গোবিন্দ"-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। **অথবা**, গোবিন্দ—গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহকে পালন করেন যিনি। যাঁহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদি সমুদয় ইন্দ্রিয় নিজেদের অনুকূল আস্বাদ্য বস্তু লাভ করিয়া পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা লাভ করে, তিনিই গোবিন্দ। বদনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা নয়নের পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা সাধিত হয় বলিয়াই "গোবিন্দ-বদন" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

১১১। **পুণ্যপুঞ্জফলে**—বহু জন্মের পুণ্যের প্রভাবে। পুণ্য অর্থ এ স্থলে স্বর্গাদিভোগলোক-প্রাপক সৎকর্ম্ম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে। চিত্তের পবিত্রতা-সম্পাদক কর্ম্মকেই পুণ্যকর্ম্ম বলা যায় (পু+ডুণ্য); স্বর্গাদি-ভোগলোক-প্রাপক কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের প্রকৃত পবিত্রতা সাধিত হয় না; কারণ, ভোগসুখ বাসনাদি অন্তর্হিত হয় না; এইরূপ সুখ-ভোগ-বাসনাকে শাস্ত্রে পিশাচী বলা হইয়াছে। "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" যদ্দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে পিশাচী দুরীভূত হয় না, তাহাকে পবিত্রতা-সম্পাদক বস্তু বলা যায় না। এস্থলে 'পুণ্য' অর্থ মহৎকৃপার প্রভাবে শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠানজাত সৌভাগ্য। কারণ, শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানে স্বসুখ-বাসনা রূপ অনর্থ দূরীভূত হয়, চিত্তের পবিত্রতা সাধিত হয়। এই ভাবে চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধিত হইলে নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। (শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥২।২২।৫৭॥); কৃষ্ণপ্রেম স্ফুরিত হইলেই কৃষ্ণকৃপায় যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা মিলিতে পারে। **দুই অক্ষ্যে**—দুই চক্ষুতে। **কি করিবে পানে**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ যেন মাধুর্য্যের সমুদ্র; চক্ষুরূপ পানপাত্র ভরিয়া ভরিয়া দর্শক সেই মাধুর্য্যসুধা পান করিয়া থাকেন। কিন্তু মাধুর্য্যসুধার পরিমাণ এতবেশী—সেই সুধার মধুরতা ও লোভনীয়তাও এতবেশী যে, চক্ষুরূপ কেবল দুইটি পান পাত্র দ্বারা ঐ সুধা কিরূপে পান করিবে? অর্থাৎ পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না। **দ্বিগুণ বাঢ়ে** ইত্যাদি—বহুকাল যাবৎ অনাহারক্লিষ্ট লোক, খাদ্যের অভাবে এক রকম কষ্টে সৃষ্টে মরার মত পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে যদি প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় খাদ্যাদি উপস্থিত করা হয়, তখন আর তাহারা উদাসীন ভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে না—প্রচুর ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির মত, ঐ সকল খাদ্য-বস্তু-দর্শনে তাহাদের বভুক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই সময়ে যদি তাহাদিগকে পেট ভরিয়া খাইতে না দিয়া ঐ সুমধুর চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় বস্তুর অতি সামান্য দু এক গ্রাস মাত্র তাহাদিগকে দিয়া আর না দেওয়া হয়, অথচ দ্রব্যসম্ভার তাহাদের সাক্ষাতেই রাখা হয়, তখন তাহাদের যেরূপ মানসিক অবস্থা হয়, যাঁহারা বহু সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াছেন, অথচ মাত্র দুইটী চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সুধা পান করিতে হইতেছে, তাঁহাদের অবস্থাও তদ্রূপ—তদ্রূপ কেন, তদপেক্ষাও বেশী আক্ষেপ-জনক। বেশী বলার হেতু এই যে, প্রাকৃত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে করিতে ভোগ-বাসনা অন্ততঃ সাময়িক ভাবে প্রশমিত হইয়া আসে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, ইহা পান করার সময় হইতেই পান করার বাসনা প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। **তৃষ্ণা**—পানের তৃষ্ণা, পান করিবার ইচ্ছা। **লোভ**—পান করিবার জন্য লালসা। **পিতে নারে**—পান-পাত্রের অভাবে ইচ্ছামত পান করিতে পারে না বলিয়া মনে ক্ষোভ (দুঃখ) জন্মে। **দুঃখে করে বিধির নিন্দন**—পান করিতে পারেনা বলিয়া দুঃখে বিধির নিন্দা করে। নিন্দার হেতু এই:—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শন করিবেন, বিধি তাঁকে মাত্র দুটী চক্ষু দিল কেন? লক্ষ-কোটি চক্ষু দিলেও যে তাঁর পান করার সাধ মিটে না! বিধি যোগ্য সৃষ্টি জানে না, নিতান্ত অবোধ।

বিধি—বিধাতা, সৃষ্টি-কর্ত্তা। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং" এর অর্থ করিতেছেন।

এই স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণের; তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন; সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সৃষ্ট নহেন; তাই লক্ষকোটি চক্ষু না দিয়া তাঁহাদিগকে দুটী চক্ষু দেওয়ার জন্য বাস্তবিক বিধি দায়ী নহেন। তথাপি যে তাঁহারা বিধিকে নিন্দা করিতেছেন, তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা যে আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা নিত্যকৃষ্ণ-কান্তা, এই জ্ঞান যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজে তাঁহাদের ছিল না। মানুষ-লীলা-সম্পাদনার্থ যোগমায়া এই ভ্রান্তি জন্মাইয়াছেন। এই ভ্রান্তিবশতঃ গোপীদিগের ধারণা যে, তাঁহারা প্রাকৃত মানুষ, সাধারণ গোয়ালার মেয়ে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা, অন্যান্য প্রাকৃত জীবের সঙ্গে তাঁহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধারণাবশতঃই তাঁহারা বিধাতার নিন্দা করিতেছেন। পরবর্ত্তী পদসমূহে নিন্দার প্রকার বলিতেছেন।

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥ ১১২
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥ ১১৩
কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য-সিন্ধু মুখ-সুমধুর ইন্দু,
অতিমধুর স্মিত-সুকিরণে।
এ-তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্তচালনে॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১২। **না দিলেক লক্ষ কোটি** ইত্যাদি—বিধি এমন অবোধ যে, কোটি নয়ন ত দিলই না, লক্ষ নয়নও দিল না! দিল মাত্র দুইটী নয়ন!! দিল দিল দুইটী নয়ন, তাতেও আবার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দর্শনের সুযোগটী দিল না!!! চক্ষুর আবার পলক দিল! যে সময়টায় চক্ষুর পলক পড়ে, সেই সময়টাতে তো ঐ সামান্য দুই চক্ষু দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটে না। (ইহা শ্লোকোক্ত "ত্রুটির্যুগায়তে" অংশের অর্থ)। এক পলকের অদর্শন তাঁহাদের নিকট এক যুগের অদর্শনের মতই কষ্টদায়ক হয়। এই নিমিষের অসহিষ্ণুতা রূঢ়-মহাভাবের লক্ষণ। **নিমিষ-আচ্ছাদন**—চক্ষুর পলক। **বিধি জড়** ইত্যাদি—বিধি যোগ্য সৃষ্টি জানেনা; তাতে বুঝা যায়, বিধি জড়, বিধি তপোধন, বিধির মন রসশূন্য। **জড়**—চেতনা-শূন্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; মৃত কাষ্ঠপ্রস্তরাদির মত মানসিক শক্তি-শূন্য বস্তু। **তপোধন**—তপঃ (তপস্যাই) ধন যাহার; দুষ্কর-কঠোর-তপস্যা-পরায়ণ। কঠোর তপস্যার প্রভাবে, বিধির চিত্ত কঠোরত্ব লাভ করিয়াছে, কাষ্ঠ-প্রস্তরের মত শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছে। রস-গ্রহণের বা রসবোধের শক্তি তাহার নাই; তা যদি থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, যাহারা কৃষ্ণমাধুর্য্য-রস পান করিবে, তাহাদের পক্ষে যে লক্ষকোটি নয়নও যথেষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে সে দুইটী মাত্র চক্ষু দিত না।

১১৩। **অবিচার**—যার যাহা প্রাপ্য, তাকে তাহা না দেওয়াই অবিচার। বিধি সুবিচার করিতে জানে না। একথা বলার হেতু এই:—কর্ম্মফল অনুসারেই বিধাতা জীব সৃষ্টি করেন। গোপীগণ মনে করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে হয়ত বহু পুণ্য করিয়া থাকিবেন, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছেন। বিধাতা, তাঁহাদের সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের বিচার করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের যোগ্য স্থানে তাঁহাদের জন্মবিধান করিয়াছেন; এই পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ বিধাতার বিচার প্রায় সঙ্গতই হইয়াছিল। কিন্তু, কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের আছে, কৃষ্ণ-দর্শনের অনুকূল-স্থানে যাঁদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের কয়টী চক্ষু দেওয়া উচিত, তাহা বিধাতা ঠিক মত বিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে কোটি-নয়ন দেওয়া উচিত ছিল; তাহা হইলেই তাঁহাদের দর্শনের যোগ্যতার, তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত পুণ্যপুঞ্জের অনুরূপ হইত। তাহা না করিয়াই বিধি অবিচার করিয়াছেন।

১১৪। **কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ মাধুর্য্যের সমুদ্র তুল্য। সর্ব্বাবস্থাতেই চেষ্টার চারুতা ও আস্বাদ্যতাকে মাধুর্য্য বলে। **মুখ সুমধুর ইন্দু**—সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের উদ্ভব, এই মাধুর্য্যের সমুদ্রেও শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্রের উদ্ভব। **ইন্দু**—চন্দ্র।

বিস্বাদ লবণ-সমুদ্র হইতে আকাশস্থ প্রাকৃত চন্দ্রের উদ্ভব; কিন্তু চন্দ্রে সমুদ্রের বিস্বাদুতা নাই; চন্দ্র অতি রমণীয়, আস্বাদ্য। ইহাতে বুঝা যায়, চন্দ্রের জন্মস্থান হইতে চন্দ্রের মধুরতা অনেক বেশী। কৃষ্ণমুখচন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা। শ্রীকৃষ্ণের দেহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মুখের রমণীয়তা ও মধুরতা অনেক বেশী। তাই বলা হইয়াছে "মুখ সুমধুর ইন্দু"—কেবল মধুর নহে, সুমধুর; দেহ মধুর, মুখ সুমধুর।

এ স্থলে সিন্ধুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদেহের তুলনা, সিন্ধুর লবণাক্ততা বা বিস্বাদুতাংশে নহে; সিন্ধু অপেক্ষা সিন্ধূদ্ভব চন্দ্রের মধুরতার আধিক্যাংশেই তুলনা।

তথাহি কর্ণামৃতে (৯২)

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২২ ॥

যথারাগঃ—

সনাতন ! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু ।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ ধ্রু ১১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তাদৃশানন্ততন্মাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। অস্য বিভোর্বপু র্মধুরং অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ বদনন্তু মধুরং মধুরং মধুরমতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ। তত্রস্মিতমনুভূয় সসীৎকারং তন্নির্দ্দেশকতর্জ্জনীচালনপূর্ব্বকমাহ এতন্মৃদুস্মিতন্তু মধুরং মধুরং মধুরং মধুরমতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশং মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তম্। মুখাব্জস্য মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীয়গন্ধি বা। ইতি সারঙ্গরঙ্গদা। ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্মিত-সুকিরণ—কৃষ্ণের মন্দহাসিই (স্মিতই) মুখরূপ চন্দ্রের কিরণ বা জ্যোৎস্না। সুকিরণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সকলের পক্ষেই "সু"—মঙ্গল-জনক, বা আনন্দবর্দ্ধক। কিন্তু প্রাকৃত সমুদ্রোদ্ভব প্রাকৃত চন্দ্রের কিরণ সকলের আনন্দদায়ক নহে, সকলের মঙ্গলজনক নহে—চন্দ্রের কিরণে পদ্মিনী দুঃখে মুদিতা হয়। এই কিরণ অতি মধুর; কারণ, ইহাতে মুখরূপ চন্দ্রের মাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ তিনে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের মাধুর্য্য, শ্রীকৃষ্ণের মুখের মাধুর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাস্যের মাধুর্য্য, এই তিন মাধুর্য্যে। **লাগিল মন**—সনাতন-গোস্বামীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে ঐ তিনটী মাধুর্য্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন আবিষ্ট হইল। **লোভে করে আস্বাদন**—মাধুর্য্যে মন আবিষ্ট হওয়ায় ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য লোভ জন্মিল; ঐ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে হস্ত দ্বারা অভিনয় করিতে করিতে (স্বহস্তচালনে) নিম্নলিখিত "মধুরং মধুরং" শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন। **শ্লোক পড়ে**—নিম্নোদ্ধৃত "মধুরং মধুরং" শ্লোক। **স্বহস্ত চালনে**—নিজের হস্ত চালনা করিতে করিতে; হাতের ভঙ্গীদ্বারা অভিনয় করিতে করিতে। এমন সব ভঙ্গী করিতেছেন, যেন হাতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখাদির স্পর্শাদি করিতেছেন, যেন তাঁহার মন্দহাসির সুধা পান করিতেছেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অস্য (এই) বিভোঃ (বিভু-শ্রীকৃষ্ণের) বপু (দেহ) মধুরং মধুরং (মধুর মধুর—অতি সুমধুর); বদনং (বদন মধুরং মধুরং মধুরং (মধুর, মধুর, মধুর—অতিতর সুমধুর); অহো (অহো)! মধুগন্ধি (মধুগন্ধি) এতৎ (এই) মৃদুস্মিতং (মন্দহাসি) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং (মধুর, মধুর, মধুর, মধুর—অতিতম সুমধুর)।

অনুবাদ। অহো! এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি অতি সুমধুর; বদনখানি তাহা হইতেও সুমধুর এবং ইঁহার এই মধুগন্ধি মন্দহাসি তাহা হইতেও সুমধুর—মধুরতম। ২২

১১৫। "মধুরং মধুরং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

অমৃতের সিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধুর মত অসীম। এই কথাগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে বলিতেছেন।

মোর মন সান্নিপাতি—আমার মন যেন সান্নিপাত-রোগগ্রস্ত। সান্নিপাত-রোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীই কুপিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রবলতার তারতম্যানুসারে সান্নিপাতরোগ অনেক

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর ॥ ১১৬

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিকে বহে যার পূর ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রকমের ; এই রোগের কোনও অবস্থায় প্রবল পিপাসা হয় ; এত পিপাসা যে, জলপাত্র দেখিলে পাত্রশুদ্ধ যেন পান করিতে ইচ্ছা হয় ; পুকুর দেখিলে পুকুর-শুদ্ধ যেন পান করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অন্য উপসর্গের ভয়ে চিকিৎসক রোগীকে বেশী জল দেন না, যাহা কিছু দিয়া থাকেন, রোগীর প্রবল পিপাসার নিকটে, মরুভূমিতে জলবিন্দুর ন্যায় (তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম) তাহা যেন উড়িয়া যায় ; রোগীর মনে হয়, তাহাকে চিকিৎসক যেন মোটেই জল দিতেছেন না।

এস্থলে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে বলিতেছেন-"সনাতন, আমার মনের যেন সান্নিপাত-রোগ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহের মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার বদনের মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার মন্দহাসির মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা,—এই তিনটী আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাই বোধ হয়, বায়ুপিত্ত-কফের প্রবলতার সাদৃশ্যে মনের সান্নিপাত-রোগের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।" **সব পিতে করে মতি**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সিন্ধুর সমস্তই যেন পান করিবার ইচ্ছা (মতি) করিতেছে। ইহাতে সান্নিপাত-রোগের অবস্থা-বিশেষের লক্ষণ - বলবতী পিপাসা—ব্যক্ত করিতেছেন। **দুর্দ্দৈব-বৈদ্য**—আমার দুর্ভাগ্যরূপ বৈদ্য বা চিকিৎসক। সনাতন! সমস্ত মাধুর্য্য-সিন্ধু যেন এক চুমুকে পান করার জন্যই আমার মনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা ; কিন্তু সমগ্র মাধুর্য্য-সিন্ধু তো দূরের কথা, আমার দুর্দ্দৈবরূপ বৈদ্য আমাকে এক বিন্দুও পান করিতে দিতেছেন না ; এক কণিকাও আস্বাদন করিতে পারিতেছি না।

বাস্তবিকই যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক বিন্দুও পান করিতে পাইতেছেন না, তাহা নহে ; তিনি পূর্ণতমরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পান করিতেছেন ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ই হইল প্রেম ; এই প্রেম শ্রীমতী রাধিকাতেই চরম-বিকাশ লাভ করিয়াছে ; সুতরাং শ্রীরাধিকার ভাবই হইল শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় ; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাব নিয়াই প্রকট হইয়াছেন ; সুতরাং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তথাপি যে তিনি বলিতেছেন, "আমি এক বিন্দুও পান করিতে পাইতেছি না"—ইহা তাঁহার রাধাভাবোচিত অনুরাগের লক্ষণ। এই অনুরাগে, সর্ব্বদা অনুভূত বস্তুও যেন নিত্য নূতন বলিয়া মনে হয়, যেন উহা কখনও আর অনুভূত হয় নাই, এইরূপই মনে হয়।

১১৬। **কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ লাবণ্যের সমুদ্রতুল্য। **পূর**—সমুদ্র (পুর—জল সমূহ—ইতি মেদিনী)। **তাতে যেই মুখ-সুধাকর**—ঐ সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখই হইল চন্দ্র-সদৃশ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **স্মিত-জ্যোৎস্নাভর**—মন্দহাসিই ঐ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতুল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ ত্রিপদীর "স্মিত-সুকিরণ" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

১১৭। এস্থলে এক অঙ্গ হইতে আর এক অঙ্গের অধিক মাধুর্য্য, তাহা হইতে আর এক অঙ্গের আরও অধিক মাধুর্য্য—এইরূপ বলা হইয়াছে। পরপর আস্বাদন-জনিত আনন্দাধিক্য-বশতঃ এইরূপ উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য যে কত মধুর, তাহা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা যেন পাইতেছেন না ; তাই বলিতেছেন, মধুর, অতি মধুর, অতি সুমধুর, আরও সুমধুর ইত্যাদি।

আপনার এক কণে—সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক কণিকাই সমস্ত ত্রিভুবনকে মাধুর্য্যে প্লাবিত করিতে সমর্থ। **যারপূর**— সেই মাধুর্য্যসিন্ধুর প্রবাহ দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

স্মিতকিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র-আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥ ১১৮

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে ॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৮। মধুর সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত হইলে মধুর মাদকতা-শক্তি অনেক বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার সঙ্গে তাঁহার মন্দ-হাসিরূপ উত্তম কর্পূর মিশ্রিত হওয়ায় অধর-সুধার মাদকতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাই এস্থলে ব্যক্ত করিতেছেন। **স্মিতকিরণ সুকর্পূরে**—মন্দ-হাসিরূপ যে মুখচন্দ্রের কিরণ, তাহাই সু (উত্তম)-কর্পূরতুল্য। কর্পূরের শুভ্রতায় মন্দহাসির নির্ম্মলতা এবং কর্পূরের সুগন্ধে মন্দহাসির মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে। **পৈশে**—প্রবেশ করে। **অধর-মধুরে**—অধরের মধুতে বা মাধুর্য্যে। কোনও কোনও গ্রন্থে "অধর-মধুপূরে" পাঠ আছে; **অধর-মধুপূরে**—অধর-মধুর বা অধর-সুধার সমুদ্রে। স্মিত-কিরণরূপ সুকর্পূর, শ্রীকৃষ্ণের অধর-মাধুর্য্যে প্রবেশ করে। **সেই মধু**—সুকর্পূর-মিশ্রিত মধু। **মাতায় ত্রিভুবনে**—মন্দহাসিরূপ কর্পূর-মিশ্রিত অধর-সুধার মাদকতা এত বেশী যে, তাহাতে ত্রিভুবনবাসীই মাতোয়ারা হইয়া যায়।

সেই মধু কিরূপে ত্রিভুবনকে মাতোয়ারা করে, তাহা বলিতেছেন। **বংশীছিদ্র আকাশে**—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীতে যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্ররূপ আকাশে। বাঁশরীর ছিদ্রের ফাঁকাস্থানকেই আকাশ বলা হইয়াছে। **তার গুণ শব্দে**—"তার" অর্থ ঐ আকাশের। পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ (ব্যোম) একটী; এই আকাশের গুণ হইল শব্দ। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর ছিদ্রস্থিত যে আকাশ, সেই আকাশের গুণ যে শব্দ—শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিযুক্ত অধরসুধা সেই শব্দে প্রবেশ করিয়া, (বংশী)-ধ্বনিরূপে পরিণত হয়। **পৈশে**—প্রবেশ করে। **ধ্বনিরূপে**—বংশীধ্বনিরূপে। **পাঞা পরিণামে**—(অধর-মধু) ধ্বনি রূপে পরিণত হয়।

১১৯। **সে ধ্বনি**—বংশীধ্বনি। **অণ্ডভেদি**—ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া। **বৈকুণ্ঠে যায়**—সেই বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া চিন্ময় মায়াতীত ভগবদ্ধামে গিয়া উপনীত হয়। "অণ্ড ভেদি"-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকট-লীলা-কালে ব্রহ্মাণ্ডে যখন বংশীধ্বনি হয়, তখন সেই ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না; তাহা বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামে যাইয়া তত্রত্য সকলকেও বিচলিত করে। ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যাওয়ার সময় **জগতের**—জগদ্বাসীর। **বলে পৈশে কানে**—জোর করিয়া সেই ধ্বনি জগদ্বাসীর কানে প্রবেশ করে। কেহ সেই ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা না করিলেও ধ্বনি আপনা-আপনিই তাহার কানে প্রবেশ করে।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিযুক্ত-অধরসুধা বাঁশরীর শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া, যখন লোকের কানে প্রবেশ করে, তখন কেহ আর স্থির থাকিতে পারে না; সকলেই মাতোয়ারা হইয়া যায়; লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-আদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ ধ্বনিই যেন তাহাদিগকে জোর করিয়া টানিয়া আনে।

এ স্থলের মর্ম্মার্থ বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর ধ্বনি যে এমন ভাবে সকলকে মাতোয়ারা করিয়া তোলে, ইহা তাঁহার বাঁশরী, বা বাঁশরীর শব্দের স্বাভাবিক গুণ নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের মন্দ-হাসি-মিশ্রিত অধর-সুধার গুণ; শ্রীকৃষ্ণের অধর-স্পর্শেই বাঁশরী এই গুণ পাইয়াছে; অথবা শ্রীকৃষ্ণের অধরের ফুৎকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বাঁশরীর ধ্বনি এইরূপ মন-প্রাণ-মাতোয়ারা-করা গুণ পাইয়াছে।

সভা—সকলকে। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক। **বলাৎকারে আনে ধরি**—জোর করিয়া ধরিয়া আনে—বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহারা এতই উতালা হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও যে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসে, "বলাৎকার" শব্দে, তাহাই সূচিত হইতেছে।

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোলে হৈতে কাঢ়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহাকে কেহ অতর্কিত ভাবে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আসে, তাহার যেমন নিজের শক্তি প্রয়োগ করিবার কোনও সুযোগ থাকেনা, কিম্বা নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিবারও কোনও সুযোগ থাকে না, সেইরূপ এই বংশীধ্বনি যাহার কানে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া নিজের মোহিনী শক্তিতে যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আকর্ষণ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে যাওয়ার জন্য আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় ও আনন্দে সে এতই উতালা হইয়া পড়ে যে, তাহার লোক-ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম ইত্যাদির কোনও কিছুর অপেক্ষাই তখন আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার সুযোগ পায় না। "বলাৎকার"-শব্দের মর্ম্ম বোধ হয় ইহাই। বিশেষতঃ **যুবতীর গণে** - পরবর্ত্তী ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। যুবতী-শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; অন্যের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ সম্ভব নহে।

১২০। **ধ্বনি বড় উদ্ধত**- সেই বংশীধ্বনি একেবারেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, নিজের অভিপ্রেত কাজ সে করিবেই—তাতে অপরের ভাল হউক, কি মন্দ হউক, তা সে সে-বিচার করিবে না।

পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত—পতিব্রতা রমণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মও নষ্ট করিয়া দেয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির অসাধারণ শক্তির কথা বলিতেছেন। পুরুষ অনেক সময় নানা কারণে লোক-ধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিতে পারে; কিন্তু পতিব্রতা-রমণী নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার পাতিব্রত্য বা সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমনই শক্তি যে, পতিব্রতা রমণীগণ পর্য্যন্ত ঐ বংশীধ্বনি শুনিয়া পতিসেবাদি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। পূর্ব্ব পদে "বিশেষতঃ যুবতীর গণে" বলার তাৎপর্য্যও ইহাই। যুবতী-স্ত্রীর পক্ষেই সর্ব্বপ্রকারে পতির মনোরঞ্জন করা সম্ভব হয়; পতির মনোরঞ্জনই পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের সার বস্তু; পতিব্রতা রমণীর পক্ষে যৌবনেই পূর্ণ মাত্রায় পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পালন করা সম্ভব; এজন্য পতিব্রতা রমণীর পক্ষে যৌবনেই পতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আসক্তি প্রকাশ পায় - অনেক সময় এতই পত্যনুরাগ দেখা যায় যে, অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি পর্য্যন্তও উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, অন্য তো দূরের কথা, এইরূপ পতিতে অত্যাসক্তিযুক্তা পতিব্রতা যুবতী নারীগণকে পর্য্যন্ত পতি-কোল হইতে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ-সমীপে লইয়া আসে।

অথবা—যুবতীদিগের চিত্ত সাধারণতঃ প্রেমপূর্ণ থাকে; প্রেমময়ের বংশীধ্বনি, যখন প্রেমিকগণকে সুমধুর স্বরে আহ্বান করিতে থাকে, তখন প্রেমবতী রমণীগণের চিত্তই বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে থাকে।

অথবা—শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজকিশোরী শ্রীমতী রাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়াই এই শ্লোকের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীমতী রাধিকা এবং তাঁহার সঙ্গিনী ব্রজসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবে আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের বিশ্বাস (প্রকৃত-প্রস্তাবেও ইহা সত্য যে), এইরূপ গুরুতর কাজ আর কেহই করেন নাই; এজন্যই রাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—কৃষ্ণের বংশীর প্রভাব যুবতী-নারীগণের উপরেই বিশেষরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

তার আগে কেবা গোপীগণে—ব্রজের গোপীগণ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; সুতরাং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা স্বরূপতঃ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলার পরিকররূপে তাঁহাদেরও সহজ নর-ভাব; এজন্যই তাঁহাদের চক্ষে লক্ষ্মী হইলেন দেবী, আর তাঁহারা মানবী; তাই তাঁহারা আপনাদিগকে লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা হেয় মনে করিতেছেন। "বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণই কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নারায়ণের বক্ষঃ ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন, আর আমরা তো সাধারণ গোয়ালার মেয়ে, আমরা কিরূপে স্থির থাকিব?"—এইরূপই গোপীগণের মনের ভাব।

নীবি খসায় পতি-আগে,　　গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ-স্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়,　　সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥ ১২১
কাণের ভিতর বাসা করে,
আপনে তাহাঁ সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ,
আন্ বুলিতে বোলায় আন্,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ ১২২
পুন কহে বাহ্য জ্ঞানে,　　আন কহিতে কহি আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি,　　নিজৈশ্বর্য্যমাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥ ১২৩

আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃতস্রোতে যাই বহি॥ ১২৪

তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুন সনাতনে কহে॥ ১২৫

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
যেই ইহা শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥ ১২৬

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১২৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-
বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম
একবিংশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই ত্রিপদীতে "পতিব্রতা"-শব্দে এবং পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে "নারীগণ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকেই বুঝাইতেছে।

১২২। **কাণের ভিতর** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ এক বার যাহার কানে প্রবেশ করে, তাহার কানে আর অন্য কোনও শব্দই যেন প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ বাঁশীর শব্দই যেন সর্ব্বদা তাহার কানে ধ্বনিত হইতে থাকে; যখন বাস্তবিক বাঁশীর শব্দ হয় না, তখনও যেন তাহার কানে ঐ বাঁশীর শব্দই শুনা যায়; অন্য শব্দ যখন হয়, তখনও তাহার কানে বাঁশীর শব্দই শুনা যায়। শব্দ যেন কানের মধ্যে বাসা করিয়া নিজের স্থায়ী বাসস্থান করিয়া লইয়াছে। **আন্ বুলিতে বোলায় আন্**—ইহাদ্বারা বংশীধ্বনি-জনিত তন্ময়তা সূচিত হইতেছে। যিনি একবার ঐ বংশীর ধ্বনি শুনেন, ঐ ধ্বনিতেই তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইয়া যায়; অন্য বিষয়ে আর কিছুতেই তিনি মনোনিবেশ করিতে পারেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কথা ব্যতীত অপর কোনও কথা বলিতে গেলে তাঁহার মুখে অসংলগ্ন কথা বাহির হইয়া পড়ে, এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিয়া ফেলেন।

১২৩। **পুন কহে** ইত্যাদি—কৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই এতক্ষণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেন প্রলাপোক্তি করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন।

মোর চিত্তভ্রম করি—শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার চিত্তভ্রম জন্মাইয়া। প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা; এই কৃপাবশতঃই তাঁহার স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা তোমাকে শুনাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। আমাকে যন্ত্র করিয়া, আমার চিত্তভ্রান্তি জন্মাইয়া, আমার মুখেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের কথা প্রকাশ করাইয়া তিনি তোমাকে তাহা শুনাইয়াছেন।

১২৪। **বাউল**—বাতুল; পাগল। **যাই বহি**—প্রবাহিত হইয়া যাই।

১২৫। **পুনঃ সনাতনে কহে**—পুনর্ব্বার যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।